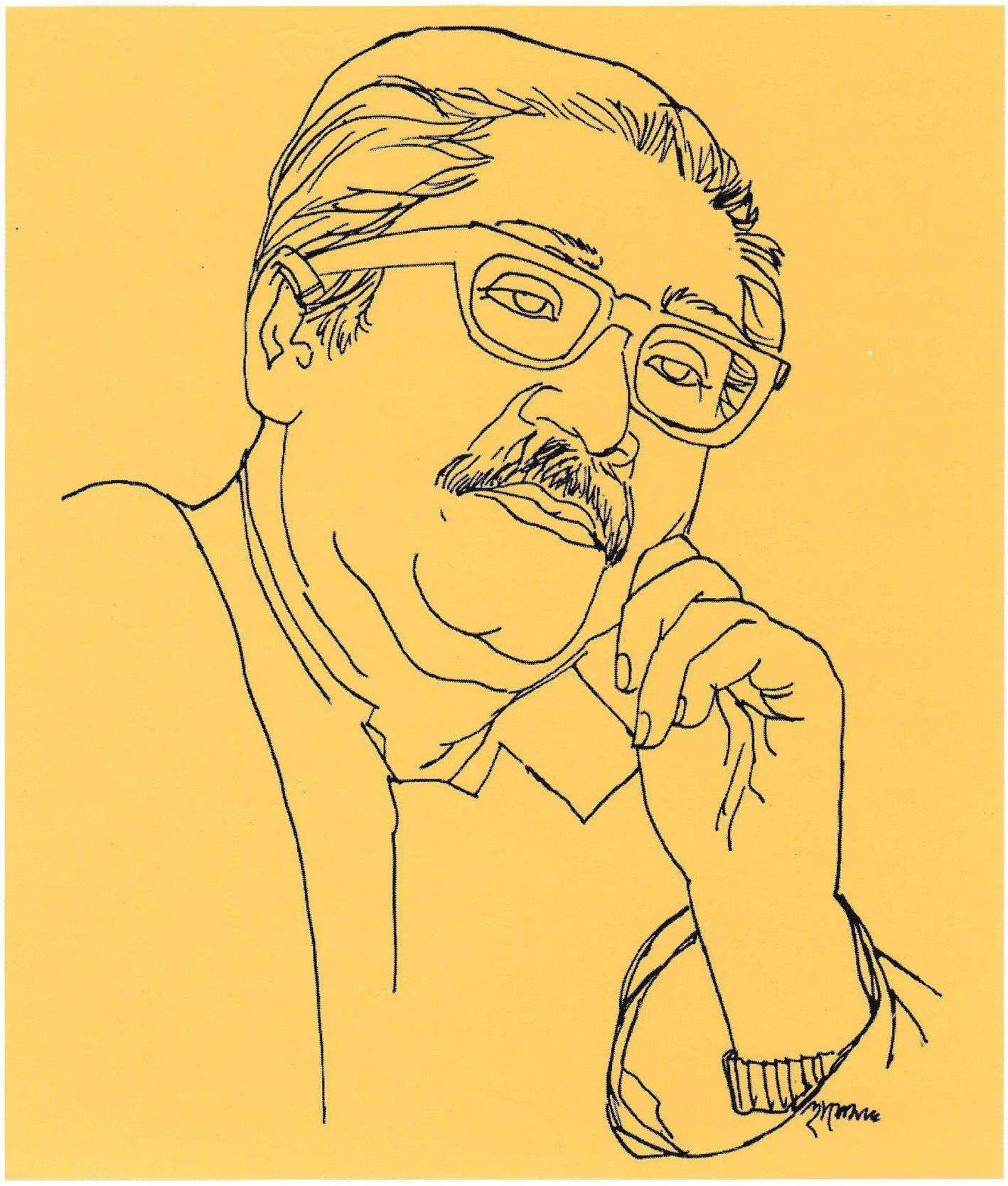
জাতির জনক

FATHER OF THE NATION



জাতির জনক
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
BANGABANDHU SHEIKH MUJIBUR RAHMAN
THE FATHER OF THE NATION





বাংলাদেশের মানুষ বিশ্বের কাছে প্রমাণ করেছে, তারা বীরের জাতি, তারা নিজেদের অধিকার অর্জন করে মানুষের মত বাঁচতে জানে।

আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। একজন বাঙালিও বেঁচে থাকতে এই স্বাধীনতা নষ্ট হতে দেবে না। বাংলাদেশ ইতিহাসে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবেই টিকে থাকবে। বাংলাকে দাবিয়ে রাখতে পারে, এমন কোন শক্তি নেই।

বঙ্গবন্ধু

The people of Bangladesh have proved to the world at large that they are a heroic nation, they know how to achieve their rights and live like human beings.

We have achieved our independence. So long a Bengali lives he will not allow this independence to be lost. Bangladesh will continue to exist as an independent country in history. There is no power on earth which can keep Bangladesh under subjugation.

Bangabandhu



আমি স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দিতে চাই যে, আমাদের দেশ হবে গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, জাতীয়তাবাদী ও সমাজতান্ত্রিক দেশ। এদেশের কৃষক-শ্রমিক, হিন্দু-মুসলমান সবাই সুখে থাকবে, শান্তিতে থাকবে।

আমার জীবনের একমাত্র কামনা, বাংলাদেশের মানুষ যেন তাদের খাদ্য পায়, আশ্রয় পায় এবং উন্নত জীবনের অধিকারী হয়।

আমরা এখন স্বাধীন হয়েছি। কিন্তু স্বাধীনতার অর্থ উচ্ছৃঙ্খলতা নয়। স্বাধীনতার অর্থ সম্মান নিয়ে ইজ্জত নিয়ে বাস করা।

বঙ্গবন্ধু

I want to declare in plain and unequivocal terms that ours will be a democratic, secular, nationalist and socialist country. The farmers and the labourers, the Hindus and the Muslims all will live in happiness and peace.

The only desire of my life is to see that the people of Bangladesh get food and shelter and direct them to a prosperous life.

We are now independent. However, liberty does not mean absolute license. The real meaning of independence is to live with honour and dignity.

Bangabandhu



যে শহীদেরা আমাদের হাতে দেশের স্বাধীনতা তুলে দিয়ে গেছে তাদের মৃত্যু নেই। তাদের ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত এই স্বাধীন দেশে মানুষ যখন পেট ভরে খেতে পাবে, পাবে মর্যাদাপূর্ণ জীবন তখনই শুধু এই লাখো শহীদের আত্মা তৃপ্তি খুঁজে পাবে।

ঋণ করা সম্পদের ওপর নির্ভর করে কোন জাতি কোন দিন আত্মনির্ভরশীল হতে পারে না, বড় হতে পারে না।

আমি দুনিয়ার কাছে সাহায্যের আহ্বান জানিয়েছি, আমি সাহায্য চাই; কিন্তু স্বাধীনতা বিক্রি করে সাহায্য চাই না।

শুধু সামরিক বাহিনী দিয়ে দেশরক্ষা হয় না। দেশরক্ষা হয় জনগণকে দিয়ে।

এ কথা আজ নিশ্চিত যে, গণতন্ত্রই এদেশে ভবিষ্যতে কাজ করবে।

বঙ্গবন্ধু

The martyrs who rewarded us the independence of the country will never die. The souls of the martyrs will be contented only when the people of this independent country, established through the sacrifice of the martyrs, will get enough to eat and live a dignified life.

No nation can ever expect to become self-reliant and great depending on borrowed resources.

I have made appeal to the world for help. We want help but not at the cost of our independence.

Armed forces alone cannot defend a country. It is the people who defend their country.

It is obvious today that only democracy will work in future in this country.

Bangabandhu



বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন চালিয়েছি বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষকে নিয়ে। তাই সমাজবিরোধী ও বিশৃঙ্খলাকারীদের তৎপরতা বন্ধের জন্য আমি জনগণের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

সশস্ত্র বাহিনীর ভাইয়েরা, আপনারা জনগণের— জনগণ আপনাদের, আপনারা কোন আলাদা জাত নন। আপনারা সবাই এদেশের সন্তান, তাই দেশের সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের সাথে শরীক হয়ে বিধ্বস্ত বাংলাকে পুনর্গঠনের জন্য তাদের পাশে আপনাদের দাঁড়াতে হবে। আল্লাহ আপনাদের সহায়।

আমাদের প্রতিরক্ষা প্রস্তুতি কারো উপর হামলার জন্য নয় আত্মরক্ষার জন্যেই। আমরা অপরের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে ইচ্ছুক নই। অনুরূপভাবে আমরা আমাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অপর কারো হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করব না।

বঙ্গবন্ধু

I waged the struggle for liberation of Bangladesh with seven and a half crore people. Therefore, I appeal to the people to put an end to the activities of anti-social and disrupting elements.

My dear brothers of the armed forces, you belong to the people and the people belong to you. You do not form a separate entity. All of you are sons of the soil. Therefore, you will have to share the happiness and sorrow of the masses and stand beside them in rebuilding the devastated Bangladesh. The Almighty Allah is with you.

Our defence preparedness is not intended to attack anyone. It is for self-defence only. We do not want to interfere into other's internal affairs. Similarly, we shall not tolerate other's interference into our internal affairs.

Bangabandhu







যে জাতি আইন-শৃঙ্খলার সাথে চলতে পারে না, সে জাতি কোন দিন বড় হতে পারে না।

শুধু পতাকা তুললেই স্বাধীনতা হয় না। জনগণের জানমালের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধানও স্বাধীনতার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

কৃষিবিপ্লবের মাধ্যমেই দেশ খাদ্যশস্যে স্বনির্ভর হয়ে উঠবে। দেশের এক ইঞ্চি জমিও যাতে পড়ে না থাকে এবং জমির ফলন যাতে বৃদ্ধি পায় তার জন্য দেশের কৃষক সমাজকেই সচেষ্ট হতে হবে।

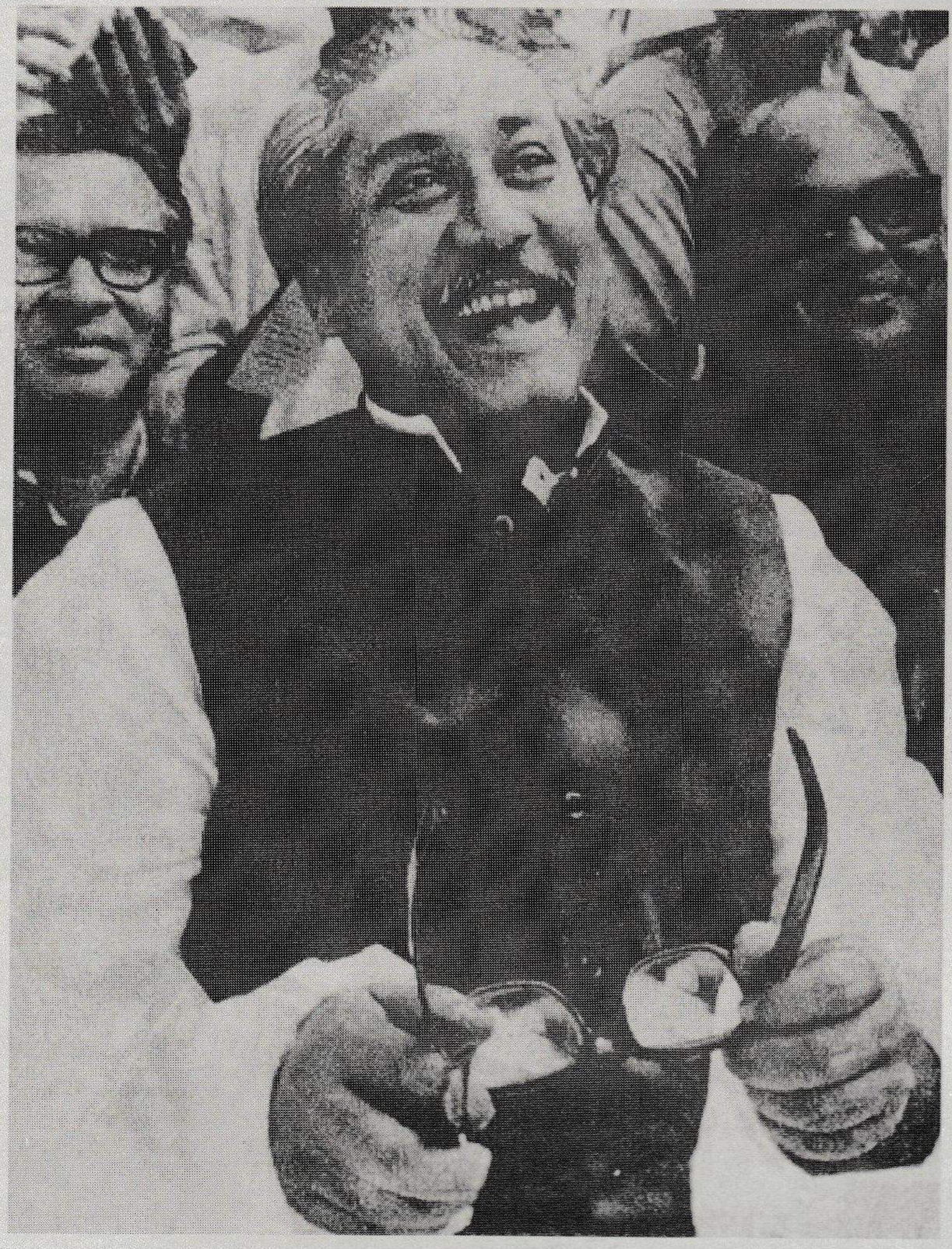
বঙ্গবন্ধু

Those who cannot maintain law and order cannot expect to be a great nation.

Independence can not be achieved with mere hoisting of the flag. Guaranteeing the security of people's lives and property is inseparable part of independence.

It is only through agricultural revolution that the country would become self-sufficient in food. The farmers must try their best to make sure that not an inch of the country's soil remains fallow and that the yield of the land is increased.

Bangabandhu





জাতির জনক
বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমান



তিনি তো শুধুমাত্র একজন ব্যক্তি নন। একটি প্রতিষ্ঠান। একটি আন্দোলন। একটি বিপ্লব। একটি অভ্যুত্থান। জাতি নির্মাণের কারিগর। মহাকাব্যের অমর গাথা এবং একটি ইতিহাস।

এই ইতিহাসের ব্যাপ্তি হাজার বছর। তাই সমকাল তাঁকে স্বীকৃতি দিয়েছে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে। ভাবীকাল তাঁকে স্বীকৃতি দেবে মহাকালের মহানায়ক রূপে।

তিনিও ইতিহাসে অক্ষয় ধ্রুবতারার মতো অম্লান গরিমায় ভাস্বর হয়ে থাকবেন। বাঙালি জাতিকে পথ দেখাবেন। তাঁর স্বপ্ন বাঙালির অস্তিত্ব। তাঁর স্মৃতি বাঙালি জাতির আরাধ্য সমাজ ও সংস্কৃতি। যে সকল সম্ভাবনা এবং প্রতিশ্রুতি তিনি তুলে ধরেছিলেন তাই বাঙালি জাতি ও তার সভ্যতার ফল্গুধারা।

জনগণের কাছে তিনি বন্ধু। জাতির কাছে তিনি পিতা। বিদেশীদের চোখে তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা (Founding Father)। তাঁর সম্পর্কে বিদেশী সাংবাদিক সিরিল ডান বলেছেন, "বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে শেখ মুজিবই একমাত্র নেতা যিনি রক্তে, বর্ণে, ভাষায়, কৃষ্টিতে এবং জন্মসূত্রেও ছিলেন খাঁটি বাঙালি। তাঁর দীর্ঘ শালপ্রাংশু দেহ, বজ্রকণ্ঠ, মানুষকে মন্ত্রমুগ্ধ করার বাগ্মিতা এবং জনগণকে নেতৃত্বদানের আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ও সাহস তাঁকে এ যুগের এক বিরল মহানায়কে রূপান্তর করেছে।" যুক্তরাষ্ট্রের 'নিউজউইক' পত্রিকা বলেছে, "শেখ মুজিব Poet of Politics–রাজনীতির কবি।" বিলেতের মানবতাবাদী আন্দোলনের প্রয়াত নেতা মনীষী লর্ড ফেনার ব্রকওয়ে বলেছেন, "জর্জ ওয়াশিংটন, মহাত্মা গান্ধী, ডি ভ্যালেরার চেয়েও শেখ মুজিব এক অর্থে বড়

নেতা।" নতুন মিসরের শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক হাসনাইনহাইকেল ('আল আহরাম' কাগজের সাবেক সম্পাদকএবং প্রেসিডেন্ট নাসেরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু) বলেছেন,"নাসের কেবল মিসরের নন, সারা আরব জাতির মুক্তিদূত। তাঁর আরব জাতীয়তাবাদ আরব জনগণের শ্রেষ্ঠ মুক্তি-প্রেরণা। তেমনি শেখ মুজিবুর রহমান শুধু বাংলাদেশের নন, বাঙালি জাতির মুক্তিদূত। তাঁর বাঙালি জাতীয়তাবাদ বাঙালির সভ্যতা ও সংস্কৃতির নবঅভ্যুদয় মন্ত্র। মুজিব বাঙালির অতীত ও বর্তমানের শ্রেষ্ঠ মহানায়ক।"

১৯৭৩ সালে আলজিয়ার্সে জোটনিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধুকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে কিউবার নেতা ফিদেল ক্যাস্ট্রো বলেছিলেন, "আমি হিমালয় পর্বত দেখিনি। শেখ মুজিবকে দেখলাম। ব্যক্তিত্বে ও সাহসে এই মানুষটি হিমালয়। আমি হিমালয় দেখার অভিজ্ঞতা অর্জন করলাম।" বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর খবর শুনে বৃটেনের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ডউ ইলসন লন্ডনের এক বাঙালি সাংবাদিকের কাছে লেখা শোকবাণীতে বলেন, "এটা আপনাদের কাছে অবশ্যই এক বিরাট ন্যাশনাল ট্রাজেডি। আমার কাছেএক পরম শোকাবহ পার্সোনাল ট্রাজেডি।"



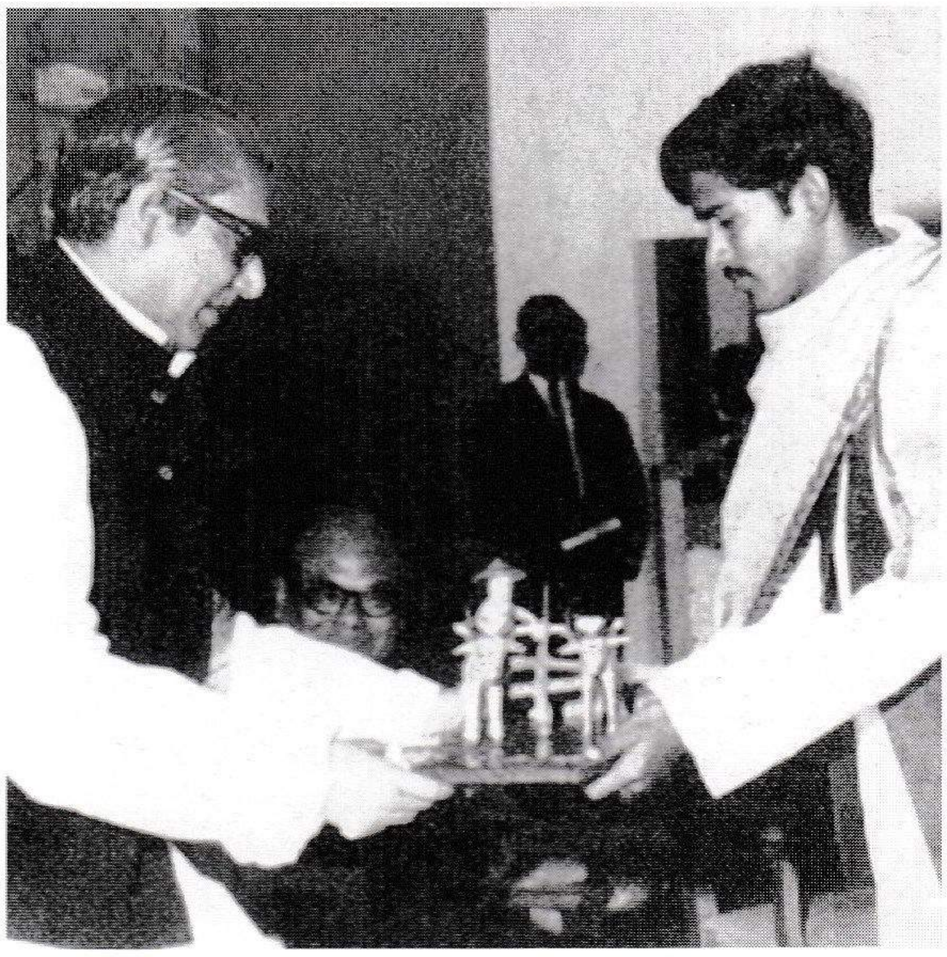
আসলে জাতির পিতা বলতে এখানে ন্যাশন-স্টেটের প্রতিষ্ঠাতাকে বুঝানো হয়েছে। আধুনিক ইউরোপের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র চেতনার ফসল আধুনিক জাতীয়তা ও জাতীয় রাষ্ট্র। এই আধুনিক ন্যাশন ও ন্যাশন-স্টেট প্রতিষ্ঠায় যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছেন, জাতি তাঁদের শ্রদ্ধার সঙ্গে পিতা ও রাষ্ট্রনির্মাতার সুউচ্চ মর্যাদার আসনে বসিয়েছে। এজন্যে কামাল আতাতুর্ক নব্যতুরস্কের জনক, মহাত্মা গান্ধী নতুন ভারতের পিতা, শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালির মডার্ন ন্যাশন-স্টেটের নির্মাতা এবং বাঙালি জাতির জনক।

কামাল আতাতুর্ক এবং গান্ধীর চেয়েও শেখ মুজিব আরও বেশি সার্থকভাবে জাতির পিতার মর্যাদার অধিকারী। ওসমানিয়া বা অটোম্যান সাম্রাজ্যের আমলেও তুর্কি জাতির নাম ও অস্তিত্ব বহাল ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধে অটোম্যান সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ার পর কামাল পাশা সেই সাম্রাজ্যের শেষ ভগ্নাবশেষ তুরস্ককে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীদের আগ্রাসন থেকে মুক্ত করে একটি আধুনিক গণতান্ত্রিক ন্যাশন-স্টেট হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। গান্ধীর আগে এবং তাঁর আমলেও ভারত তার নাম এবং ভারতবাসী তাদের জাতিত্বের পরিচয় হারায়নি। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনের অবসানের পর বাংলাদেশ ও বাঙালি নামটি মুছে দেয়া

হয়েছিল। নতুন পাকিস্তানি শাসকরা তাদের সংবিধানেই বাংলাদেশের নতুন নাম দেন পূর্ব পাকিস্তান। পূর্ব পাকিস্তানেই বাংলা ভাষাভাষী মানুষের হাজার বছরের জাতিত্বের পরিচয় মুছে দিয়ে তাদের কপালে একমাত্র পরিচয় সেঁটে দেয়া হয় 'পাকিস্তানি'। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানকে বাংলাদেশ বলা এবং এই পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের বাঙালি হিসেবে আত্মপরিচয় দেয়াও ছিল দেশদ্রোহিতামূলক দণ্ডযোগ্য অপরাধ।

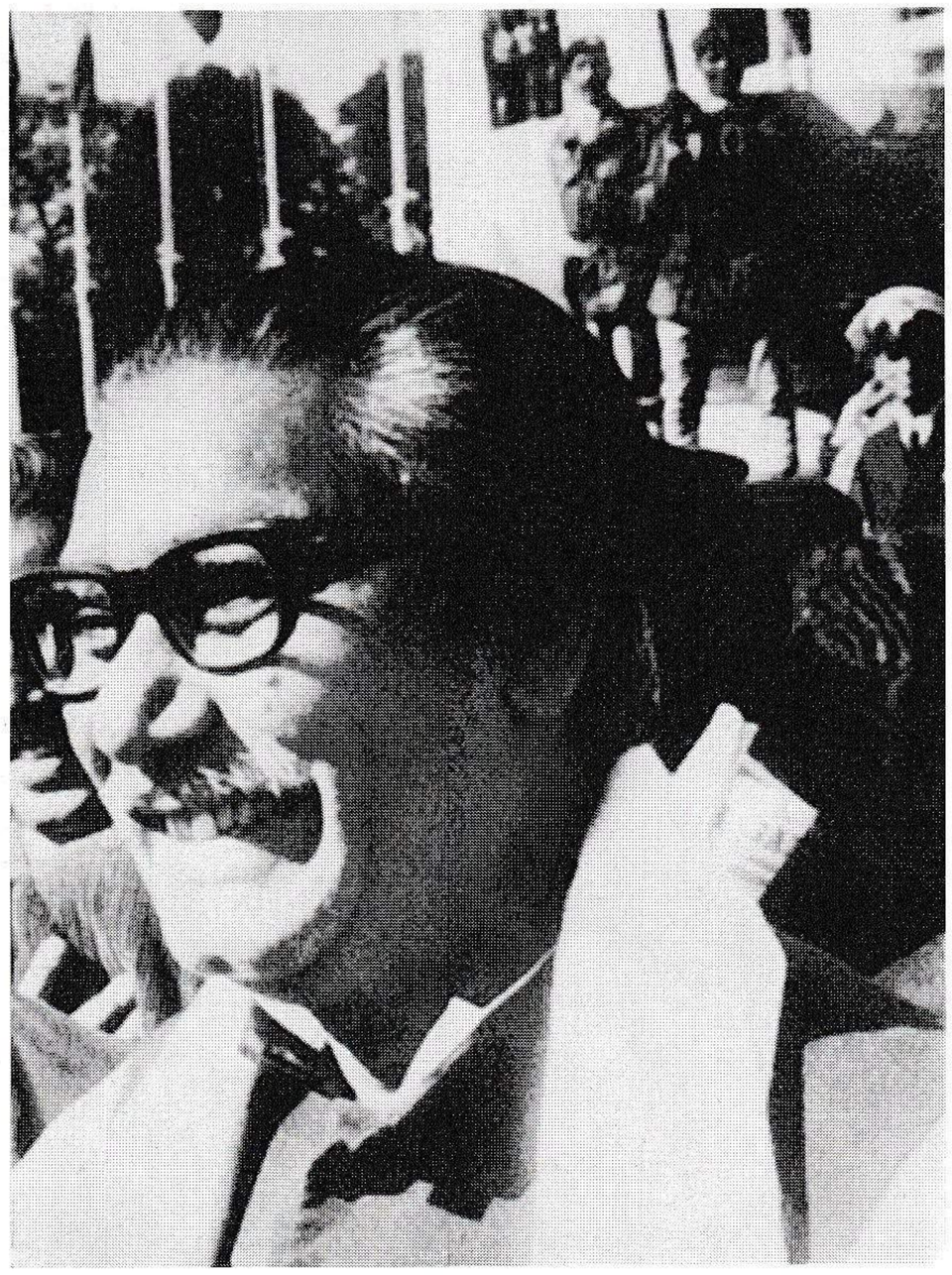
বাঙালি জাতিকে ধ্বংস করার এই নব্য উপনিবেশবাদী চক্রান্তের বিরুদ্ধেও প্রথম সাহসের সঙ্গে প্রতিবাদ জানান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৫৫ সালের ২৫ আগস্ট তারিখে পাকিস্তান গণপরিষদে তিনি বলেন, "স্পীকার মহোদয়, ওরা (সরকার) পূর্ব বাংলার নাম বদল করে পূর্ব পাকিস্তান রাখতে চায়। আমরা বারংবার দাবি জানাচ্ছি, আপনারা 'বাংলা' এই নাম ব্যবহার করুন। বাংলা নামের ইতিহাস আছে। আছে নিজস্ব ঐতিহ্য-ট্রাডিশন। এই নাম পরিবর্তন করতে হলে বাংলার জনগণের কাছে আগে জিজ্ঞেস করতে হবে, তারা এই নামবদল মানতে রাজি আছে কি-না?"
শেখ মুজিবের এই সুস্পষ্ট প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে এবং বাংলাদেশের জনগণের কোনোরকম মতামত না নিয়ে পাকিস্তানি শাসকরা বাংলা নাম মুছে দিয়ে 'পূর্ব পাকিস্তান' নামটি চাপিয়ে দিয়েছিলেন। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে শেখ মুজিব কারান্তরাল থেকে বেরিয়ে এসে বাঙালির কপাল থেকে এই দাসত্বমূলক পরিচয় মুছে ফেলার পদক্ষেপ নেন। এ বছর ৫ ডিসেম্বর তারিখে তিনি ঘোষণা করেন, "একসময় এদেশ থেকে, এদেশের মানচিত্র থেকে 'বাংলা' কথাটার সর্বশেষ চিহ্নও চিরতরে মুছে ফেলার চেষ্টা হয়েছে। শুধু বঙ্গোপসাগর ছাড়া আর কোথাও নামটির চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না। বাংলার মানুষের পক্ষ থেকে আমি ঘোষণা করছি, আজ থেকে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলের নাম পূর্ব পাকিস্তানের বদলে শুধু 'বাংলাদেশ' হবে।"

প্রকৃতপক্ষে এক ক্রান্তিলগ্নের স্বাধীন বাংলাদেশের নবজন্মের প্রথম প্রকাশ্য ঘোষণা বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকেই উচ্চারিত হয়। এটা বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতির নব অভ্যুদয়েরও ঘোষণা। বাঙালির ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতির অবরুদ্ধ স্রোতেরও মুক্তিলাভের ঘোষণা। বাংলাদেশ ও বাঙালি এই দুটি লুপ্ত নামের পুনঃপ্রতিষ্ঠা যাঁর হাতে, বাঙালির নিজস্ব দেশ প্রতিষ্ঠা



যাঁর দীর্ঘ চব্বিশ বছরের আন্দোলন ও সংগ্রামের ফল তাঁকে বাঙালি জাতির জনক, বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা-পিতা ছাড়া আর কি যোগ্য নামে ডাকা যায়?

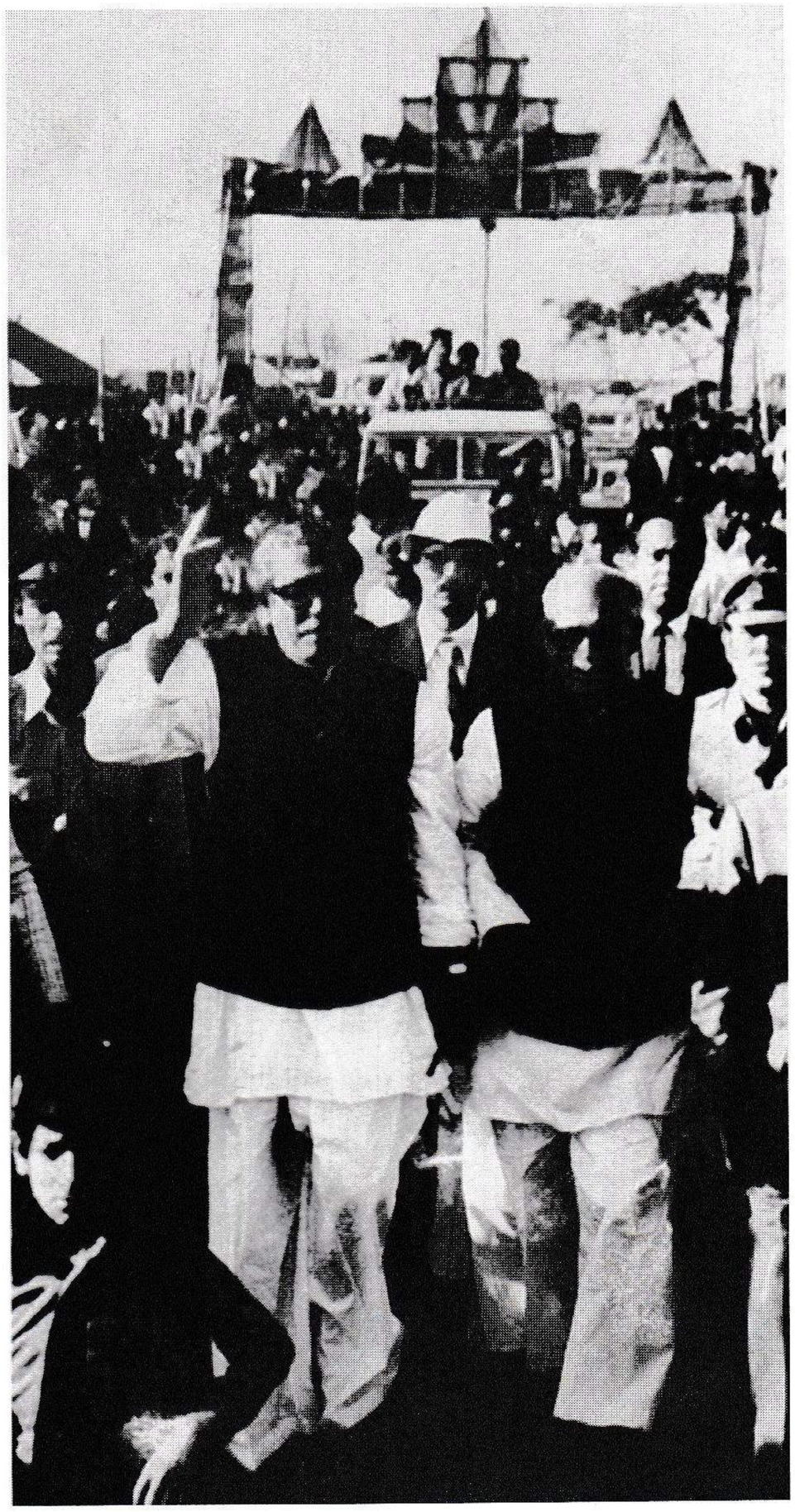
শেখ মুজিবের বিপ্লব শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের বিপ্লব নয়। বাঙালির আধুনিক ও গণতান্ত্রিক ন্যাশন-স্টেট প্রতিষ্ঠার পর তিনি দেশের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং শোষিতের মুক্তির লক্ষ্যে তাঁর দুঃসাহসী দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন। এখন অনেকেই স্বীকার করেন, গান্ধী ছিলেন অহিংস অসহযোগ ও সত্যাগ্রহ আন্দোলনের স্রষ্টা। কিন্তু তাঁকে সফলভাবে প্রয়োগ করে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন শেখ মুজিব। তাঁর রাজনৈতিক রণনীতি ও কৌশল ছিল বাংলার সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ, তিতুমীরের বাঁশের কেল্লার সংগ্রাম, নীলচাষ বিদ্রোহ ও প্রজা আন্দোলনের ধারা, গান্ধীজীর সত্যাগ্রহের প্রেরণা, সুভাষ বসুর সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের প্রভাব। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের অসাম্প্রদায়িকতা, শেরে বাংলা ও শহীদ সোহরাওয়ার্দীর উদার গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ তাঁর রাজনৈতিক চরিত্র গঠন করেছে। জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রামে নেমে তিনি হয়েছেন সমাজবাদী। পশ্চিমা গণতন্ত্রের সীমাবদ্ধতা থেকে বেরিয়ে এসে তিনি চেয়েছিলেন শোষিতের গণতন্ত্রের বাস্তবায়ন। জাতীয়তাবাদী চেতনার ভিত্তির উপর যে অসাম্প্রদায়িক গণতন্ত্র তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, জনগণের সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যে তাকে তিনি মুক্ত সমাজবাদী চেতনা ও কর্মসূচীর সঙ্গে মেলাতে চেয়েছিলেন। বাঙালি জাতীয়তাবাদ যেন হয় বাংলাদেশের সকল ধর্মের, সকল অঞ্চলের, সকল মানুষের মিলন মোহনা, বাংলা ভাষা যেন হয় বিশ্বসভায় বাঙালির সভ্যতার শ্রেষ্ঠ পরিচয়, এই স্বপ্ন-সাধনা দিয়েই গড়ে উঠেছে তাঁর রাজনৈতিক দর্শন। তাই জাতিসংঘে দাঁড়িয়ে তিনিই সর্বপ্রথম বাংলায় ভাষণ দিয়েছেন। জাতিসংঘের ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি আদায় করেছেন বাংলা ভাষার। রবীন্দ্রনাথের নোবেল সাহিত্য পুরস্কার লাভের পর এটাই বাংলা ভাষার আনুষ্ঠানিক আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি।



এই শতকের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও নব্য উপনিবেশবাদ বিরোধী সংগ্রামের ইতিহাসে গান্ধী, টিটো, নাসের, সুকর্ণ, লুমুম্বা, নক্রুমার নামের পাশাপাশি শেখ মুজিব নামটিও সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে। তিনি তাঁর স্বপ্ন-সাধনা, সংগ্রামের মধ্যেই আত্মাহুতি দিয়েছেন। নিজের বুকের রক্তে, নিজের

স্বজন-পরিজনের রক্তে তিনি বাংলার নতুন ইতিহাস লিখে রেখে গেছেন স্বাধীন বাংলার নতুন প্রজন্মের জন্যে। তিনি আজ বাংলার জাতীয় পতাকার রক্তসূর্য। বাংলাদেশ-বঙ্গবন্ধু এই দু'টি নাম আজ অভিন্ন। বাংলার স্বাধীনতা, ভাষা, সমাজ, সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে বঙ্গবন্ধু চিরকালের জন্য চিরজাগ্রত। তাঁর মৃত্যু হয়নি। তিনি মৃত্যুঞ্জয়।

বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধুর শ্রেষ্ঠ কীর্তি। তিনি তো আবহমান বাংলার চিরকালের প্রাণপ্রবাহ। বাংলার পাখির গানে, নদীর কলতানে, বাতাসের উচ্ছ্বাসে, আকাশের গরিমায়, সূর্যের শৌর্যে, চাঁদের কিরণে, নক্ষত্রের ছায়াপথে, ভোরের শিশিরে, মসজিদের আজানে, মন্দিরের কাঁসরধ্বনিতে, গির্জার ঘণ্টায়, জারিসারি ভাটিয়ালির সুরে, বসন্তের উল্লাসে, বর্ষার ক্রন্দনে, শরতের শ্যামলিমায়, বৈশাখের ভৈরবীতে, বাঙালির হাসি-কান্না, প্রেম-ভালবাসা, মিলনে বিরহে তিনি চিরদিনের জন্যে চিরকালের জন্যে জাগ্রত, জীবন্ত। তিনি আরও বেশি জীবিত চিরকালের বাঙালির মনে ও মননে।



তাঁর বিচিত্র বর্ণাঢ্য জীবনের ছবি ভাষায়, রঙে বা আলোকচিত্রে সম্পূর্ণভাবে তুলে ধরা সম্ভব নয়। কারণ, "তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ।" এই মহত্ত্বের কোন ছবি তোলা যায় না। জাতীয় চেতনার বিশাল উপলব্ধিতে তাঁর অবস্থান। তবু কেউ ভাষায়, কেউ রঙে, কেউ ছবিতে—মহামানুষের, মহানায়কের স্মৃতি ধরে রাখার চেষ্টা করেন। এই অ্যালবামটিও বাংলার মহানায়কের স্মৃতি ধরে রাখার এমনি একটি প্রচেষ্টা। বর্তমান ও ভাবী প্রজন্মের বাঙালির কাছে হবে এই অ্যালবাম বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে সামান্য আলোকপাত। মৃত্যুর তুচ্ছতা অতিক্রম করে যে মহানায়ক নিজের স্বপ্ন ও সংগ্রামের আলোকে আজ আলোকিত, তাঁর সেই আলোকেই আমরা ভবিষ্যতের পথ চিনে নিতে চাই। তিনি আমাদের মুক্তিদাতা। আজকের এবং আগামী দিনেরও। তাঁর আদর্শের উত্তরাধিকার বাঙালির সবচেয়ে বড় সম্পদ ও পাথেয়।

তিনি মৃত্যুঞ্জয়ী, তাঁর স্মৃতি অক্ষয় ও অমর।

আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী

২০-১২-৯৪, লন্ডন।



THE FATHER OF THE NATION
BANGABANDHU
SHEIKH MUJIBUR RAHMAN



He is not a mere individual. He is an institution, a movement, a revolution, an upsurge. He is the architect of a nation. He is the essence of an epic poetry and he himself is the history.

This history goes back a thousand years. This is why contemporary history has recognised him as the greatest Bengali of the past thousand years. The future will call him the champion of eternal time.

He will shine like the polestar in immaculate luminosity in the history. He will show path to the Bengali nation. The foundation of the existence of the nation is his dreams. A memory of him is the culture and society that Bengalis have sketched for them. The possibilities and the promises presented by him are the fountain-spring of the civilized existence of the Bengalis.

He is a friend to the masses. He is the Father to the nation. To other nations and foreign populaution he is the founder of sovereign Bangladesh. Journalist Cyril Dunn held of him,"In thousand year history of Bangladesh, Sheikh Mujib is the only leader who is by blood, race, language, culture and birth a true Bengali. His physique was immense. His voice was profound like thunder. His charisma worked as magic on people. The courage and charm that streamed from him made him a superhuman in these times." Newsweek magazine portrayed him as "the poet of politics".



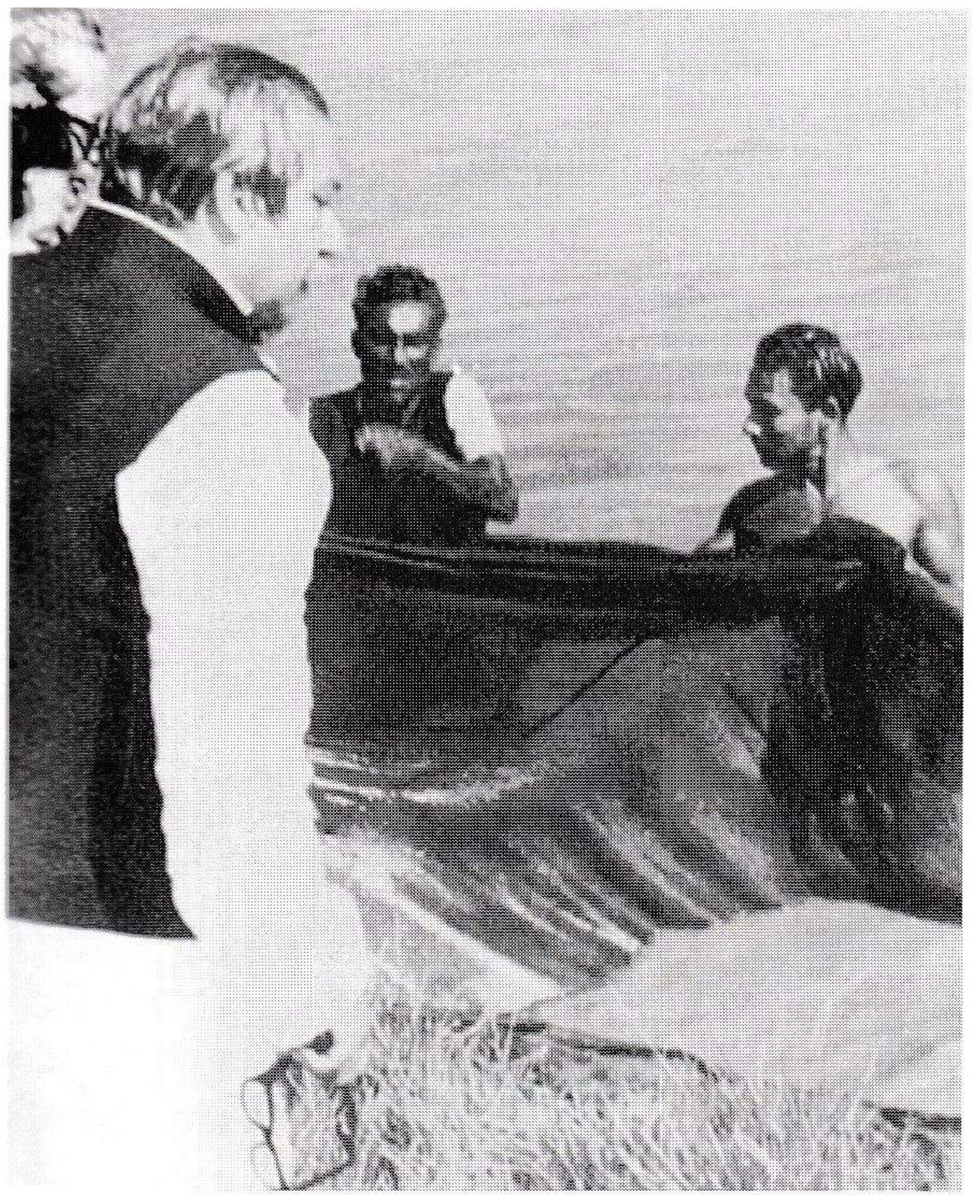
The leader of the British humanist movement, the late Lord Fenner Brockway once remarked, "In a sense, Sheikh Mujib is a greater leader than George Washington, Mahatma Gandhi and De Valera." The top journalist of the new Egypt, Hasnein Heikal (former editor of Al Ahram and a close associate of the late President Nasser) has said, "Nasser does not belong to Egypt only. He is the messenger of freedom for the entire Arab world. His Arab nationalism is the mesage of freedom for the Arab people. In similar fashion, Sheikh Mujibur Rahman does not belong to Bangladesh alone. He is the harbinger of freedom for all Bengalis. Bengali civilization and culture surfaced afresh from his Bengali natioaism. Mujib is the hero of the Bengalis, in the past and in the times that are".

Embracing Bangabandhu at the Algiers Non-Aligned Summit in 1973, Cuba's Fidel Castro noted, "I have not seen the Himalayas. But I have seen Sheikh Mujib. He is the Himalayas in personality and in courage. I have thus had the experience of witnessing the Himalayas."

Upon hearing the news of Bangabandhu's assassination, former British Prime Minister Harold Wilson wrote to a Bengali journalist, "This is surely a supreme national tragedy for you. For me it is a personal tragedy of immense dimensions." Here the term "Father of the Nation" refers to the founder of a nation-state. In Europe, national democratic aspirations have culminated into modern nationalism and the national state. Those who have provided leadership in the creation of nations or nation-states have lovingly been called by their peoples as founding fathers and have been placed on the high perch of history. That is why Kemal Ataturk is the architect of modern Turkey. And thus Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman is the founder of the Bengali nation-state and father of the nation to Bengalis. But in many considerations, Sheikh Mujib has been a more successful founding

father than either Ataturk or Gandhi. Turkey existed even during the period of the Ottoman Empire. Once the empire fell, Ataturk took control of Turkey and had it veer away from western exploitation through shaping it to a democratic nation-state. In Gandhi's case, India and Indians did not lose their national entity either before or after him. But once the British left the subcontinent, the existence of the Bengali nation appeared to have been wiped out.

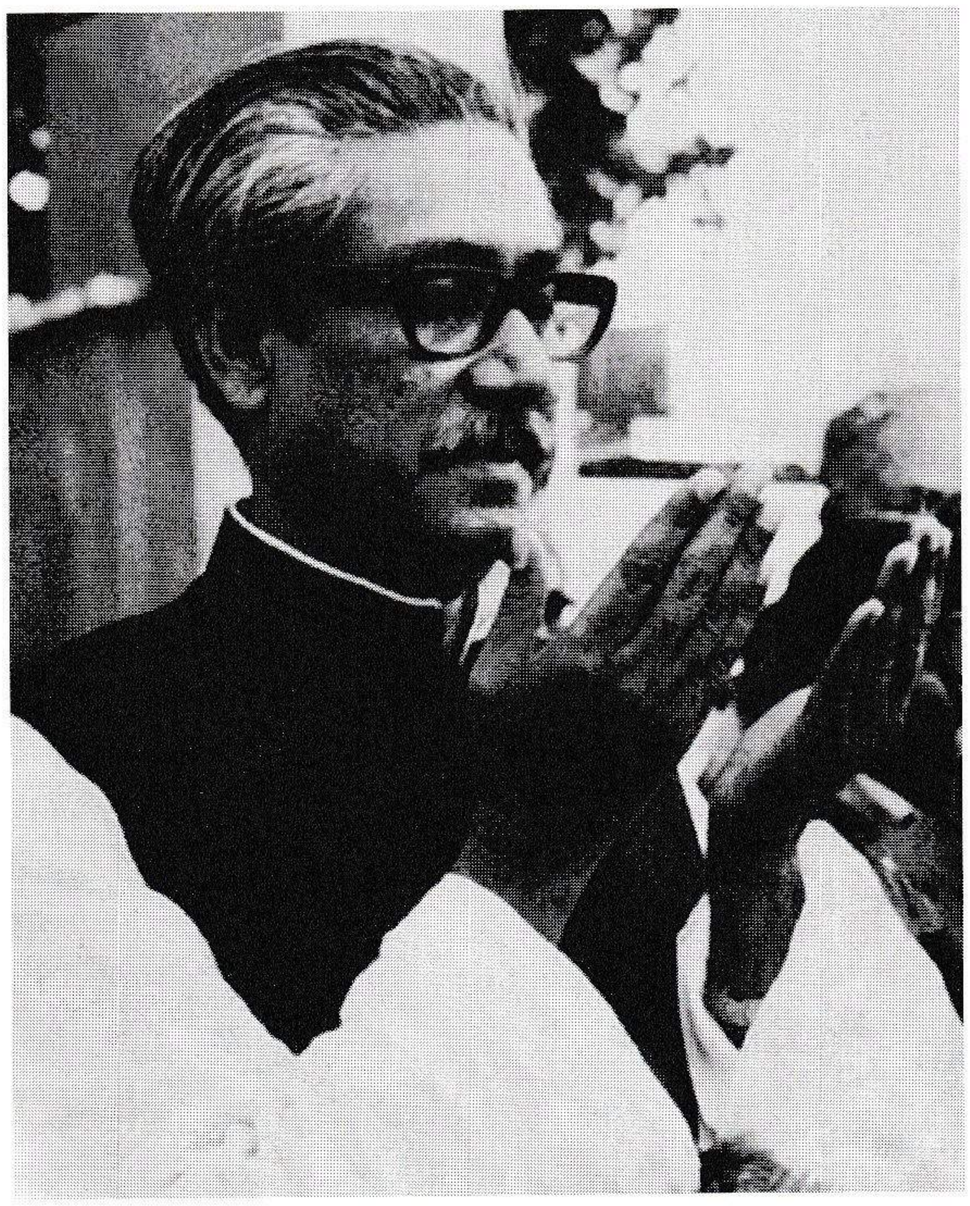
The rulers of the new state of Pakistan renamed Bangladesh as 'East Pakistan' in the constitution. By pushing down a thousand-year history into the shadows, the Pakistani rulers imposed the nomenclature of 'Pakistanis' on the Bengalis, so much so that the phrase 'Bengali' or 'Bangladesh' amounted to sedition in the eyes of the Pakistani rulers. The first person to rise in defence of the Bengali nation, its history and heritage, was Sheikh Mujibur Rahman. On 25 August 1955, he said in the Pakistan Constituent Assembly, "Mr. Speaker, They (the government) want to change the name of East Bengal into East Pakistan. We have always demanded that the name 'Bangla' be used. There is a history behind Bangla. There is a tradition, a heritage. If this name is at all to be changed, the question should be placed before the people of Bengal whether they are ready to have their identity changed?"



Sheikh Mujib's demand was set aside. Bangladesh was renamed East Pakistan by the Pakistani rulers. Years later, after his release from the so-called Agartala conspiracy case, Sheikh Mujib took the first step towards correcting the misdeed imposed on his people. On 5 December 1969, he said, "At times, attempts were made to wipe-out all traces of history and aspirations of the Bengali nation. Except the Bay of Bengal, the term Bengal can not be found anywhere. On behalf of the people of Bengal, I am announcing today that henceforth the eastern province of Pakistan will, instead of being called East Pakistan, be called Bangladesh".

Sheikh Mujib's revolution was not simply directed to achieve political freedom. Once the Bengali nation-state was established, it became his goal to carry through programmes geared to the achievement of national economic welfare. To put an end to exploitation was one underlying principle of his programme, which he called the Second Revolution. There are many who admit today that Gandhi was the originator of the non violent non-cooperation movement, but Sheikh Mujib created history by using that principle effectively.

Mujib's politics was a natural follow-up of the struggle and movements of Bengal's spiritualists and religious preachers, Titumir's crusade, the Indigo Revolt, Gandhiji's non-cooperation and Subhash Chandra Bose's armed struggle to achieve freedom. The secularism of Deshbandhu Chittaranjan Das, the liberal democratic politics of Sher-e-Bangla A.K. Fazlul Haque and Huseyn Shaheed Suhrawardy shaped the Mujib character. He was committed to people's welfare. Emerging free from the limitations of western democracy, he wished to see democracy sustain in Bengali nationalism. It was this dream that led to the rise of his ideology. At the United Nations, he was the first man to speak about his dreams and his people's aspirations in Bangla. The language was, in that swift stroke of politics, recognised by the global community. For the first time after Rabindranath Tagore's Nobel achievement in literature in 1913, Bangla was put on a position of dignity.

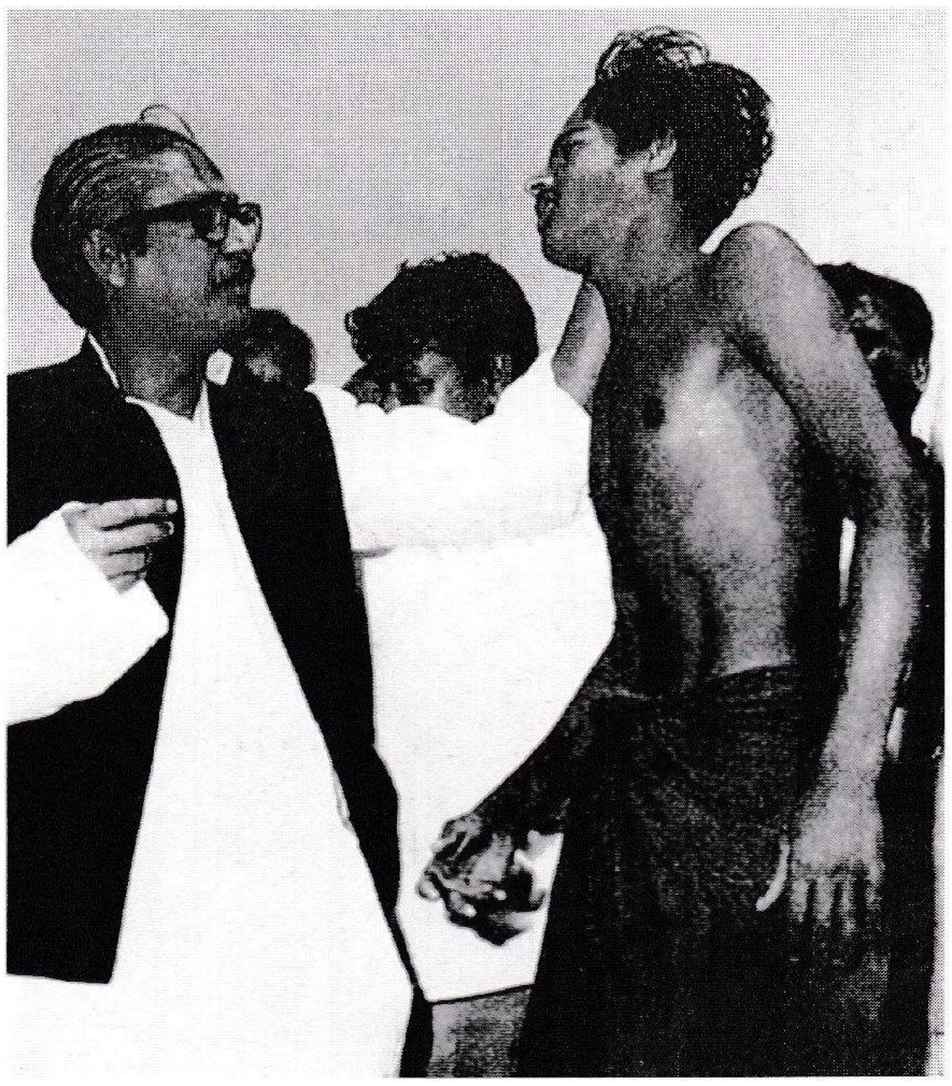


For his struggle against imperialism and neocolonialism, Sheikh Mujib had found a golden place with the world's great leaders – Gandhi, Tito, Nasser, Sukorno, Lumumba and Nkruma. He had sacrificed his life fighting for the dreams he had for his people. With his and family members' blood, he had written anew the history of Bangladesh for the posterity to read. In Bangladesh, he symbolizes the red sun that sits

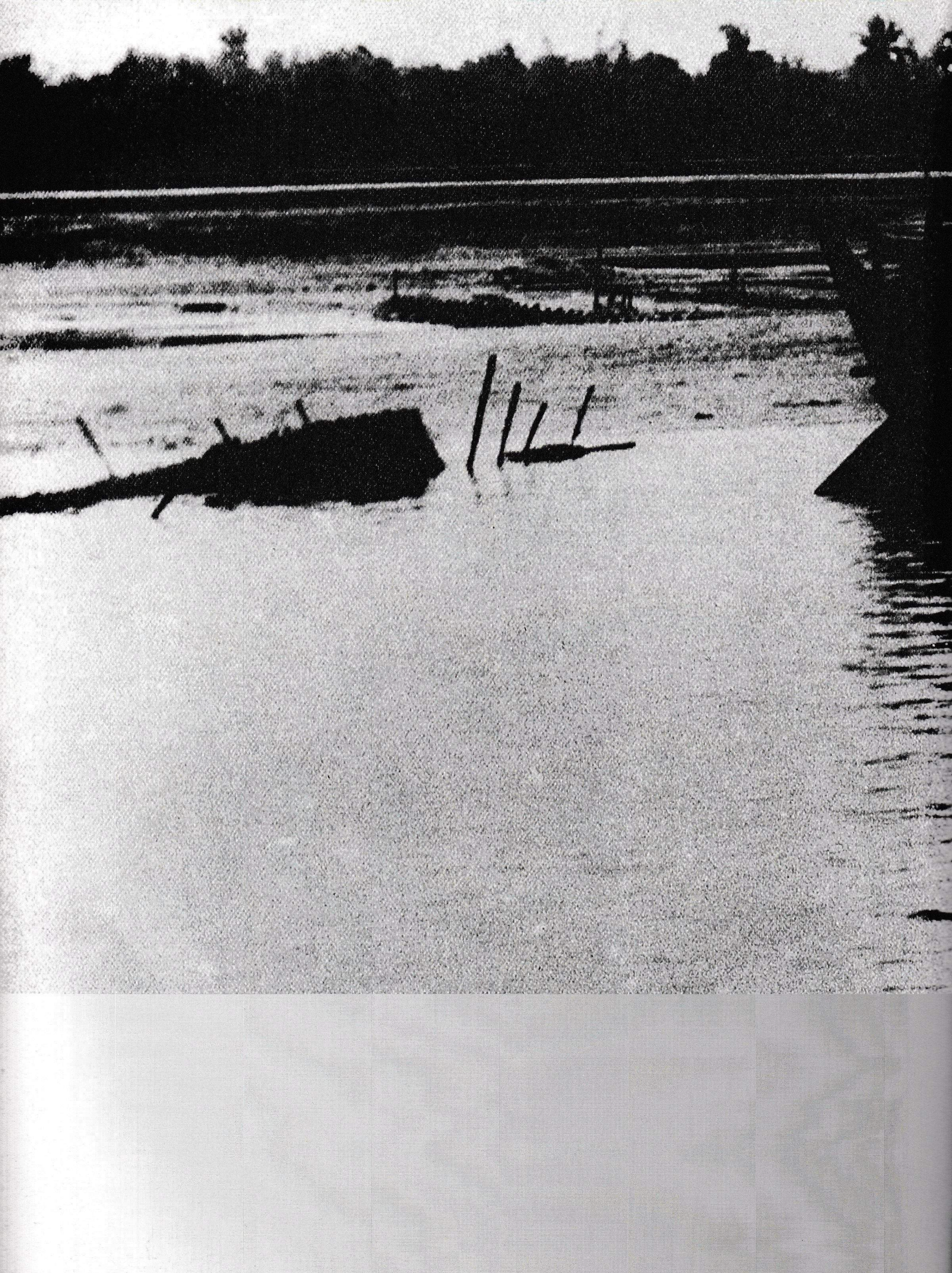
in the centre of our national flag. Bangabandhu is inseparable from Bangladesh, which achieved independence under his leadership. He lives like an eternal flame in the hearts of the people of Bangladesh in its independence, language, society, culture and civilization. He had defied and conquered death.

Bangabandhu will be remembered for so many outstanding achievements in his life. The creation of Bangladesh will remain as his greatest success. His memory is everywhere - from rivers to mosques. He lives for ever in the hearts of the people of Bangladesh.

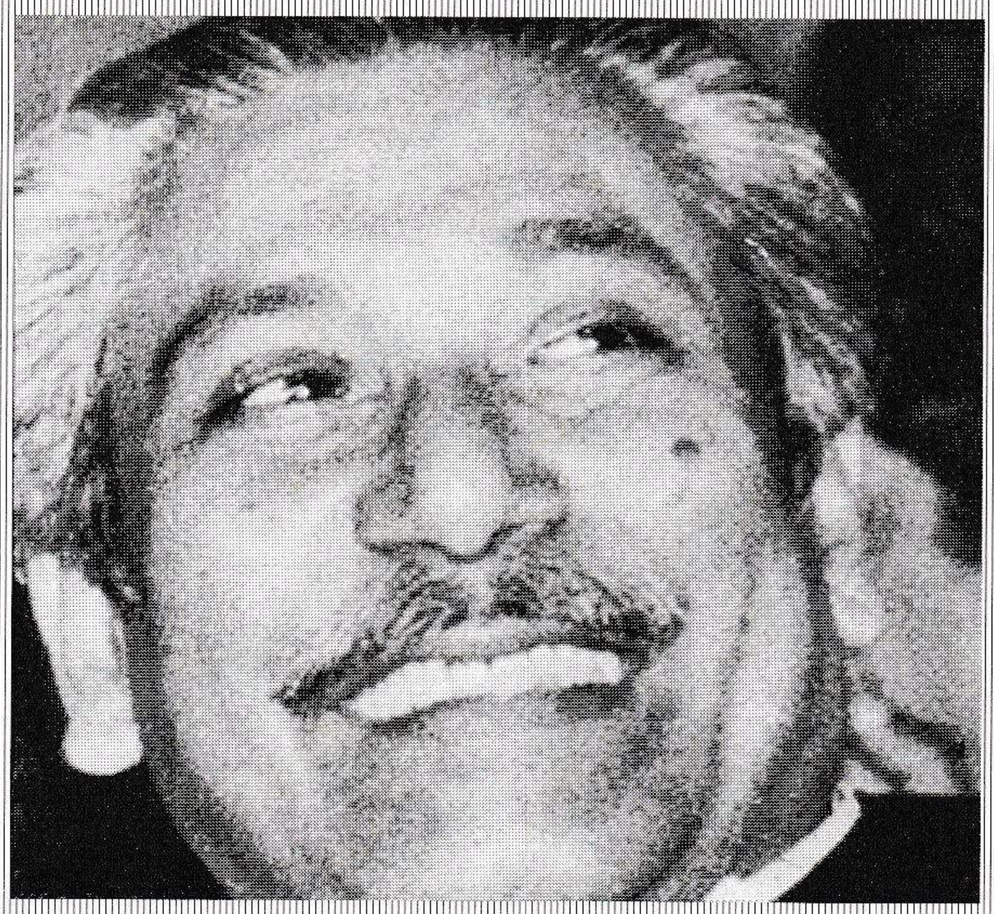
No painting, picture or photo is large enough to contain an image as colossal as Bangabandhu's. The multifaceted life of the great man cannot be articulated and communicated in any language or colour. The reason is one; "Mujib you are greater than your creation". Such greatness can't be restricted to a frame. This greatness needs the wide canvas of our national spirit to express itself. Yet, there have been people who tried to portray him in language or in colour and picture. They have tried to compose the great memory of a great man memorable. This album is just one such enterprise. This album focuses on a part of Bangabandhu's life and his work for the benefit of the posterity. Bangabandhu, the conqueror of death and darkness, had left behind a burning flame to lit our path and guide us to our future. For now and ever he remains as our liberator. No asset can be greater for the Bengalis than the ideals that Bangabandhu had passed on to us.
He lives for ever; his memory is eternal and indestructible.



Abdul Gaffar Chowdhury
London, 20 December, 1994

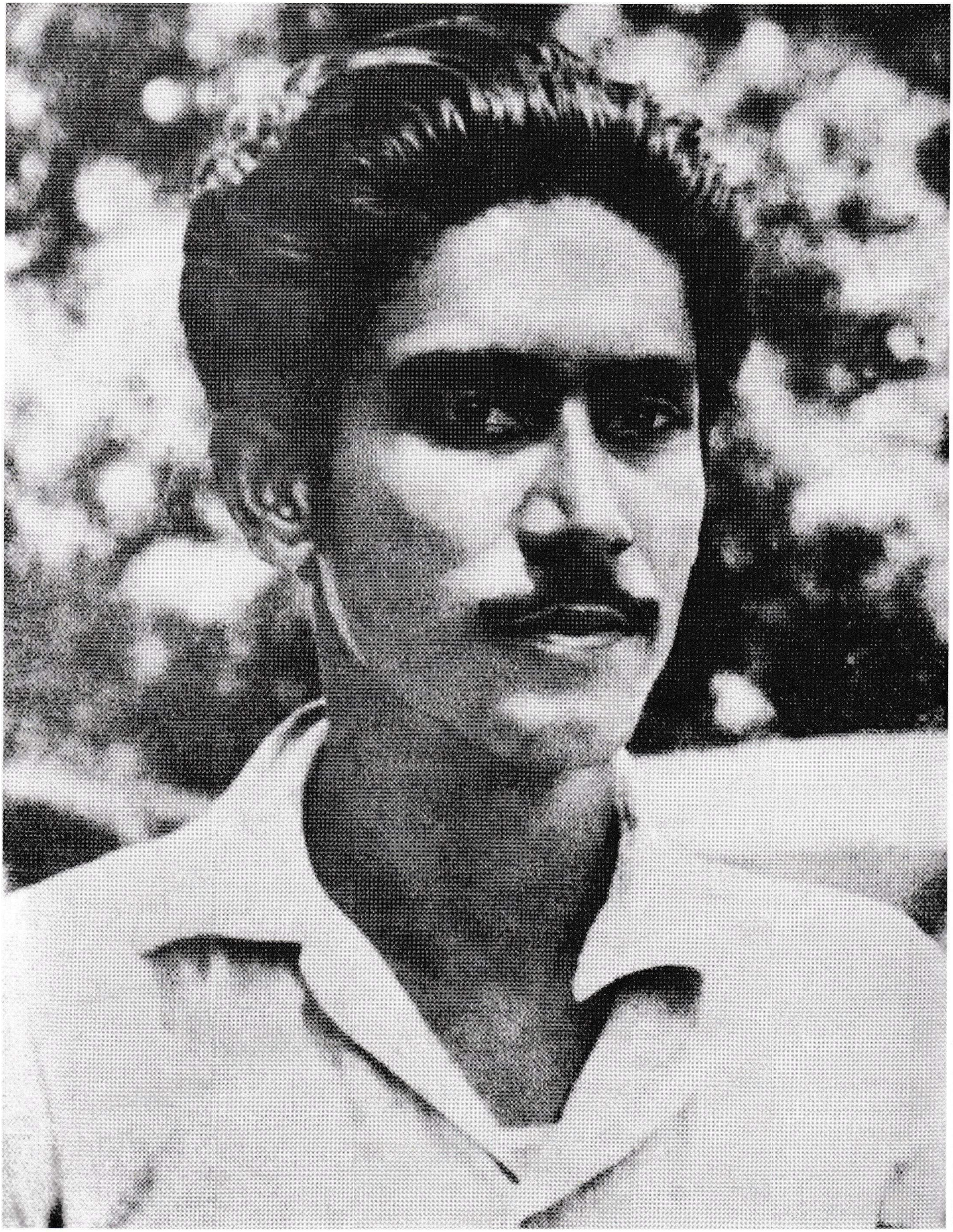




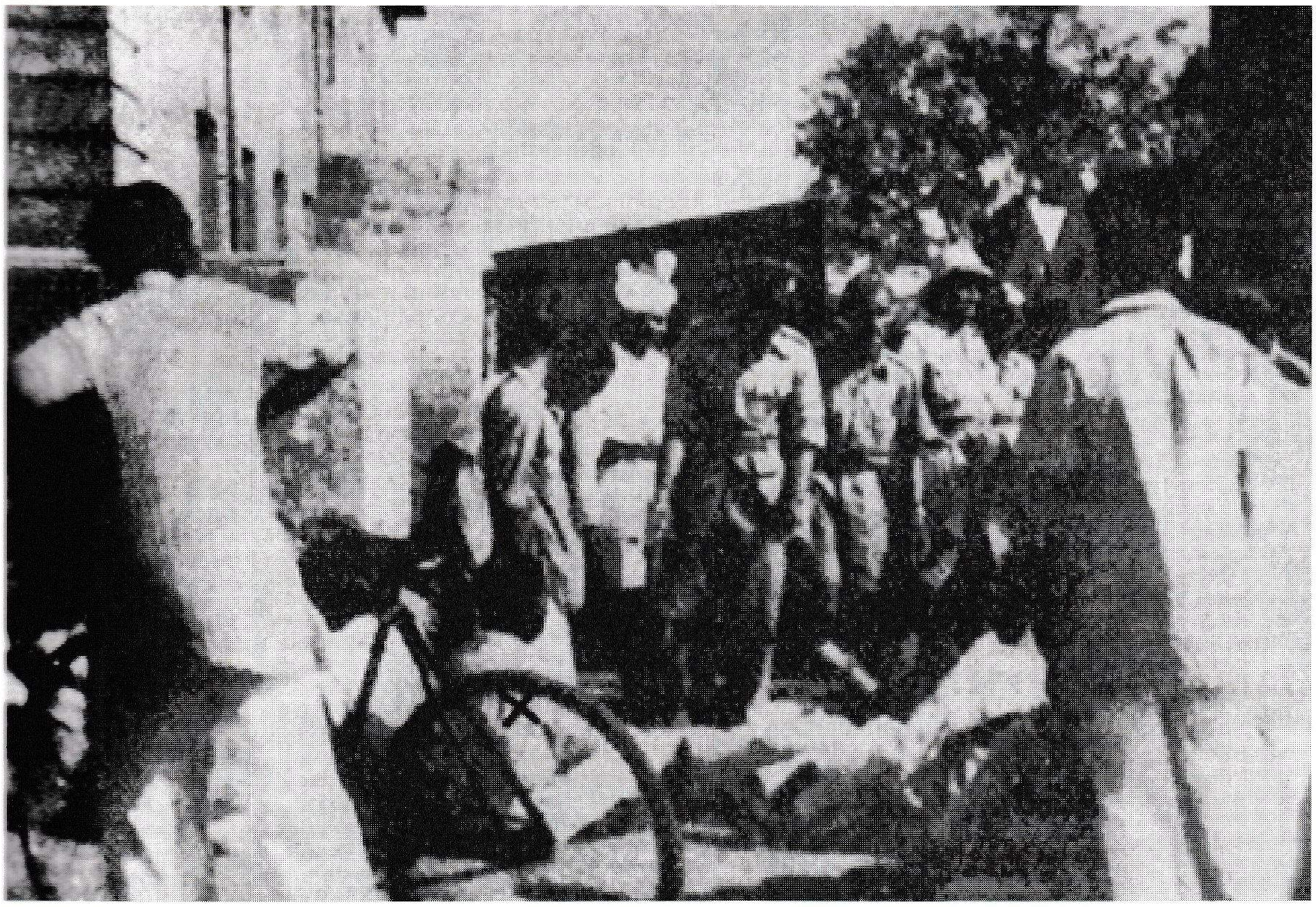




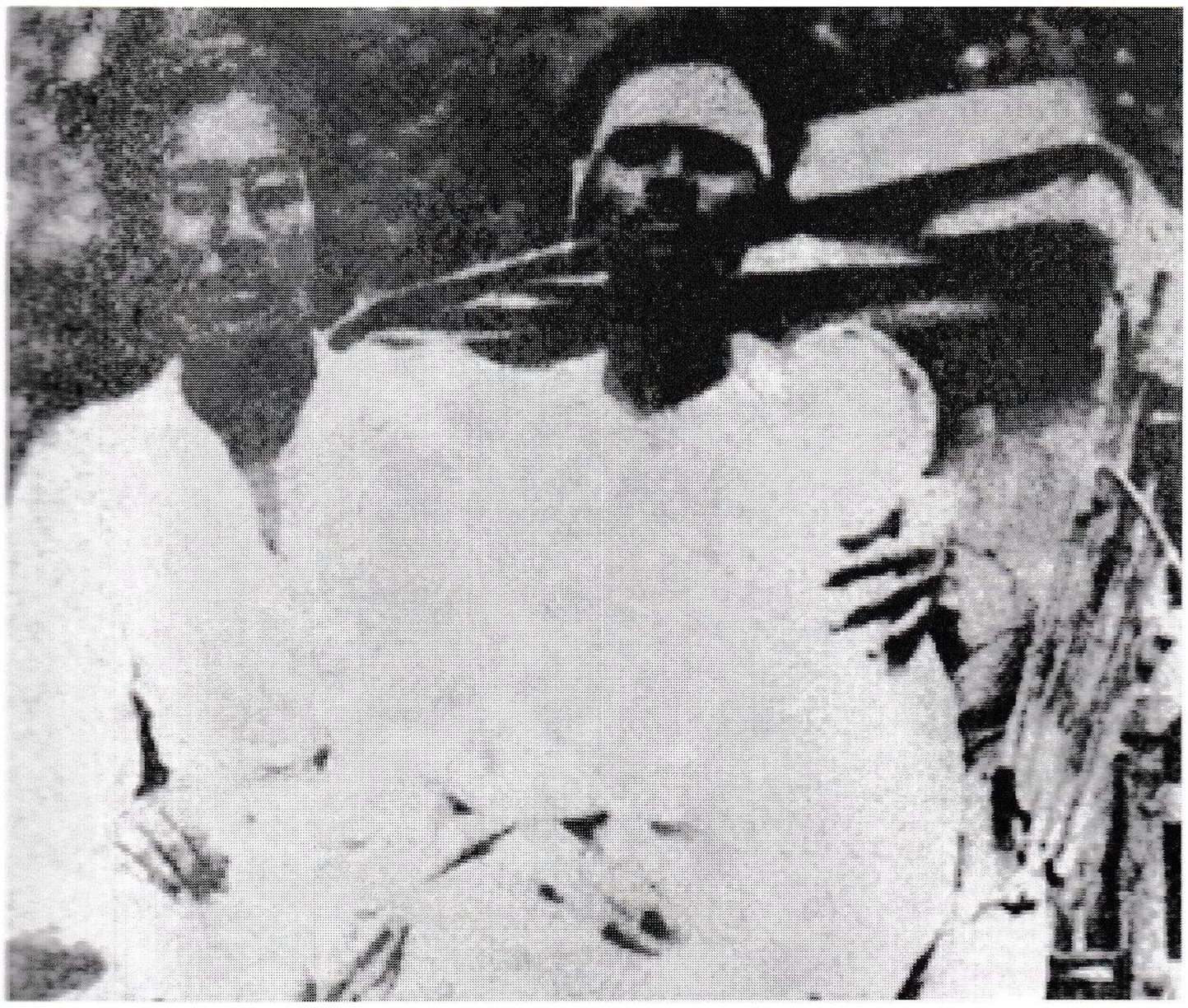
১৯৪০, কিশোর বয়সে শেখ মুজিব
ফুটবল ছিল তাঁর প্রিয় খেলা
Sheikh Mujib in his boyhood:
football was his passion, 1940.



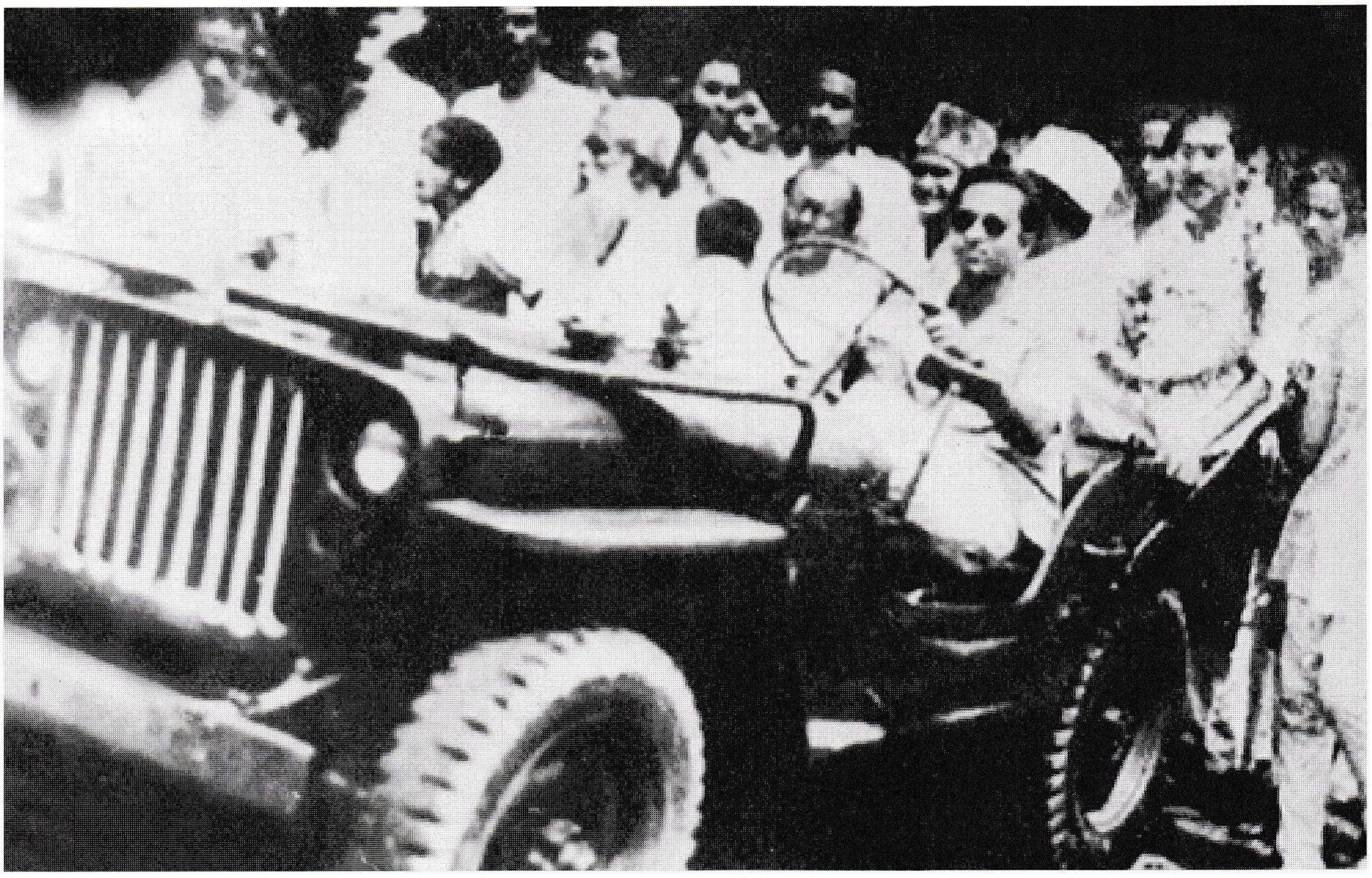
১৯৪৯, যুবনেতা শেখ মুজিব
Youth leader Sheikh Mujibur Rahman, 1949



১১ মার্চ ১৯৪৮, সচিবালয়ের ১নং গেটে মাটিতে শুয়ে ছাত্রদের অবস্থান ধর্মঘটের নেতৃত্ব দিচ্ছেন শেখ মুজিব (X চিহ্নিত)
Prostrate on the ground at Gate No. 1 of the Secretariat, Sheikh Mujib (X marked) leads the sit-in strike - 11 March 1948

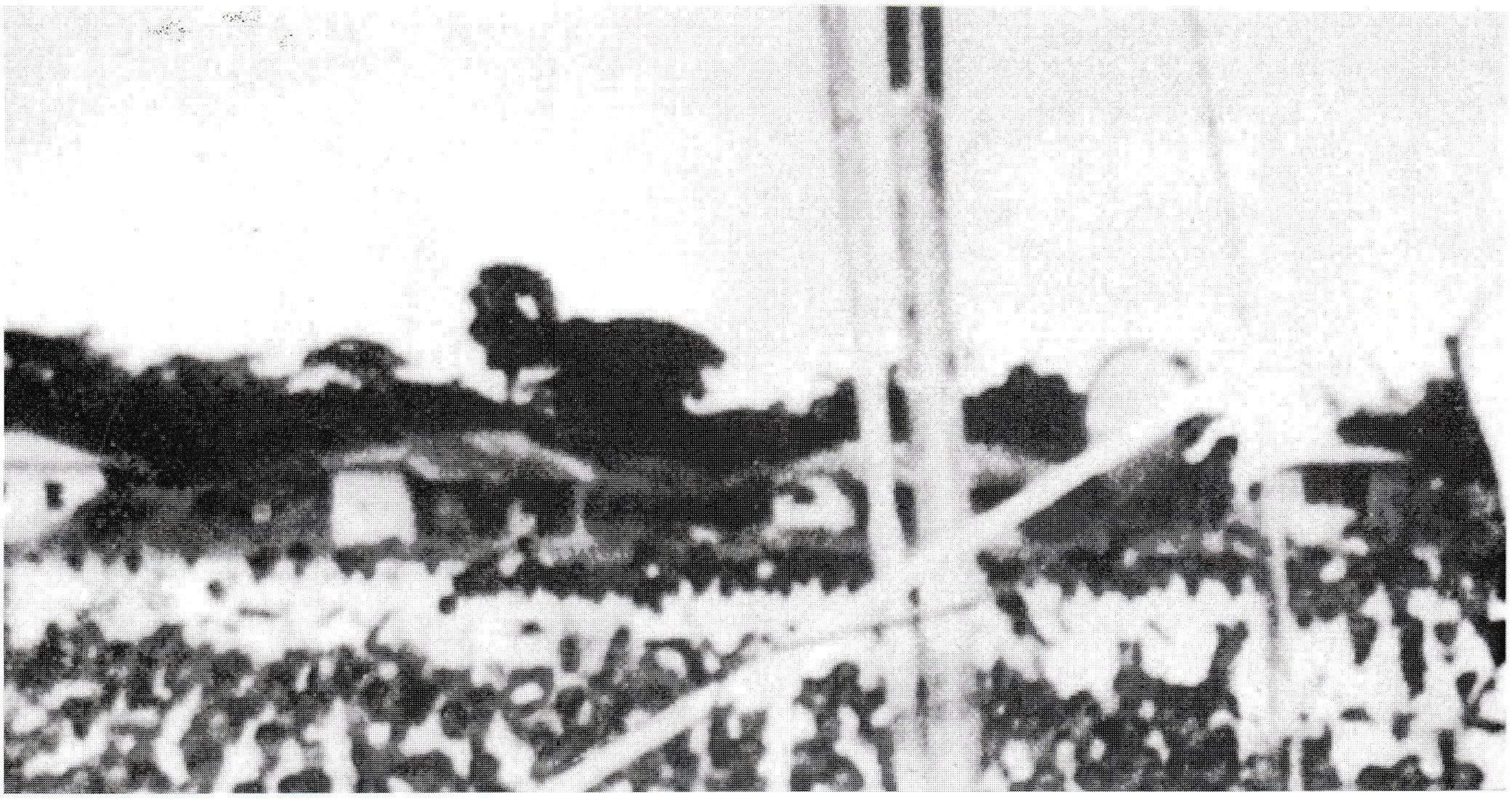


১৯৪৮, পুলিশের লাঠিচার্জে আহত সহযোদ্ধা শওকত আলীকে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছেন
Sheikh Mujib accompanies lathi-charge struck close associate injured Showkat Ali to hospital- 1948



জুন ১৯৪৯, কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে বের হয়ে কর্মিসভায় যাওয়ার পথে শেখ মুজিবের সঙ্গে আওয়ামী লীগ নেতা শামসুল হক, ইয়ার মোহাম্মদ খান, পিতা শেখ লুৎফর রহমান ও অন্যান্য

Sheikh Mujib on way to workers' meeting accompanied by Awami League leaders Shamsul Huq, Yar Mohammed Khan, Father Sheikh Lutfar Rahman and others after he was released from the central jail - June 1949



১৯৫৪, জনসভায় ভাষণ দিচ্ছেন

Mujib addressing a public meeting–1954

১৯৪৯, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সাথে
With Huseyn Shaheed Suhrawardy–1949



সহযোদ্ধাদের নিয়ে পরামর্শরত শেখ মুজিব
Sheikh Mujib in a conference with close associates



১৯৫২, আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের সাথে শেখ মুজিব
Sheikh Mujib with Awami League leaders and workers–1952



মে ১৯৫৩, আর্মানিটোলা ময়দানে জনসভা
Mujib at a public rally at Armanitola playground – May 1953



ডিসেম্বর ১৯৫৩, যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন প্রাক্কালে প্রার্থী মনোনয়ন বৈঠক
Meeting of the *Jukta* (United) Front for selecting candidates prior to election December–1953



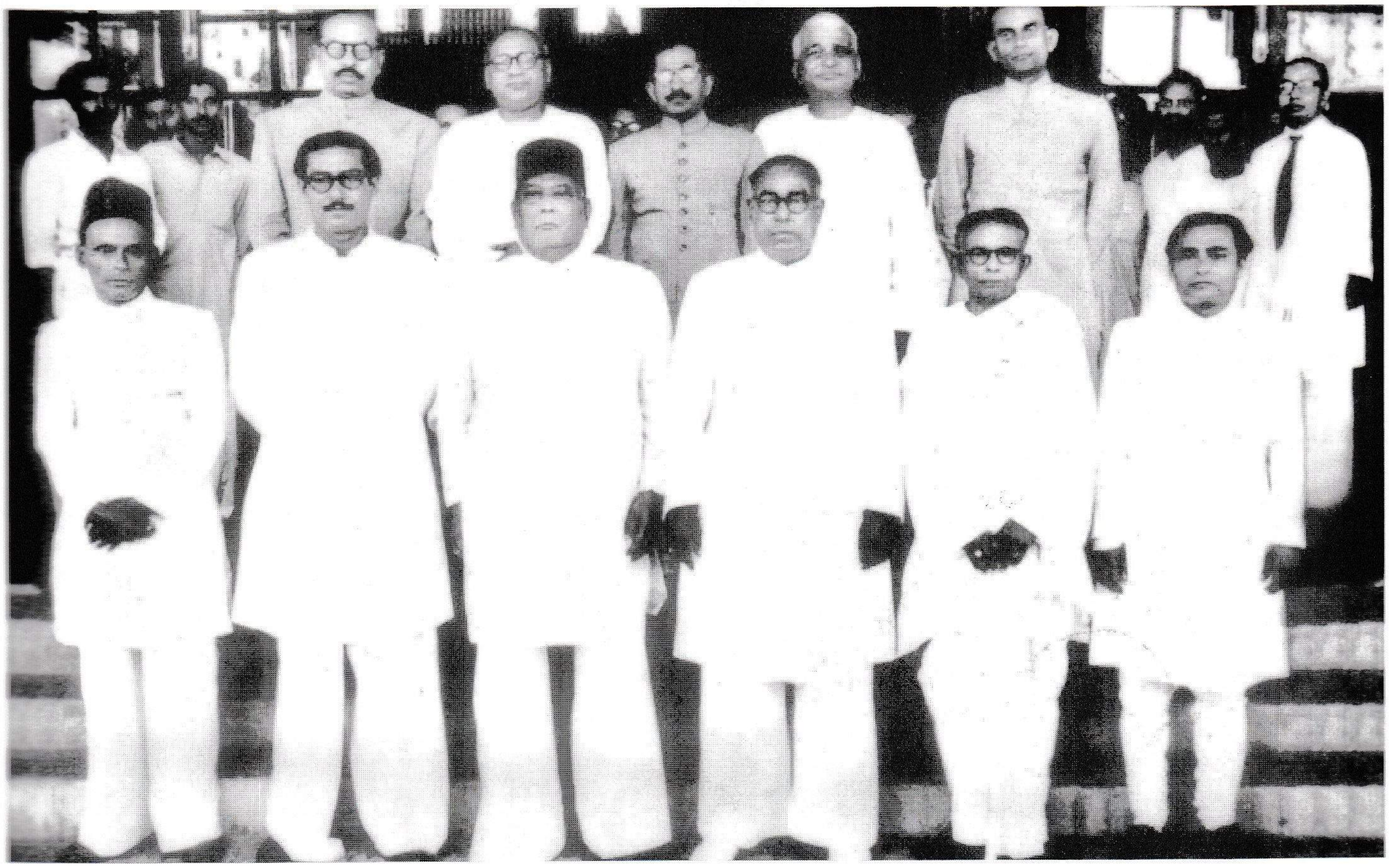
২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩, মওলানা ভাসানীসহ প্রভাতফেরীতে শেখ মুজিব

Sheikh Mujib in 'Probhat Ferry' with Maulana Bhashani and others–21 February 1953



১৫ মে ১৯৫৪, যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার কৃষি ও বন মন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করছেন মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের কাছে

Sheikh Mujib takes oath of office as Agriculture & Forest Minister in the Jukta Front Cabinet before the Chief Minister A.K. Fazlul Huq–15 May 1954



মন্ত্রিসভার সদস্য: বাম দিক থেকে সামনে : খয়রাত হোসেন, শেখ মুজিবুর রহমান, মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক, আতাউর রহমান খান, বসন্ত দাশ, মোহাম্মদ আলী; পিছনে দাঁড়ানো বাম দিক থেকে : আবদুর রহমান খাঁ, মনোরঞ্জন ধর, মশিউর রহমান, ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী

Cabinet Members : From left (front) : Khairat Hossain, Sheikh Mujibur Rahman Chief Minister Sher-e-Bangla A. K. Fazlul Huq, Ataur Rahman Khan, Basanta Dash, Mohammad Ali; From Left (behind) : Abdur Rahman Khan, Monoranjan Dhar, Moshiur Rahman, Dhirendranath Datta, Capt. Mansur Ali



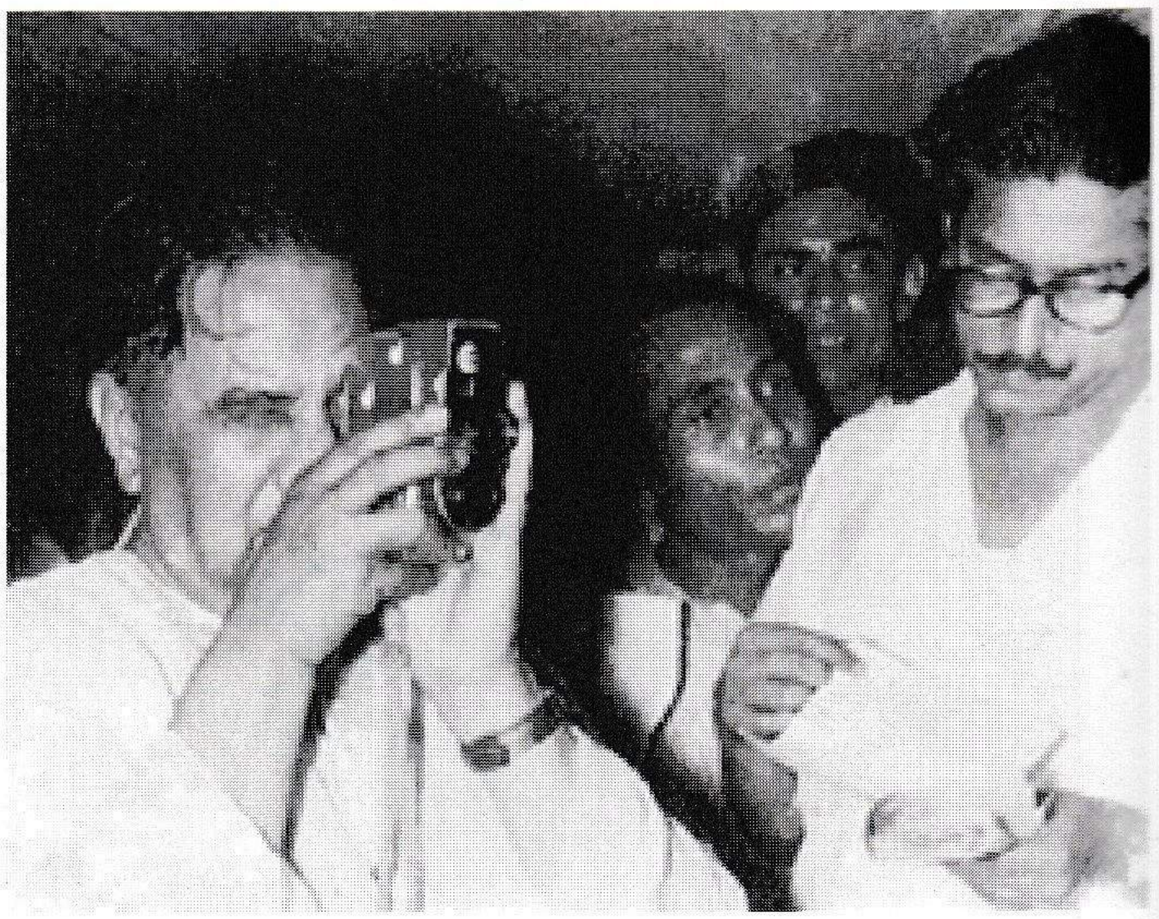
১৯৫৪
1954



১৯৫৪, রাজশাহী সফরে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে শেখ মুজিব
Sheikh Mujib with Huseyn Shaheed Suhrawardy in Rajshahi–1954

১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৫৫, জয়পুরহাটে উত্তরবঙ্গ আওয়ামী লীগ কর্মী সম্মেলনে সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান

Sheikh Mujib presides over a meeting of North Bengal Awami League workers at Joypurhat—14 September 1955



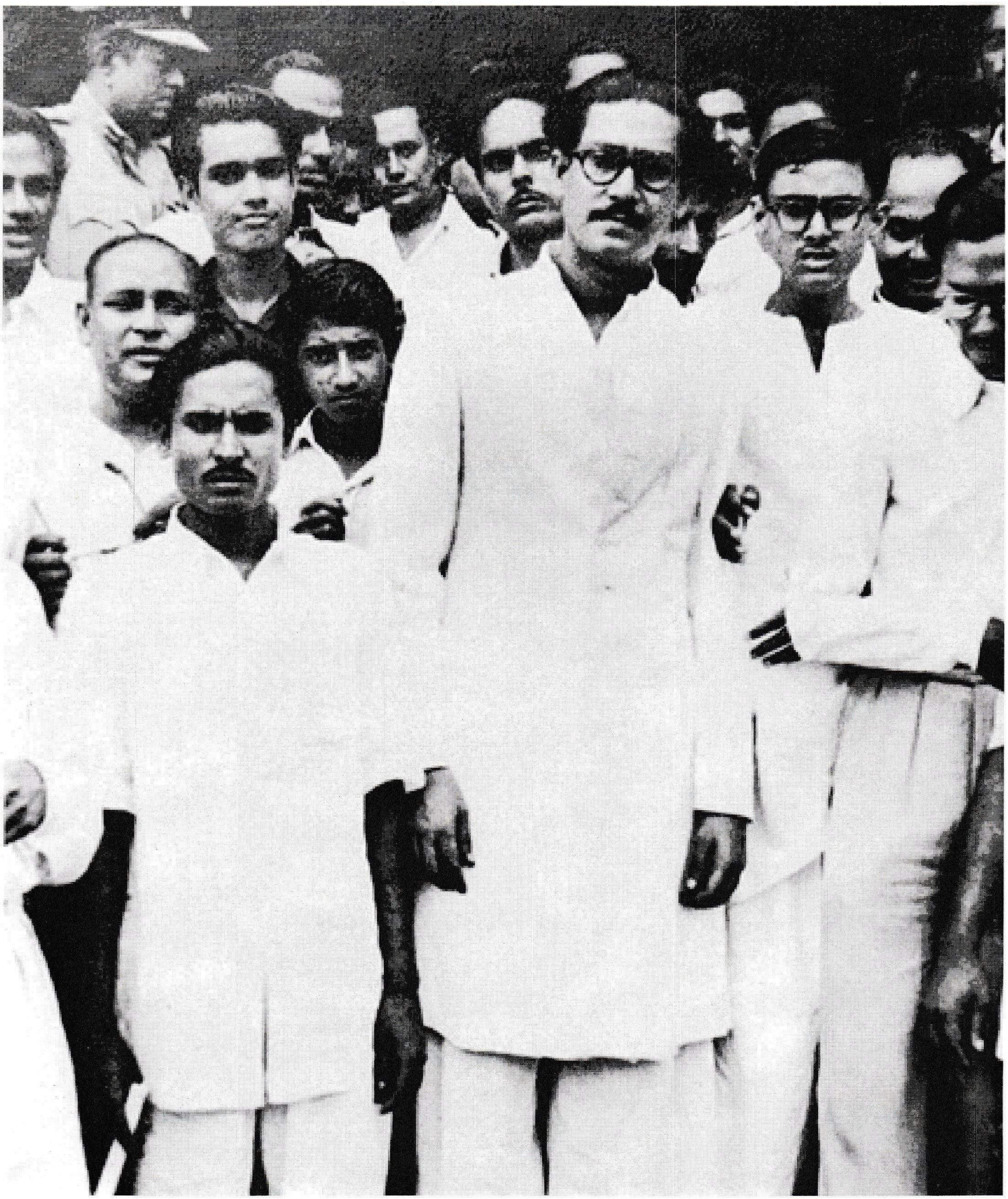
১৯৫৫, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছবি তুলছেন

Huseyn Shaheed Suhrawardy tries out the camera—1955

ডান পাশের পৃষ্ঠায় সোহরাওয়ার্দীর সাথে শেখ মুজিব

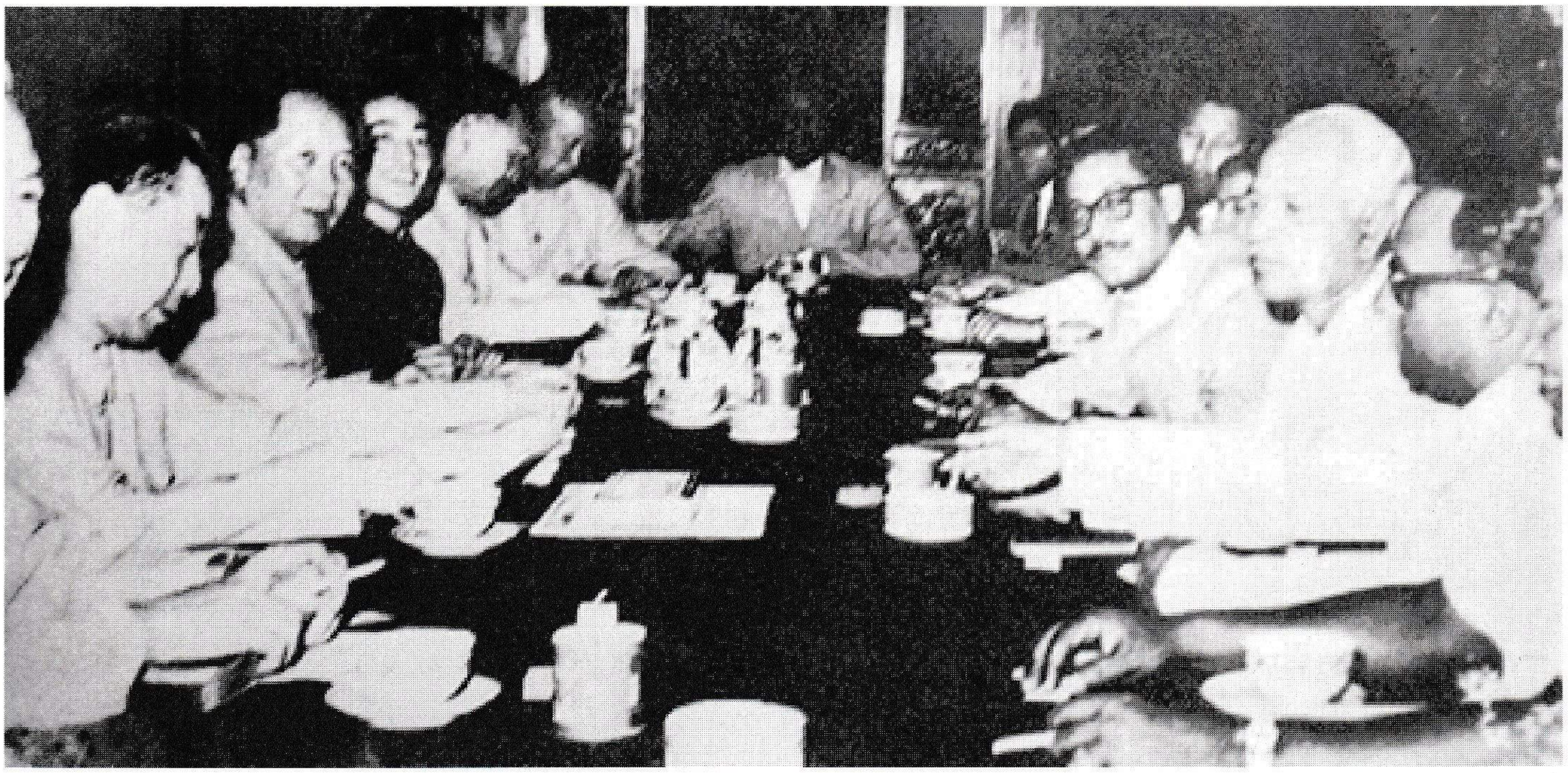
On the right: Mujib with Suhrawardy





১৯৫৬, খুলনায় রাজনৈতিক কর্মীদের সঙ্গে এবং ডান পাশের পৃষ্ঠায় : প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে তৎকালীন শিল্পমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান
Sheikh Mujib with political workers in Khulna–1956; On the right : Industries Minister Sheikh Mujibur Rahman with Prime Minister Suhrawardy

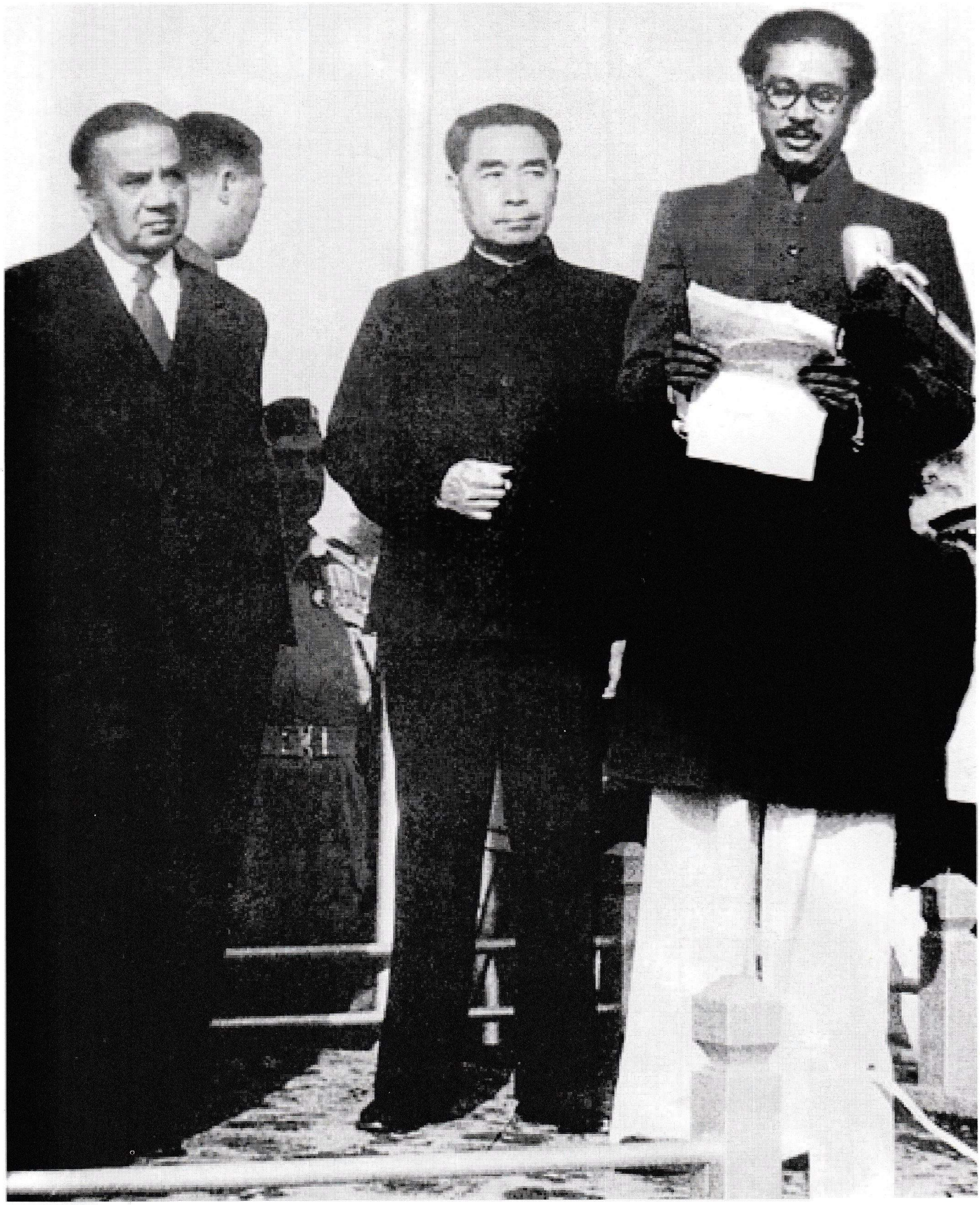




১৯৫৬ সালে চীন সফরকালে মাও সে-তুং ও চৌ এন লাইয়ের সঙ্গে আলোচনাকালে শেখ মুজিব
Sheikh Mujib in discussion with Mao Tse-Tung and Chou En-Lai–1956



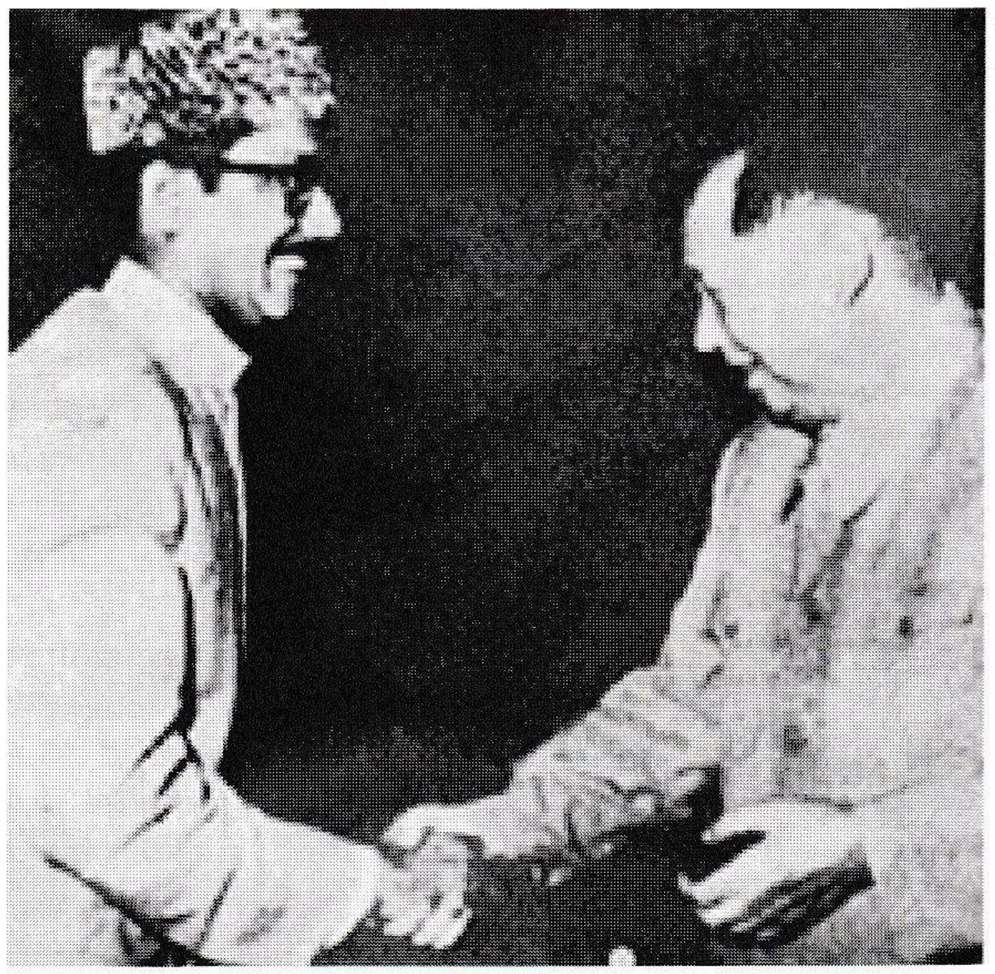
১৯৫৬, চীনের শিল্পীদের সঙ্গে
With Chinese artists–1956

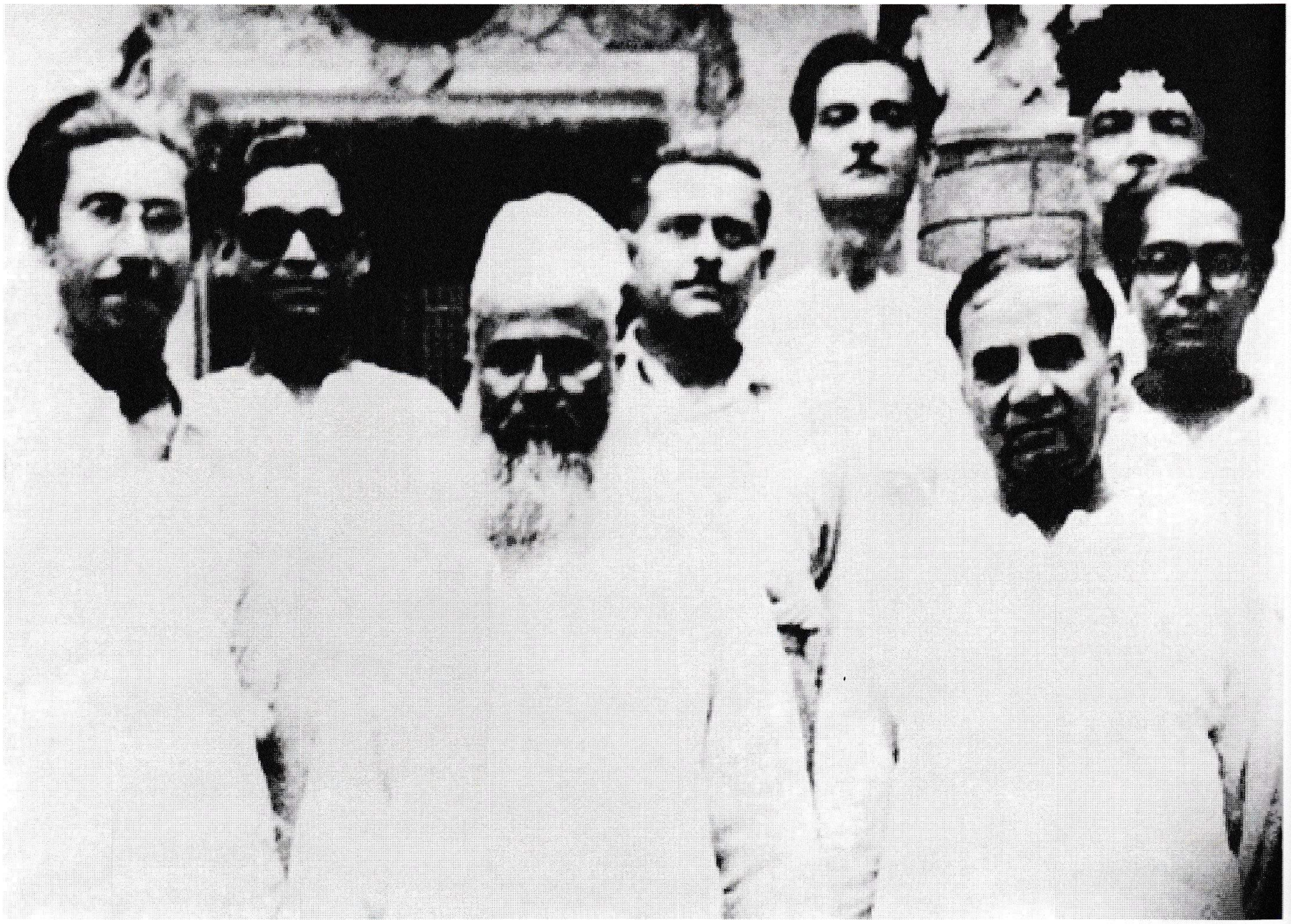


২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬, চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই-এর ঢাকা সফরকালে শেখ মুজিব স্বাগত বক্তব্য রাখছেন। পাশে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

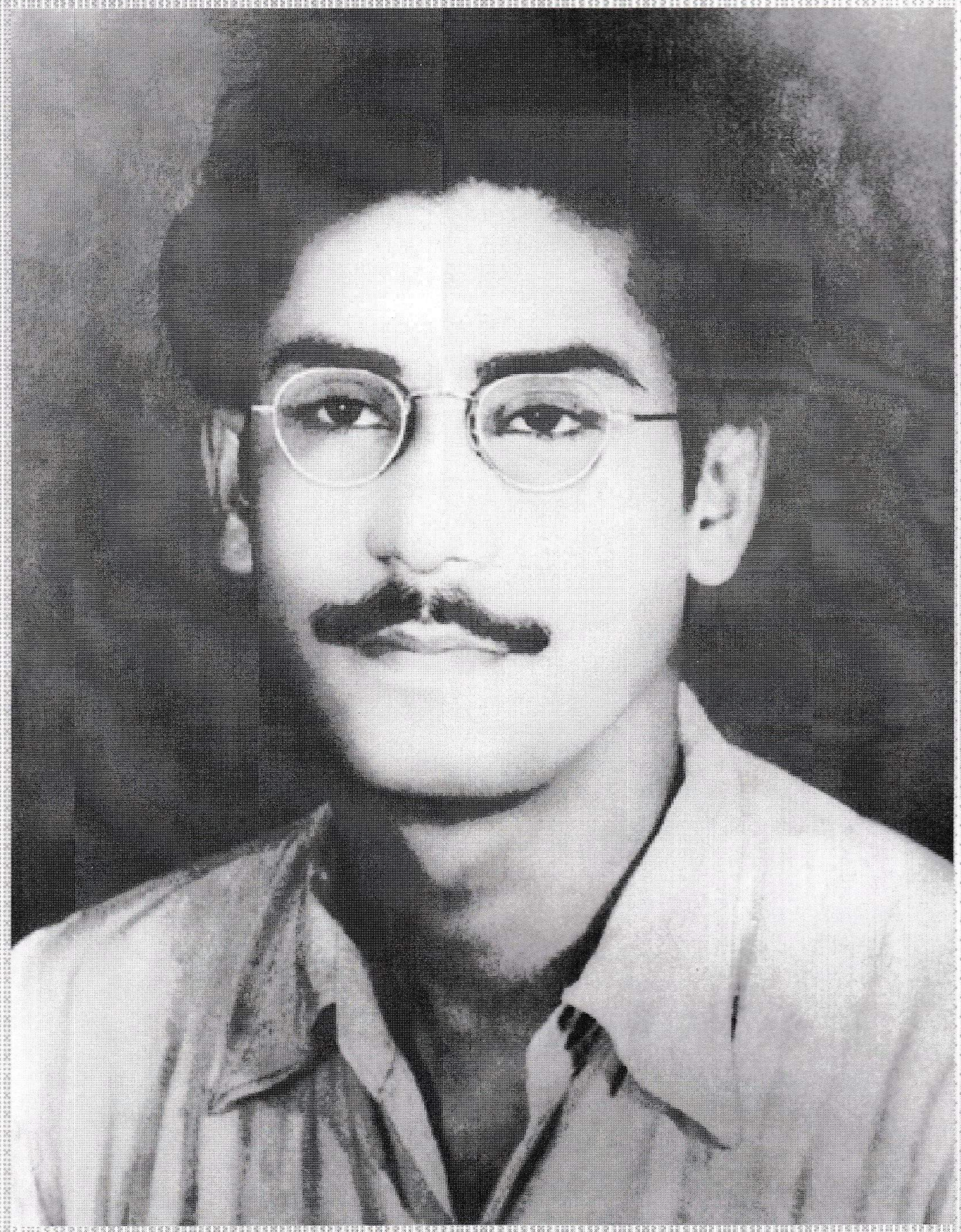
Sheikh Mujib reads out welcome address during Chinese Premier Chou En-Lai's visit to Dhaka. Pakistan's Prime Minister Suhrawardy was also present–26 February 1956

১৯৫৬, চেয়ারম্যান মাও সে-তুং-এর সাথে করমর্দন করছেন
Sheikh Mujib greets Chairman Mao Tse-Tung

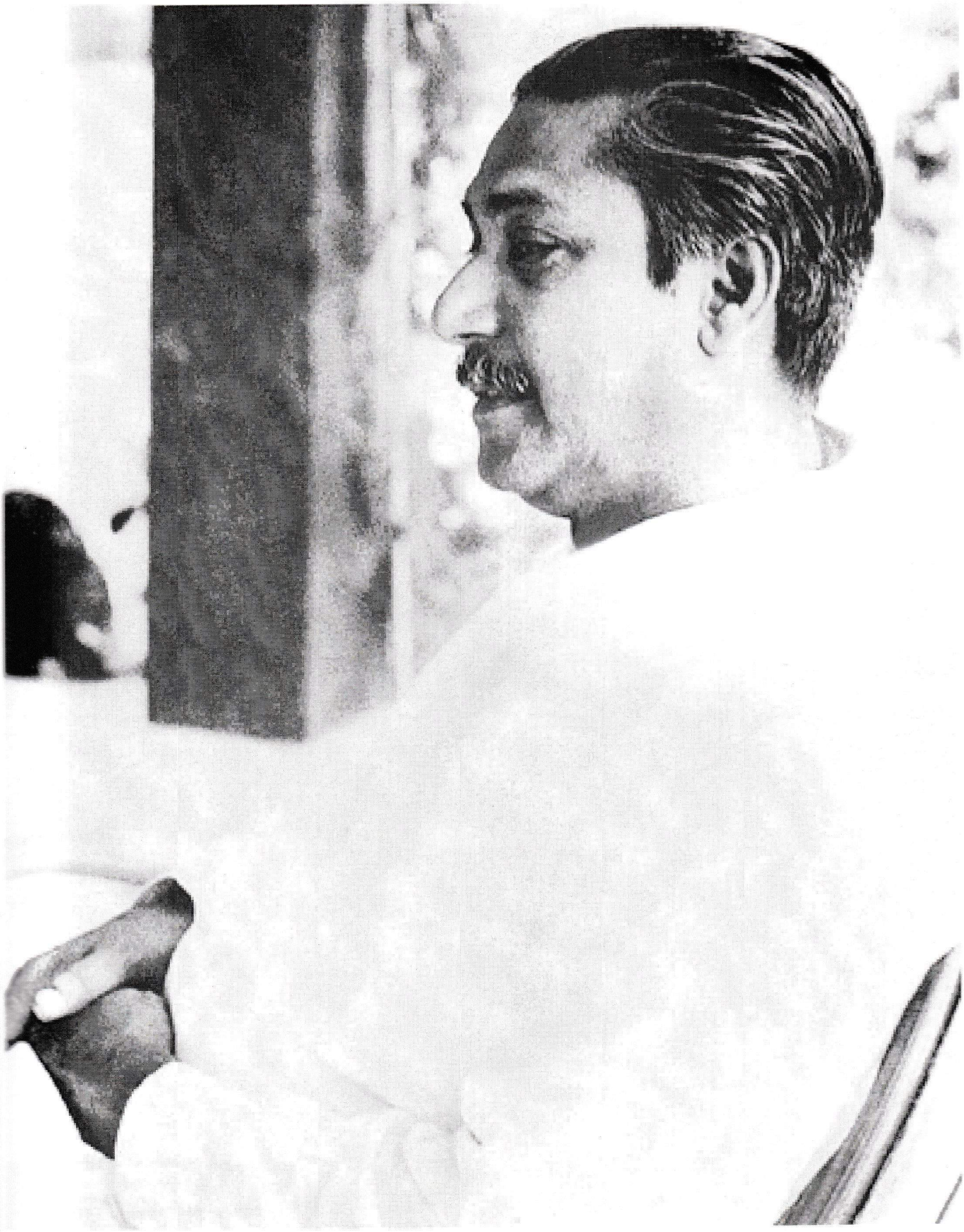




ফেব্রুয়ারি ১৯৫৭, কাগমারী আফ্রো-এশীয় সাংস্কৃতিক সম্মেলনে মওলানা ভাসানী, সোহরাওয়ার্দী ও তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার সাথে
Sheikh Mujib with Maulana Bhashani, H.S. Suhrawardy and Tofazzal Hossain Manik Miah at Afro-Asian Cultural Conference, Kagmari–February 1957



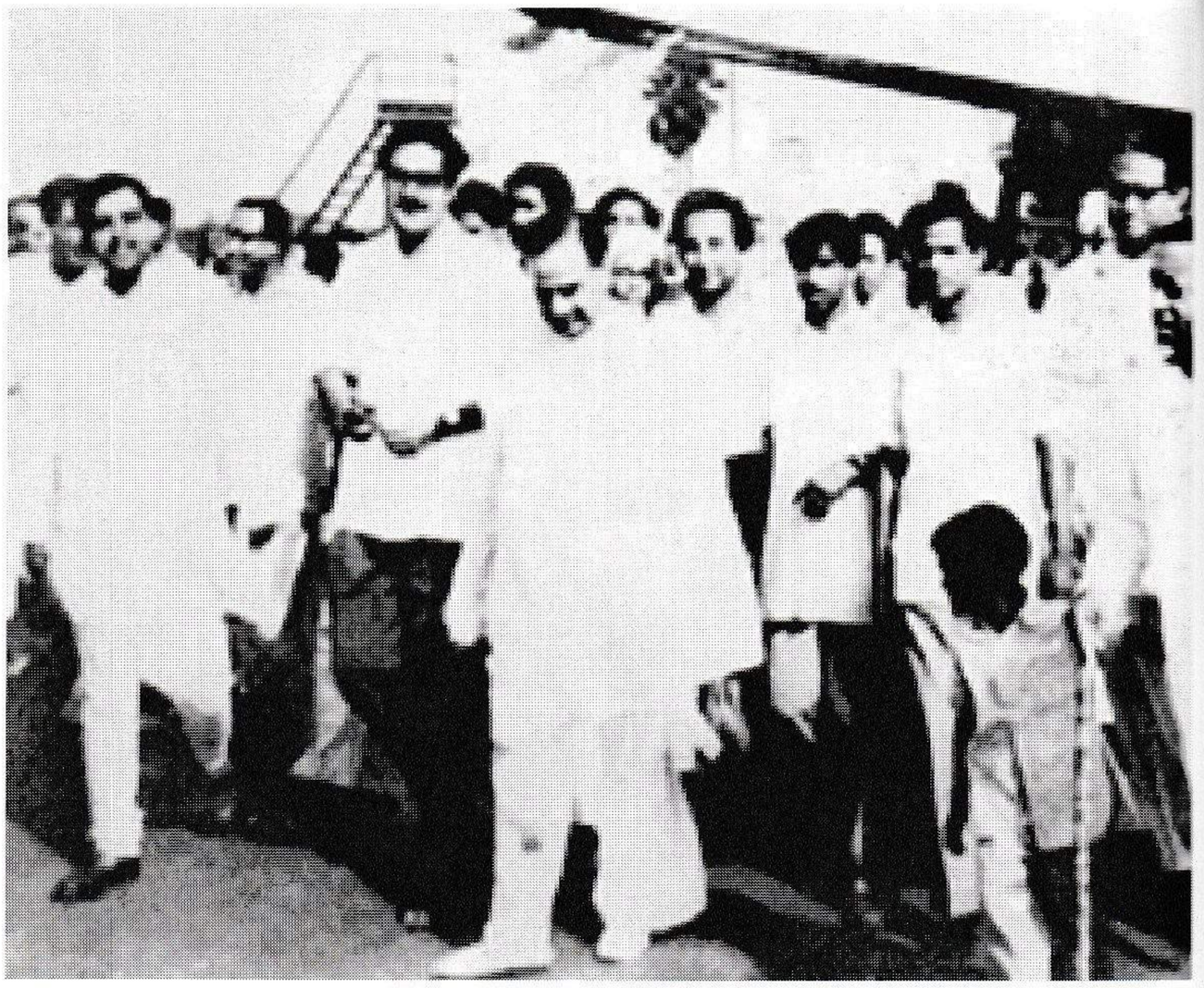


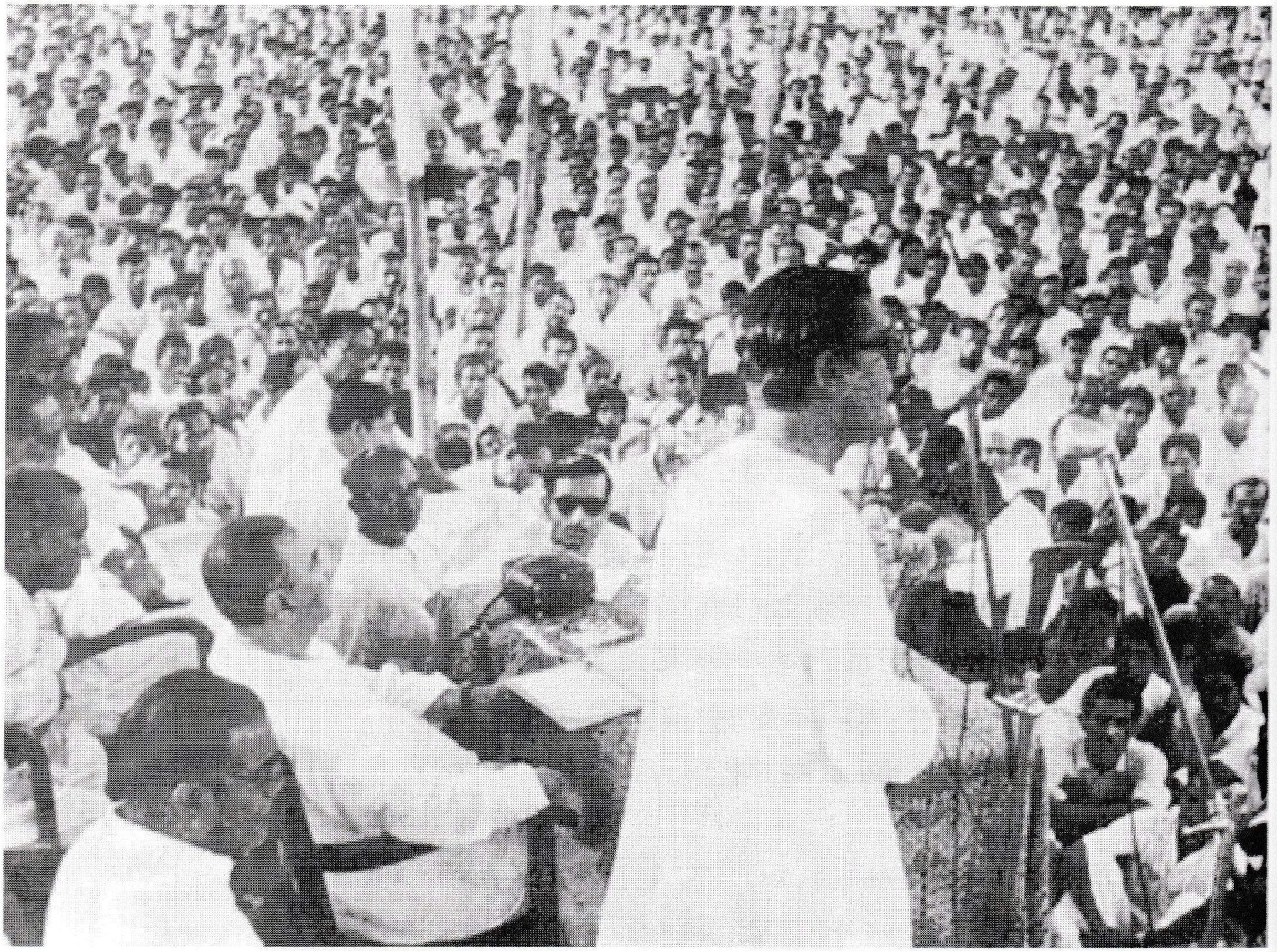


১৯৬২, জেল থেকে মুক্তির পর Sheikh Mujib after out of the prison–1962

১০ সেপ্টেম্বর ১৯৬২, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী করাচী জেল থেকে মুক্ত হয়ে ঢাকা এলেন। শেখ মুজিব তাঁকে নিয়ে আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে সভার পর জনসভা করে চললেন। পাকিস্তানের দ্বৈত অর্থনীতি ও বৈষম্য জনগণের সামনে তুলে ধরলেন

Suhrawardy arrived in Dhaka from Karachi on 10 September 1962 after his release from prison. Sheikh Mujib began a series of tours and rallies with H.S. Suhrawardy throughout the country. They sought to project the growing political and economic disparity between the two wings of Pakistan



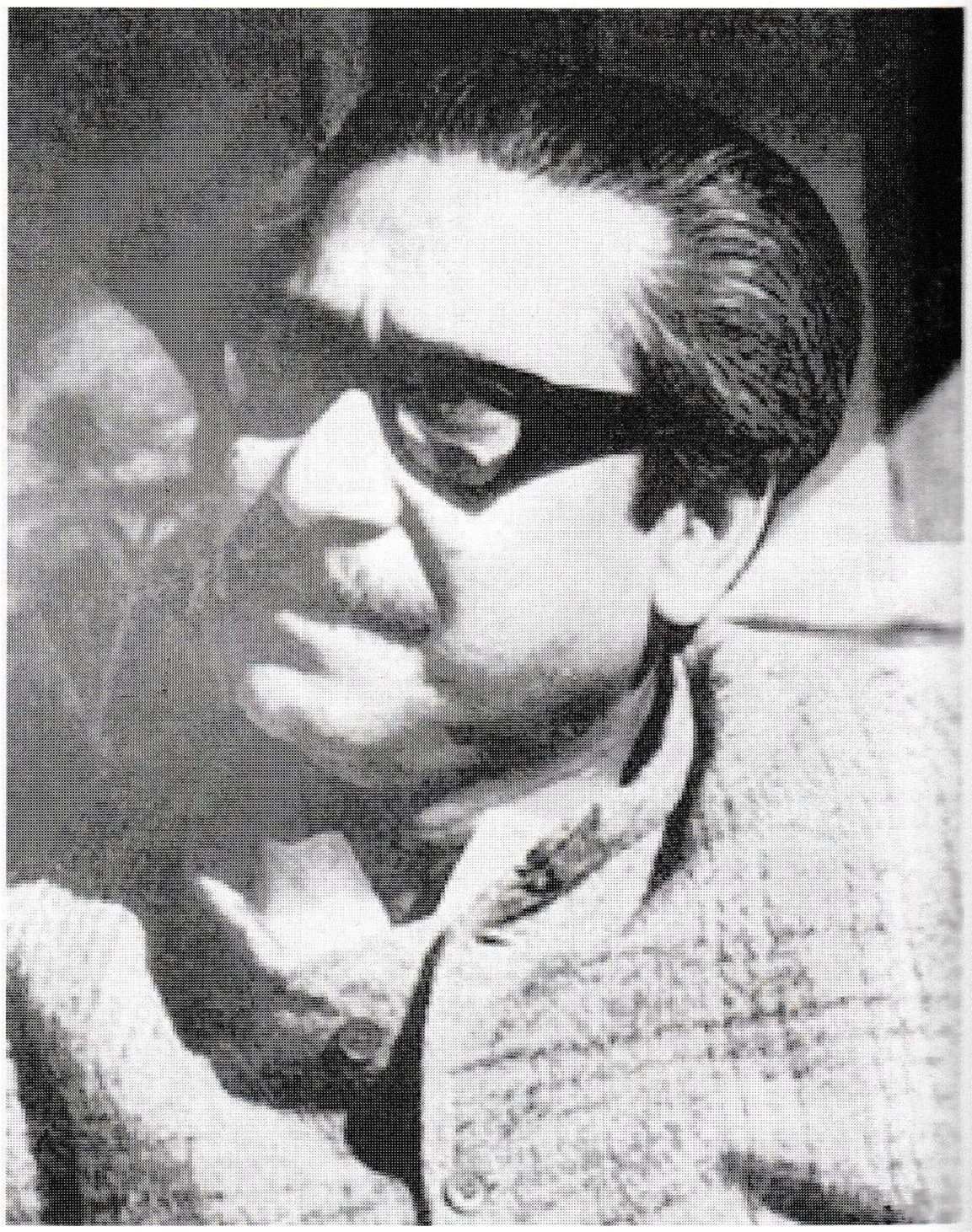






পাকিস্তানের তৎকালীন সামরিক সরকারের 'এবডো' জারির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও বক্তব্য রাখছেন শেখ মুজিব। সঙ্গে রয়েছেন নেতা সোহরাওয়ার্দী, হামিদুল হক চৌধুরী ও অন্যরা

Sheikh Mujib speaks against the Elective Bodies' Disqualification Ordinance (EBDO) imposed by Ayub Khan, the military dictator, in presence of H.S. Suhrawardy, Hamidul Huq Chowdhury and others



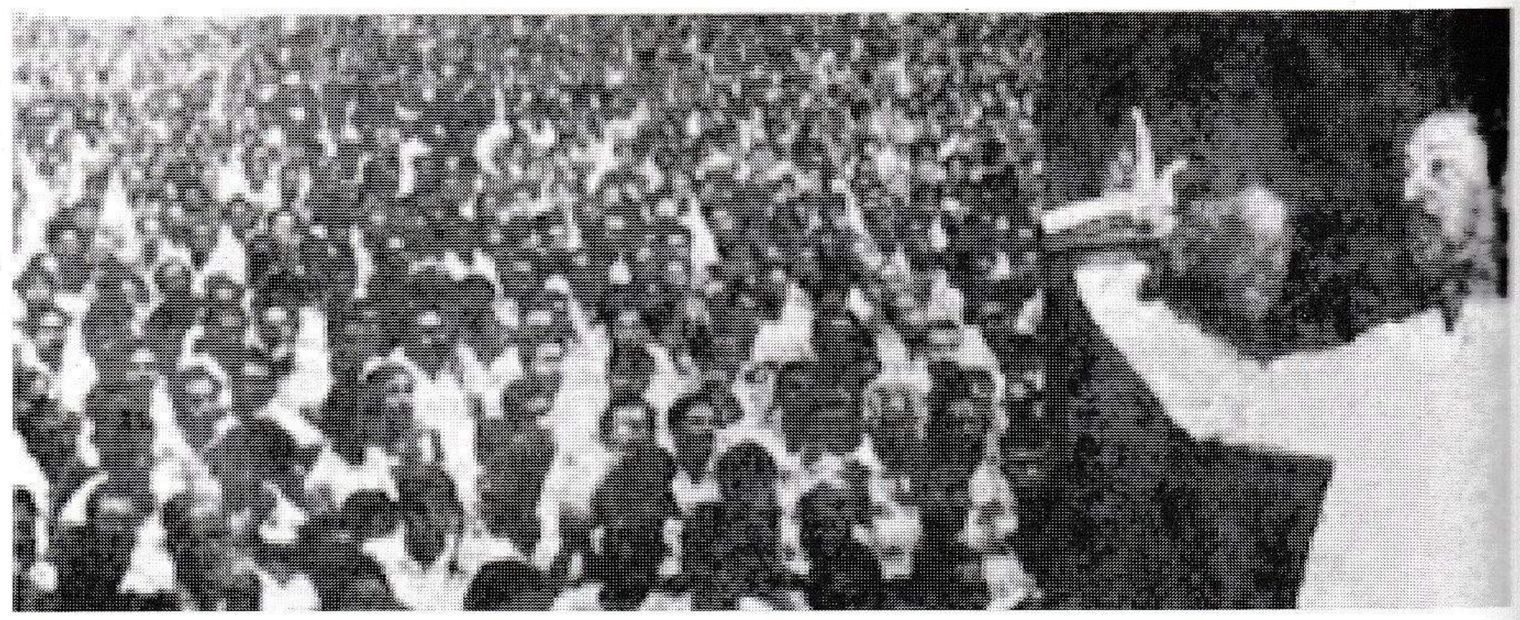
৬ দফা বাঙালির মুক্তি-সনদ। পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব ও ঘোষণা দিলেন শেখ মুজিব। ডানের পৃষ্ঠায় : ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬, লাহোরে ৬ দফার ঘোষণা দিচ্ছেন

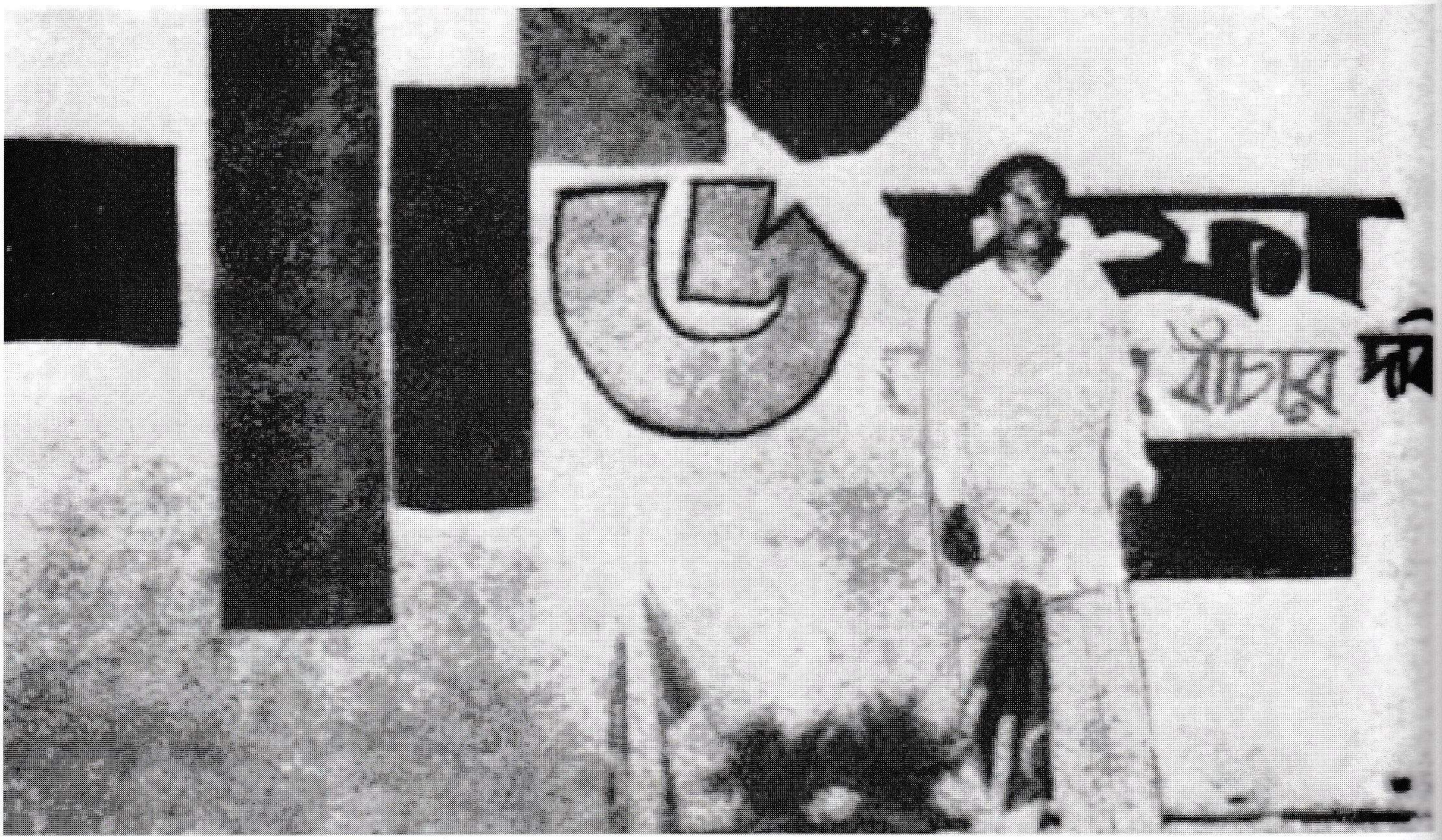
The Six Points–Charter of freedom for the Bengalis. Sheikh Mujib announced the programme on behalf of the people of East Pakistan. On the right, Mujib announces the Six Points in Lahore–5 February 1966



২০ মার্চ ১৯৬৬, ঢাকায় ইডেন হোটেল মাঠে ৬ দফার মঞ্চ থেকে ৬ দফা ব্যাখ্যা করছেন শেখ মুজিব।
নিচের ছবি : নারায়ণগঞ্জে ৮ মে ১৯৬৬ এবং তারপরই শেখ মুজিব গ্রেফতার হন

Sheikh Mujib explains Six Points at Eden Hotel ground, Dhaka–20 March 1966
Below: Mujib in Narayanganj on 8 May 1966. A short while later he was put under arrest









৬ দফার আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে শহর-বন্দর গ্রামে-গঞ্জে সর্বত্র

The Six-Point movement spread across the hamlets, villages and towns of the country

ছয় দফা

১. **শাসনতান্ত্রিক কাঠামো ও রাষ্ট্রীয় প্রকৃতি :**

দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো এমনি হতে হবে যেখানে পাকিস্তান হবে একটি ফেডারেশনভিত্তিক রাষ্ট্রসংঘ এবং তার ভিত্তি হবে লাহোর প্রস্তাব। সরকার হবে পার্লামেন্টারী ধরনের। আইন পরিষদের (Legislature) ক্ষমতা হবে সার্বভৌম। এবং এই পরিষদও নির্বাচিত হবে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জনসাধারণের সরাসরি ভোটে।

২. **কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা :**

কেন্দ্রীয় (ফেডারেল) সরকারের ক্ষমতা কেবলমাত্র দু'টি ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে–যথা, দেশরক্ষা ও বৈদেশিক নীতি। অবশিষ্ট সকল বিষয়ে অঙ্গ-রাষ্ট্রগুলোর ক্ষমতা থাকবে নিরঙ্কুশ।

৩. **মুদ্রা বা অর্থ-সম্বন্ধীয় ক্ষমতা :**

মুদ্রার ব্যাপারে নিম্নলিখিত দুইটির যেকোন একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা চলতে পারে

(ক) সমগ্র দেশের জন্য দু'টি পৃথক, অথচ অবাধে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা চালু থাকবে।

অথবা

(খ) বর্তমান নিয়মে সমগ্র দেশের জন্য কেবলমাত্র একটি মুদ্রাই চালু থাকতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে শাসনতন্ত্রে এমন ফলপ্রসূ ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে করে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে মূলধন পাচারের পথ বন্ধ হয়। এক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক ব্যাঙ্কিং রিজার্ভেরও পত্তন করতে হবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক আর্থিক বা অর্থবিষয়ক নীতি প্রবর্তন করতে হবে।

৪. **রাজস্ব, কর বা শুল্ক সম্বন্ধীয় ক্ষমতা :**

ফেডারেশনের অঙ্গরাষ্ট্রগুলির কর বা শুল্ক ধার্যের ব্যাপারে সার্বভৌম ক্ষমতা থাকবে। কেন্দ্রীয় সরকারের কোনরূপ কর ধার্যের ক্ষমতা থাকবে না। তবে প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য অঙ্গ-রাষ্ট্রীয় রাজস্বের একটি অংশ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্য হবে। অঙ্গ-রাষ্ট্রগুলির সবরকমের করের শতকরা একই হারে আদায়কৃত অংশ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিল গঠিত হবে।

৫. **বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ক ক্ষমতা :**

(ক) ফেডারেশনভুক্ত প্রতিটি রাষ্ট্রের বহির্বাণিজ্যের পৃথক হিসাব রক্ষা করতে হবে।

(খ) বহির্বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা অঙ্গ-রাষ্ট্রগুলিরএক্তিয়ারাধীন থাকবে।

(গ) কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা সমান হারে অথবা সর্বসম্মত কোন হারে অঙ্গরাষ্ট্রগুলিই মিটাবে।

(ঘ) অঙ্গ-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে দেশজ দ্রব্যাদি চলাচলের ক্ষেত্রে শুল্ক বা কর জাতীয় কোন বাধা নিষেধ থাকবে না।

(ঙ) শাসনতন্ত্রে অঙ্গ-রাষ্ট্রগুলিকে বিদেশে নিজ নিজ বাণিজ্যিক প্রতিনিধি প্রেরণ এবং স্ব-স্বার্থে বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদনের ক্ষমতা দিতে হবে।

৬. **আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠনের ক্ষমতা :**

আঞ্চলিক সংহতি ও শাসনতন্ত্র রক্ষার জন্য শাসনতন্ত্রে অঙ্গ-রাষ্ট্রগুলিকে স্বীয় কর্তৃত্বাধীনে আধা-সামরিক বা আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠন ও রাখার ক্ষমতা দিতে হবে।



৬ দফা আন্দোলনের সাথে যোগ হয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফা ও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে নেয়ার প্রচণ্ড আন্দোলন। একযোগে দুর্বার শক্তি নিয়ে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে গ্রাম-গঞ্জে ও শহরে। '৬৯-এর এই গণ-অভ্যুত্থান পাক সামরিক সরকারের ভিত কাঁপিয়ে দেয়

The Six-Point became integral part of the Eleven Points of the Students Action Committee. The demand for withdrawal of the Agartala Conspiracy Case gathered momentum. Rallies and demonstrations took place all over the country. The mass movement of 1969 and the onslaught of the popular demand for restoration of democracy shook the base of the military regime of Ayub Khan.

SIX POINTS

(1) The constitution should provide for a federation of Pakistan in its true sense on the basis of the Lahore Resolution and Parliamentary form of government with supremacy of legislature directly elected on the basis of universal adult franchise.

(2) Federal government shall deal with only twosubjects, viz., Defence, Foreign Affairs andall other residuary subjects shall vest in the federating units.

(3) Two separate but freely convertible currencies for two wings may be introduced or one currency for the whole country may be maintained. In this (latter) case effective constitutional provision is to be made to stop transfer of capital from East to West Pakistan. Separate Banking Reserve is to be made and separate fiscal and monetary policy to be adopted for East Pakistan.

(4) The power of taxation and revenue collection shall vest in the federating units and the federal centre shall have a share in the state taxes for meeting their required expenditure. The consolidated federal fund shall come out of a levy of certain percentage of all state taxes.

(5) (a) There shall be two separate accounts for foreign exchange earnings of the two wings.

(b) Earnings of East Pakistan shall be under the control of East Pakistan government and those of West Pakistan under the control of West Pakistan government.

(c) Foreign exchange requirement of the federal government shall be met by the two wings either equally or in a ratio to be fixed.

(d) Indigenous products shall move free of duty between two wings.

(e) The constitution shall empower the unit governments to establish trade and commercial relations, set up trade missions in and enter into agreements with foreign countries.

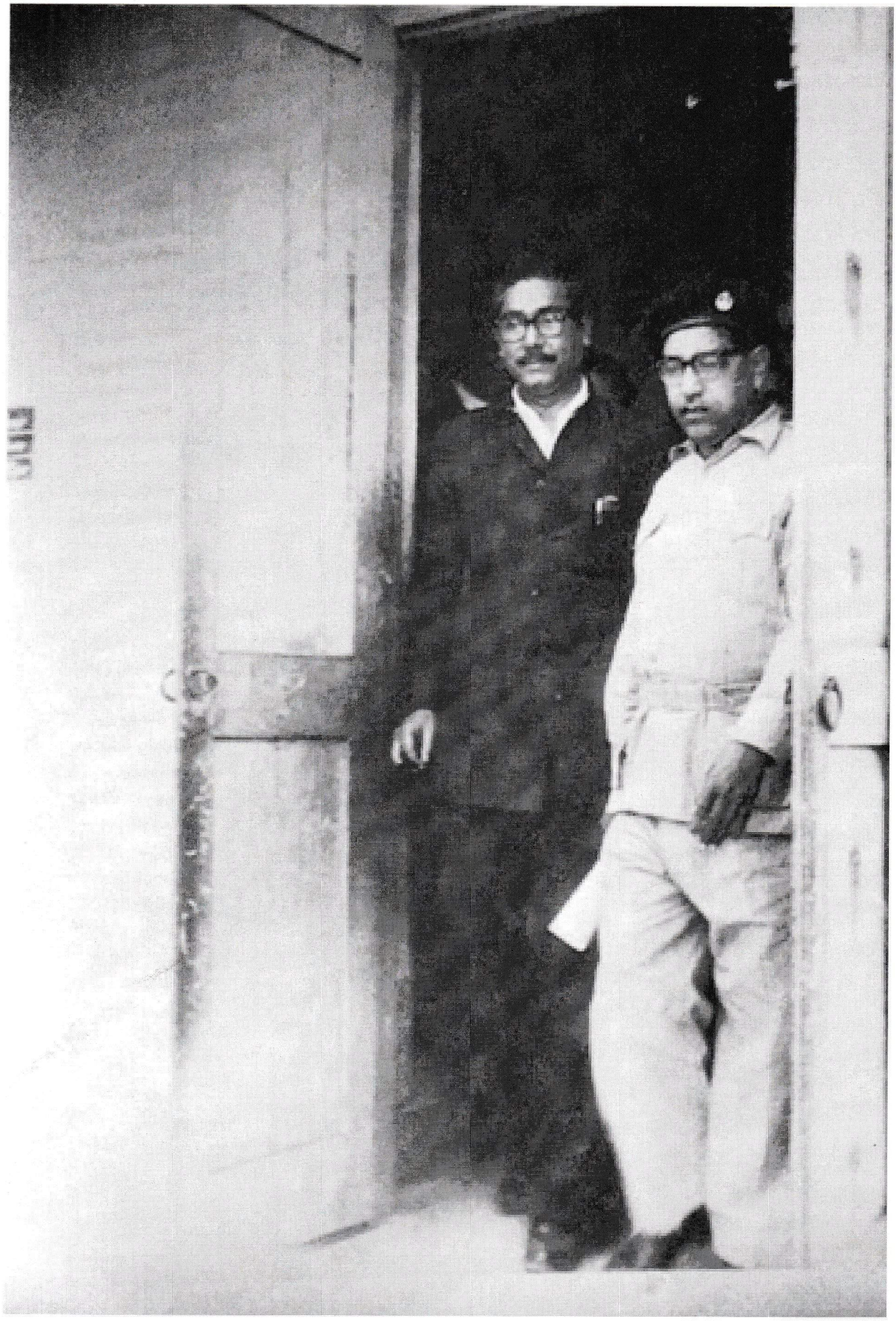
(6) The units shall be empowered for setting up of a militia or paramilitary force of its own.

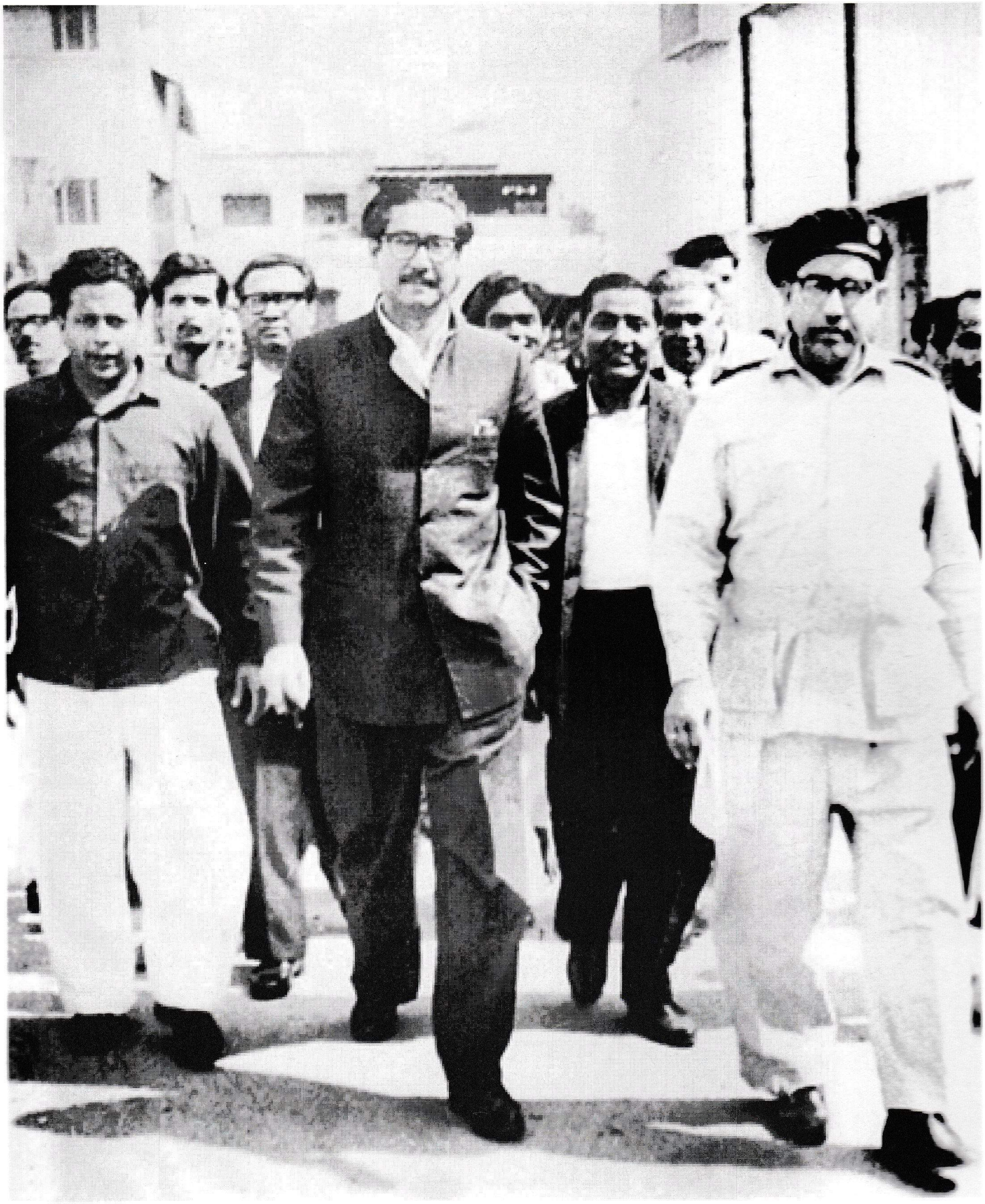




উপরের ছবি : ৬ দফা ও '৬৯-এর গণ-আন্দোলনকে বেগবান করার জন্য চারুশিল্পীদের পোস্টার মিছিল
নিচে : সরকারী কর্মচারীদের মিছিল
Above: Artists' rally in favour of Six Points and the mass movement of '69
Below: Rally of government employees







জানুয়ারি ১৯৬৯, জেলখানা থেকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় ট্রাইব্যুনালে নিয়ে যাওয়ার পথে
Mujib on his way to the Special Tribunal set up to try the Agartala Case–January 1969



'৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানে শহীদদের স্মরণে শোক মিছিল। নেতৃত্ব দেন কবি সুফিয়া কামাল। মিছিলে পোস্টার হাতে তৎকালীন ছাত্রনেতা শেখ হাসিনা

To honour the martyrs of the 1969 movement mourners brought out a procession led by Poet Sufia Kamal. The then student leader Sheikh Hasina is carrying a poster

ডান পাশের পৃষ্ঠায় : ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯, আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করা হল। শেখ মুজিব মুক্ত হলেন

On the right: Sheikh Mujibur Rahman emerged free after the Agartala Case was withdrawn on 22 February 1969



'৬৯-এর গণআন্দোলন

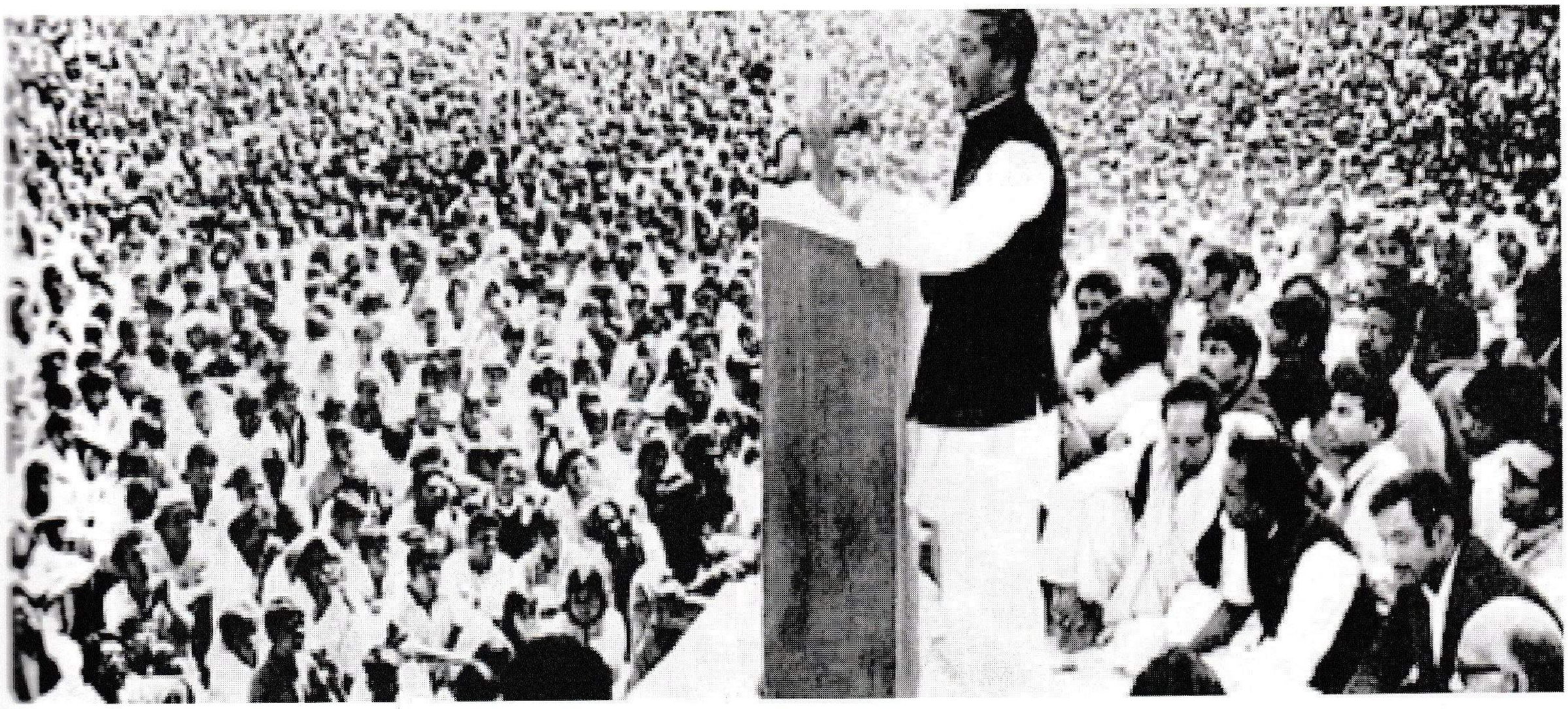
Mass movement of 1969



আগরতলা মামলা থেকে মুক্তির পর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বাম দিক থেকে মহিউদ্দিন আহমদ, মওলানা ভাসানী, শেখ মুজিব ও মাওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ

Following his release from the so called Agartala Conspiracy case in 1969, Sheikh Mujib at the Central Shaheed Minar with (from left) Mohiuddin Ahmed, Maulana Bhashani and Maulana Abdur Rashid Tarkabagish





২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯, রেসকোর্স ময়দানে ছাত্রজনতার বিশাল সমাবেশে প্রিয়নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে উপাধি দেয়া হয় 'বঙ্গবন্ধু'
Sheikh Mujibur Rahman was honoured by a grateful nation with the title 'Bangabandhu' (Friend of Bengal) at Dhaka Race Course Ground–23 February 1969



বঙ্গবন্ধুসহ দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, পাশে দাঁড়ানো (বাম দিক থেকে) তাজউদ্দিন আহমদ, সাংবাদিক সিরাজউদ্দীন হোসেন, অ্যাডভোকেট মো. আজিজুর রহমান, এমএনএ
Bangabandhu with Taftazzal Hossain Manik Miah, Editor of the Daily Ittefaq. Standing from left asre: Tajuddin Ahmed, Jousnalist Sirajuddin Hossain and Advocate Md. Azizur Rahman, MNA.



৯ মার্চ ১৯৬৯, রাওয়ালপিণ্ডিতে গোলটেবিল বৈঠকে যাওয়ার আগে বঙ্গবন্ধু
Bangabandhu before his trip to Rawalpindi to attend Round Table Conference–9 March 1969



১০ মার্চ ১৯৬৯, রাওয়ালপিণ্ডিতে গোলটেবিল বৈঠক
Round Table Conference in Rawalpindi–10 March 1969





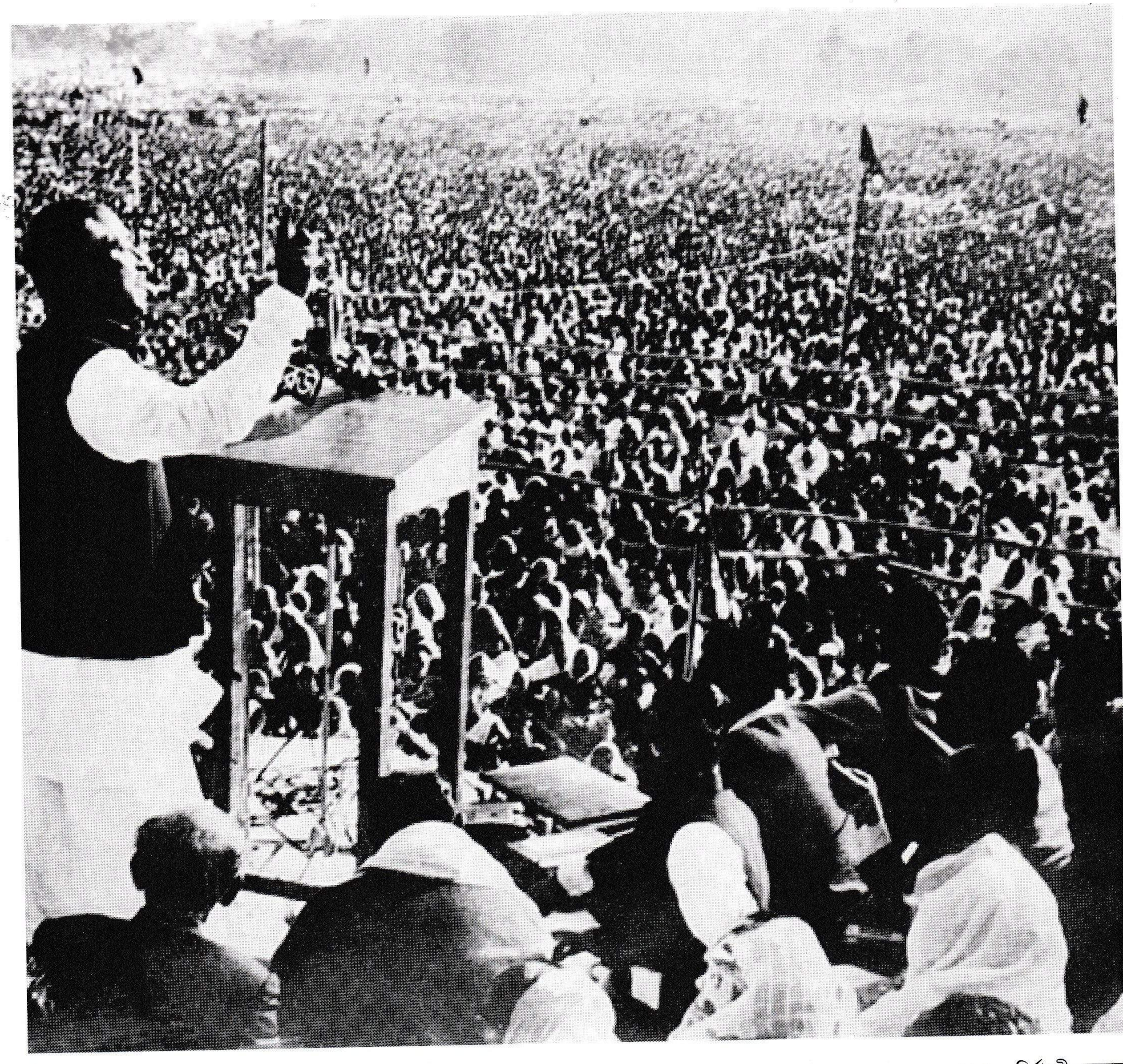
১৯৭০, নির্বাচনী প্রস্তুতিতে নামলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

Bangabandhu plunges into the election campaign of 1970 with enthusiasm and passion

নিচে : নির্বাচনী তহবিলে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা

Below: People contributed spontaneously to election fund





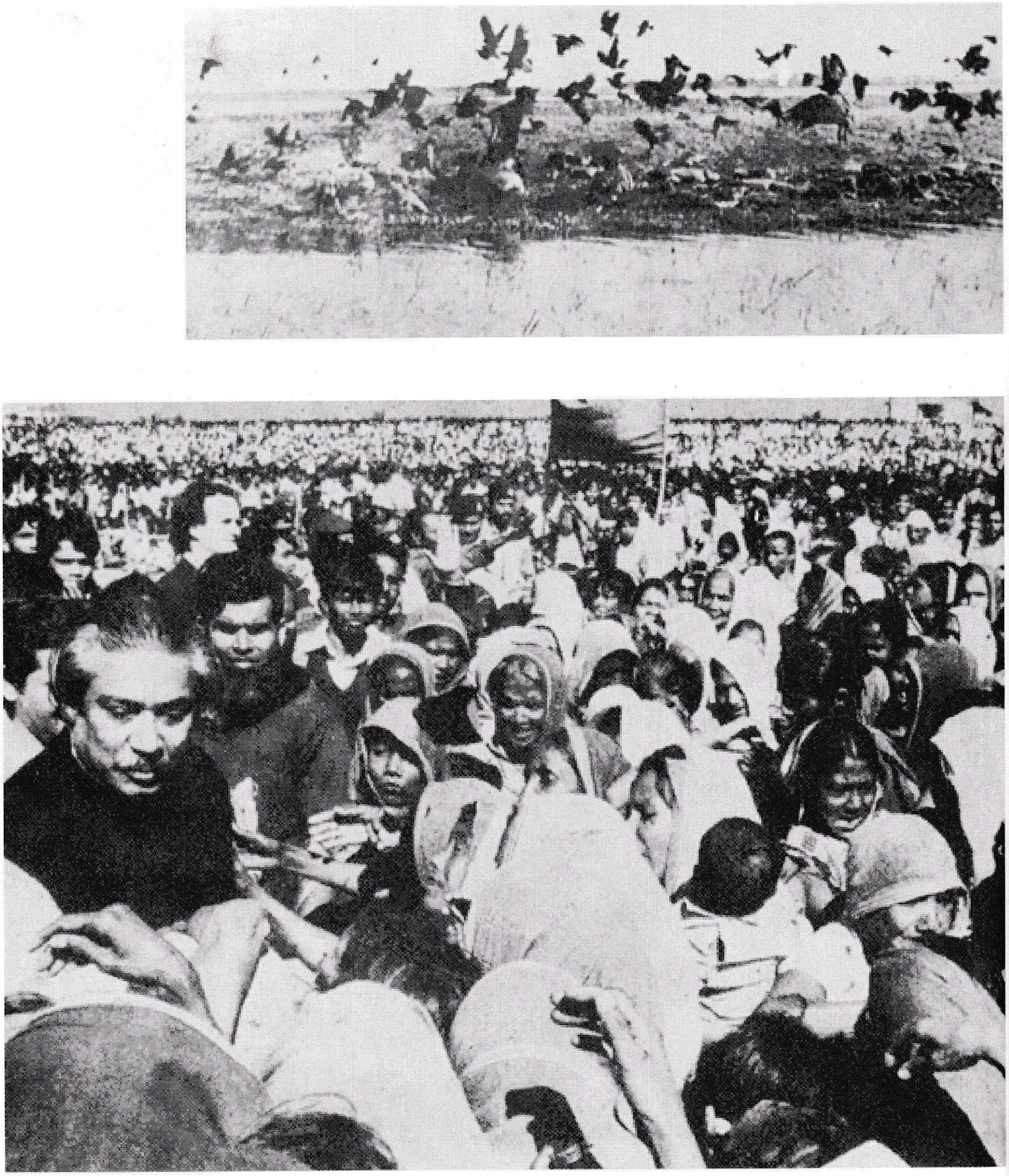
১৯৭০, নির্বাচনী জনসভা
Election rally–1970



৮ জানুয়ারি ১৯৭০, খুলনায় আওয়ামী লীগের জনসভায় বঙ্গবন্ধুসহ অন্যান্য নেতা
Bangabandhu with others at Awami League public rally in Khulna–8 January 1970



নদী, নৌকা ও বঙ্গবন্ধু
Bangabandhu in a boat on the river



১২ নভেম্বর ১৯৭০, চট্টগ্রাম, ভোলা, বরিশাল, পটুয়াখালী, নোয়াখালী, খুলনাসহ সমুদ্র উপকূলে ও দ্বীপাঞ্চলে প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ে ধ্বংস হয়ে যায় বহু লোকালয়, জলোচ্ছ্বাস ভাসিয়ে নিয়ে যায় কয়েক লক্ষ মানুষ ও গবাদি পশু। ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে গিয়ে দাঁড়ালেন বঙ্গবন্ধু।

A devastating tidal bore hit Coastal areas of the Country on 12 November 1970, Bangabandhu stood by the people to share their misery



মওলানা ভাসানী, মুনীর চৌধুরী ও অন্যদের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু
Bangabandhu with Maulana Bhasani, Munier Chowdhury and others



'৭০-এর নির্বাচনে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে সবচেয়ে বেশি আসনে জয়লাভের পর আওয়ামী লীগ নেতাদের সাথে

Bangabandhu with other Awami League leaders following the historic victory of his party in the National and Provincial Assembly elections–1970

ডান পাশের পৃষ্ঠায় : '৭০-এর নির্বাচনে বিজয়ী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জনতার উদ্দেশে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন ৩২ নং ধানমন্ডিতে নিজের বাড়ির আঙ্গিনায়

On the right: The champion in the elections of 1970 Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman greets the people at Road 32, Dhanmondi





ফেব্রুয়ারি ১৯৭১, ঢাকা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নবনির্বাচিত এমএনএ ও এমপিদের সমাবেশে স্বাধিকার আন্দোলনে শহীদদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত করা হয়

Special Prayers were offered for martyrs at a gathering of newly elected members of the National and Provincial Assemblies at Engineers' Institute Dhaka–February 1971

ডানের পৃষ্ঠায় : জাতীয় পরিষদের অধিবেশন হঠাৎ করে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা দেয়ায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে গর্জে উঠে বঙ্গবন্ধু বলেন—"বাংলার মানুষকে বুলেট, বন্দুক ও বেয়নেট দিয়ে আর স্তব্ধ করা যাবে না।"

On the right: Protesting the postponement of the National Assembly Session by Yahya Khan–1971, "Bullets, guns and bayonets will be proved useless in curbing popular feeling–"Bangabuardhu declared





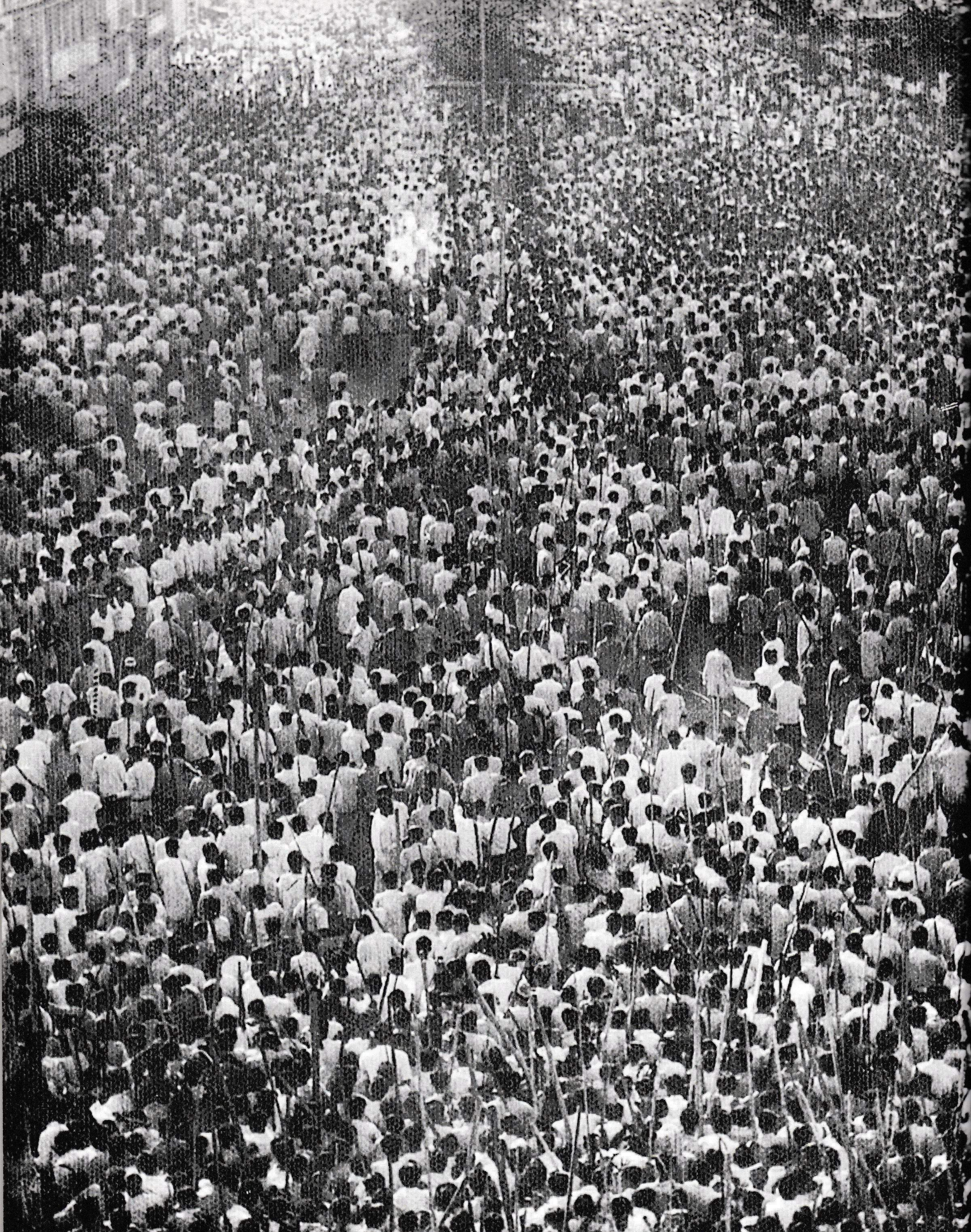
জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার ফলে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ রুদ্ররোষে ফেটে পড়ে, প্রতিবাদের ঝড় ওঠে সর্বস্তরে
Protests and demonstrations began in the then East Pakistan following the postponement of National Assembly Session

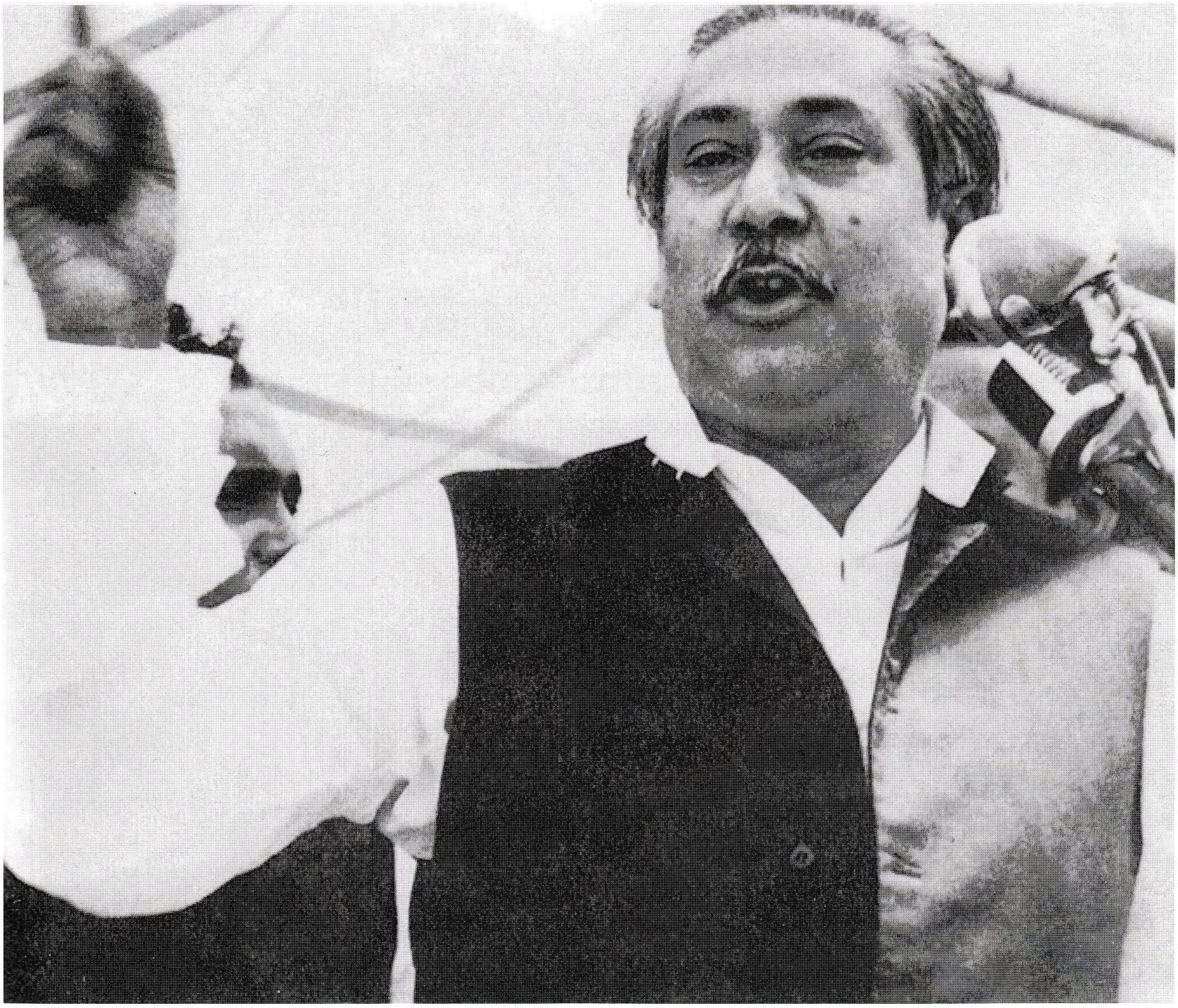




১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১, জয়বাংলা বাহিনী বঙ্গবন্ধুকে গার্ড অব অনার দেয় এক নতুন পতাকা তুলে–যাতে সবুজের ভেতর লাল সূর্য, মাঝখানে হলুদ রঙের বাংলাদেশের মানচিত্র। ২ মার্চ ১৯৭১, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বিশাল সমাবেশে ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দ এই পতাকা সর্বসাধারণের সামনে আনুষ্ঠানিকভাবে 'স্বাধীন বাংলার' পতাকা রূপে তুলে ধরেন।

On 15 February 1971, the Joy Bangla Bahini presented a guard of honour to Bangabandhu, with the raising of a new flag–a crimson Sun with yellow map of Bangladesh encompassed by green. On 2 March 1971, leaders of the Chhatra League raised the flag, now known as the Swadhin (Free) Bangla Flag, at a rally in the Dhaka University campus.





৩ মার্চ ১৯৭১, পল্টনের বিশাল জনসমাবেশে বঙ্গবন্ধু পাক হানাদার সরকারের বিরুদ্ধে জনতার অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন।
বাম পাশের পৃষ্ঠার ছবি : পল্টনের জনসভার দিকে জনতার স্রোত

Bangabandhu launches non-violent non-cooperation movement against Pakistani authorities at Paltan Maidan– 3 March 1971. Left: All roads lead to Paltan

পরের পৃষ্ঠায় : ৭ মার্চ ১৯৭১, রমনা রেসকোর্সে স্বাধীনতাকামী লক্ষ লক্ষ মানুষের জনসভায় বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ

Next page : The call of freedom–Bangabandhu addresses the historic gathering at Dhaka Race Course ground–7 March 1971





৭ই মার্চ ১৯৭১ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে প্রদত্ত ঐতিহাসিক ভাষণ

ভাইয়েরা আমার,

আজ দুঃখভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন। আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়।

কি অন্যায় করেছিলাম? নির্বাচনে বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে, আওয়ামী লীগকে ভোট দেন। আমাদের ন্যাশনাল এসেম্বলী বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈয়ার করব এবং এদেশকে আমরা গড়ে তুলবো, এদেশের মানুষ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ দুঃখের সংগে বলতে হয়, ২৩ বৎসরের করুণ ইতিহাস বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস। ২৩ বৎসরের ইতিহাস, মুমূর্ষু নর-নারীর আর্তনাদের ইতিহাস।

বাংলার ইতিহাস এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস। ১৯৫২ সনে রক্ত দিয়েছি, ১৯৫৪ সনে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারি নাই। ১৯৫৮ সনে আয়ুব খান মার্শাল ল' জারি করে দশ বৎসর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছিল। ১৯৬৬ সনে ৬ দফার আন্দোলনে, ৭ই জুনে আমাদের ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ১৯৬৯ সালের আন্দোলনে আয়ুব খানের পতন হওয়ার পরে যখন এহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন, তিনি বললেন, দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন, গণতন্ত্র দেবেন, আমরা মেনে নিলাম। তারপর অনেক ইতিহাস হয়ে গেল, নির্বাচন হল। আমি প্রেসিডেন্ট এহিয়া খান সাহেবের সংগে দেখা করেছি। আমি শুধু বাংলার নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসেবে তাঁকে অনুরোধ করলাম ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দেন। তিনি আমার কথা রাখলেন না। তিনি রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা। তিনি বললেন, মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে হবে। আমরা বললাম, ঠিক আছে, আমরা এসেম্বলীতে বসবো। আমি বললাম, এসেম্বলীর মধ্যে আলোচনা করবো, এমনকি আমি এও পর্যন্ত বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও, একজন যদিও হয় তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেব। জনাব ভুট্টো সাহেব এখানে এসেছিলেন, আলোচনা করলেন, বলে গেলেন যে, আলোচনার দরজা বন্ধ না, আরো আলোচনা হবে। তারপরে অন্যান্য নেতৃবৃন্দ, ওদের সঙ্গে আলাপ করলাম : আপনারা আসুন, বসুন, আমরা আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈয়ার করি। তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বাররা যদি এখানে আসে তাহলে কসাইখানা হবে এসেম্বলী। তিনি বললেন, যে যাবে তাকে মেরে ফেলে দেওয়া হবে। যদি কেউ এসেম্বলীতে আসে তাহলে পেশোয়ার থেকে করাচী পর্যন্ত দোকান জোর করে বন্ধ করা হবে। আমি বললাম, এসেম্বলী চলবে। তারপরে হঠাৎ এক তারিখে এসেম্বলী বন্ধ করে দেয়া হলো। এহিয়া খান সাহেব প্রেসিডেন্ট হিসেবে এসেম্বলী ডেকেছিলেন, আমি বললাম যে, আমি যাব। ভূট্টো সাহেব বললেন, তিনি যাবেন না। পঁয়ত্রিশ জন সদস্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এখানে আসেন। তারপরে হঠাৎ বন্ধ করে দেয়া হল। দোষ দেওয়া বাংলার মানুষকে, দোষ দেওয়া হল আমাকে। বন্ধ করে দেয়ার পরে এদেশের মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠল। আমি বললাম, শান্তিপূর্ণভাবে আপনারা হরতাল পালন করেন। আমি বললাম, আপনারা কল-কারখানা সবকিছু বন্ধ করে দেন। জনগণ সাড়া দিল। আপন ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। তারা শান্তিপূর্ণভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য স্থিরপ্রতিজ্ঞাবদ্ধ হল।

কি পেলাম আমরা? যে আমার পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য, আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরিব-দুঃখী-আর্ত মানুষের মধ্যে। তার বুকের উপর হচ্ছে গুলী। আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ, আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

টেলিফোনে আমার সংগে তার কথা হয়। তাঁকে আমি বলেছিলাম, জনাব এহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান কিভাবে আমার গরিবের উপরে, আমার বাংলার মানুষের বুকের উপরে গুলি করা হয়েছে। কি করে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে। কি করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন। তিনি বললেন, আমি না-কি স্বীকার করেছি যে, ১০ তারিখে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স হবে। আমিতো অনেক আগেই বলেছি, কিসের আর.টি.সি? কার সংগে বসব? যারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছে তাদের সংগে বসব? হঠাৎ আমার সংগে পরামর্শ না করে পাঁচ ঘণ্টা গোপনে বৈঠক করে যে বক্তৃতা তিনি করেছেন, সমস্ত দোষ তিনি আমার উপরে দিয়েছেন। বাংলার মানুষের উপরে দিয়েছেন।

ভাইয়েরা আমার,

পঁচিশ তারিখে এসেম্বলী কল করেছে। রক্তের দাগ শুকায় নাই। আমি দশ তারিখে বলে দিয়েছি যে, ঐ শহীদের রক্তের উপর দিয়ে, পাড়া দিয়ে আর.টি.সিতে মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারে না। এসেম্বলী কল করেছেন আমার দাবি মানতে হবে প্রথম। সামরিক আইন মার্শাল ল' উইথড্র করতে হবে। সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত নিতে হবে। যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে। আর জনগণের প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপরে বিবেচনা করে দেখব আমরা এসেম্বলীতে বসতে পারব কি পারব না। এর পূর্বে এসেম্বলীতে বসতে আমরা পারি না। আমি, আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাই না। আমরা এদেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দেবার চাই যে, আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট, কাচারি, আদালত, ফৌজদারী, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে, সে জন্য সমস্ত অন্যান্য জিনিসগুলো আছে সেগুলো হরতাল–কাল থেকে চলবে না। রিকশা, ঘোড়ার গাড়ী চলবে, রেল চলবে, লঞ্চ চলবে। শুধু, সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রিম কোর্ট, হাই কোর্ট, জজকোর্ট, সেমি-গভর্নমেন্ট দফতরগুলো-ওয়াপদা, কোন কিছু চলবে না। ২৮ তারিখে কর্মচারীরা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন। এর পরে যদি বেতন দেওয়া না হয়, আর যদি একটা গুলী চলে, আর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়, তোমাদের উপর আমার অনুরোধ রইল : প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে। এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সব কিছু, আমি যদি হুকুম দেবার না পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে। আমরা ভাতে মারব।

আমরা পানিতে মারব। তোমরা আমার ভাই–তোমরা ব্যারাকে থাক, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না। কিন্তু আর আমার বুকের উপরে গুলি চালাবার চেষ্টা কর না। সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি, তখন কেউ আমাদের দাবাতে পারবা না। আর যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, আঘাত প্রাপ্ত হয়েছে, আমরা আওয়ামী লীগের থেকে যতদূর পারি ওদের সাহায্য করতে চেষ্টা করব। যারা পারেন আমার রিলিফ কমিটিতে সামান্য টাকা-পয়সা পৌঁছিয়ে দেবেন। আর এই সাতদিন হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইরা যোগদান করেছেন প্রত্যেকটা শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছিয়ে দেবেন। সরকারি কর্মচারীদের বলি : আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হবে খাজনা, ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হল। কেউ দেবে না। শোনেন—মনে রাখবেন শত্রুবাহিনী ঢুকেছে—নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে। এই বাংলায় হিন্দু-মুসলমান, বাঙ্গালি-নন বেঙ্গলি যারা আছে তারা আমাদের ভাই। তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের উপরে, আমাদের উপর, আমাদের যেন বদনাম না হয়। মনে রাখবেন রেডিও, টেলিভিশনের কর্মচারীরা, যদি রেডিওতে আমাদের কথা না শোনে তাহলে কোন বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবেন না। যদি টেলিভিশনে আমাদের নিউজ না দেয় কোন বাঙালি টেলিভিশনে যাবেন না। দুই ঘণ্টা ব্যাংক খোলা থাকবে--যাতে মানুষ তাদের মায়না-পত্র নেবার পারে। কিন্তু পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না। টেলিফোন, টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ব বাংলায় চলবে এবং বিদেশের সংগে নিউজ পাঠাতে হলে আপনারা চালাবেন। কিন্তু যদি এদেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা করা হয়, বাঙালিরা বুঝে শুনে কাজ করবেন।

প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায়, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোল এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাক। মনে রাখবা : রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেব--এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ।

এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম--এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।
জয় বাংলা।

BANGABANDHU'S CALL TO FREEDOM HISTORIC SPEECH ON 7TH MARCH 1971

My brothers,

I come before you today with a heart laden with sadness. You are aware of everything and know every bit of happenings. We have tried with our lives. And yet the sadness remains that today, in Dhaka, Chittagong, Khulna, Rajshahi and Rangpur the streets are soaked by the blood of my brothers. Today the people of Bengal desire emancipation, the people of Bengal wish to live, the people of Bengal demand that their rights be acknowledged.

What wrong have we committed? In the elections, the people of Bangladesh entrusted me and the Awami League with the totality of their electoral support. It was our expectation that the Parliament would meet, there we would frame our constitution, that we would develop this land, that the people of this country would achieve their ecnomic, political and cultural freedom. But it is a matter of grief that today we are constrained to say in all sadness that the history of the past twenty three years has been the history of persecution of the people of Bengal, a history of shedding blood of the people of Bengal. This history of the past twenty three years has been one of the agonising cries of men and women.

The history of Bengal has been a history where the people of this land have made the streets and highways of this land crimson with their blood. We offered blood in 1952; in 1954, we won the elections and yet were not allowed to hold the power. In 1958, Ayub Khan imposed Martial Law and kept the nation in a state of slavery for ten years. On 7 June 1966, when the sons of my land rose in support of the Six-Points movement, they were mown down in gunfire. When Yahya Khan took over after Ayub Khan fell in the fury of the movement of 1969, he promised that he would give us a constitution, give us democracy. We put our faith on him. And then history moved a long way, the elections took place. I have met President Yahya Khan. I appealed to him, not just as the majority leader of Bengal but also as the majority leader of Pakistan, to convene the National Assembly on 15 February. He did not pay heed to my appeal. He listened to Mr. Bhutto. And he said that the assembly would be convened in the first week of March. I agreed with him and said we would sit in the parliament. I said that we would discuss matters in the assembly. I even went to the extent of suggesting that despite our party being a majority, if anyone proposes anything that is legitimate and right, we would accept his proposal. Mr. Bhutto came here. He held negotiations with us, and when he left, he said that the door is not closed, that more discussions would take place. After that, I spoke to other political leaders. I told them to join me in deliberations so that we could give shape to a Constitution for the country. But Mr. Bhutto said that if members elected from West Pakistan came here, the Assembly would turn into a slaughter house, an abattoir. He warned that anyone who would join the Assembly would end up losing his life. He issued dreadful warnings of closing down all the shops from Peshawar to Karachi if the Assembly Session goes ahead. I said that the Assembly Session would go ahead. And then, suddenly, on the first of March the Assembly Session was called off. Mr. Yahya Khan, exercising his powers as president, had called the National Assembly into Session; and I had said that I would go to the Assembly. Mr. Bhutto said

he would not go. Thirty five members came here from West Pakistan. And suddenly the Assembly was called off.

The blame was placed squarely on the people of Bengal; the blame was put at my door. Once the Assembly meeting was postponed, the people of this land decided to resist the act. I enjoined upon them to observe a peaceful general strike. I instructed them to close down all factories and industrial installations. The people responded positively to my directives. Through sheer spontaneity they emerged on the streets. They were determined to pursue their struggle through peaceful means.

What have we attained? The weapons we bought with our money to defend the country against foreign aggression are being used against the poor and down-trodden people of my country today. The bullets pierce their hearts today. We are the majority in Pakistan. Whenever we Bengalis have attempted to ascend to the heights of power, they have swooped upon us.

I have spoken to him over telephone. I told him, "Mr. Yahya Khan, you are the President of Pakistan. Come, be a witness to the inhumanity in which the people of my Bengal are being murdered, to the way in which the mothers of my land are being deprived of their sons." I told him, "Come, see and dispense justice". But he construed that I had agreed to participate in a Round Table Conference to be held on 10 March. I have already said a long time ago, what RTC? With whom do I sit down to talk? Can I fraternise with those who have taken the blood of my people? All of a sudden, without discussing anything with me and after a secret meeting lasting five hours, he has delivered a speech in which he has placed all blames for the impasse on me, on the people of Bengal.

My brothers,

They have called the Assembly on the twenty-fifth. The marks of blood have not yet dried up. I said on the tenth that Mujibur Rahman would not walk across that blood to take part in a Round Table Conference. You have called the Assembly. But my demands must be met first. Martial Law must be withdrawn. All military personnel must be taken back to the barracks. An inquiry must be conducted into the manner in which the killings have been caused. And power must be transferred to the elected representatives of the people. And only then shall we consider the question of whether or not to sit in the National Assembly. Prior to the fulfilment of our demands, we cannot take part in the Assembly.

I do not wish to become the Prime Minister. I wish to see the rights of the people of this country established. Let me make it clear, without ambiguity, that beginning from today, in Bangladesh, all courts, magistracies, government offices and educational institutions will remain closed for an indefinite period. In order that the poor do not suffer, in order that my people do not go through pain, all other activities will continue, will not come within the ambit of the general strike from tomorrow. Rickshaws, horse carriages, trains and river vessels will ply. The Supreme Court, High Court, Judge's Court, semi-government offices, WAPDA– nothing will work. Employees will collect their salaries on the twenty eighth. But if the salaries are not paid, if another bullet is fired, if any more of the people are murdered, it is my directive to all of you: turn every house into a fortress; resist the enemy with everything you have. And even if I am not around to guide you, I direct you – close off all roads and pathways for ever.

We will starve them into submission. We will submerge them in water. You are our brothers. Return to your barracks and no harm will come to you. But do not try to fire bullets into my heart again. You can not keep seventy five million people in bondage. Now that we have learnt to die, no power on earth can keep us in subjugation.

For those who have embraced martyrdom, and for those who have sustained injuries, we in the Awami League will do all we can to relieve their tragedy. Those among you who can please, lend a helping hand through contributing to our relief committee. The owners of industries will make sure that the wages of workers who have taken part in the strike for the past seven days are duly paid to them. I shall tell employees of the government, my word must be heard, and my instructions followed. Until freedom comes to my land, all taxes will be held back from payment. No one will pay them. Bear in mind that the enemy has infiltrated our ranks to cause confusion and sow discord among us. In our Bengal, everyone, be he a Hindu or a Muslim, Bengali or non-Bengali, is our brother. It is our responsibility to ensure their security. Our good name must not be tainted. And remember, employees of radio and television, if radio does not get our message across, no Bengali will go to the radio station. If television does not telecast our news, no Bengali will go to television. Banks will remain open for two hours to enable people to engage in transactions. But there will be no transfer of even

a single *paisa* (penny) from East Bengal to West Pakistan. Telephone and telegram services will continue in East Bengal and news can be despatched overseas. But if moves are made to exterminate the people of this country, Bengalis must act with caution.

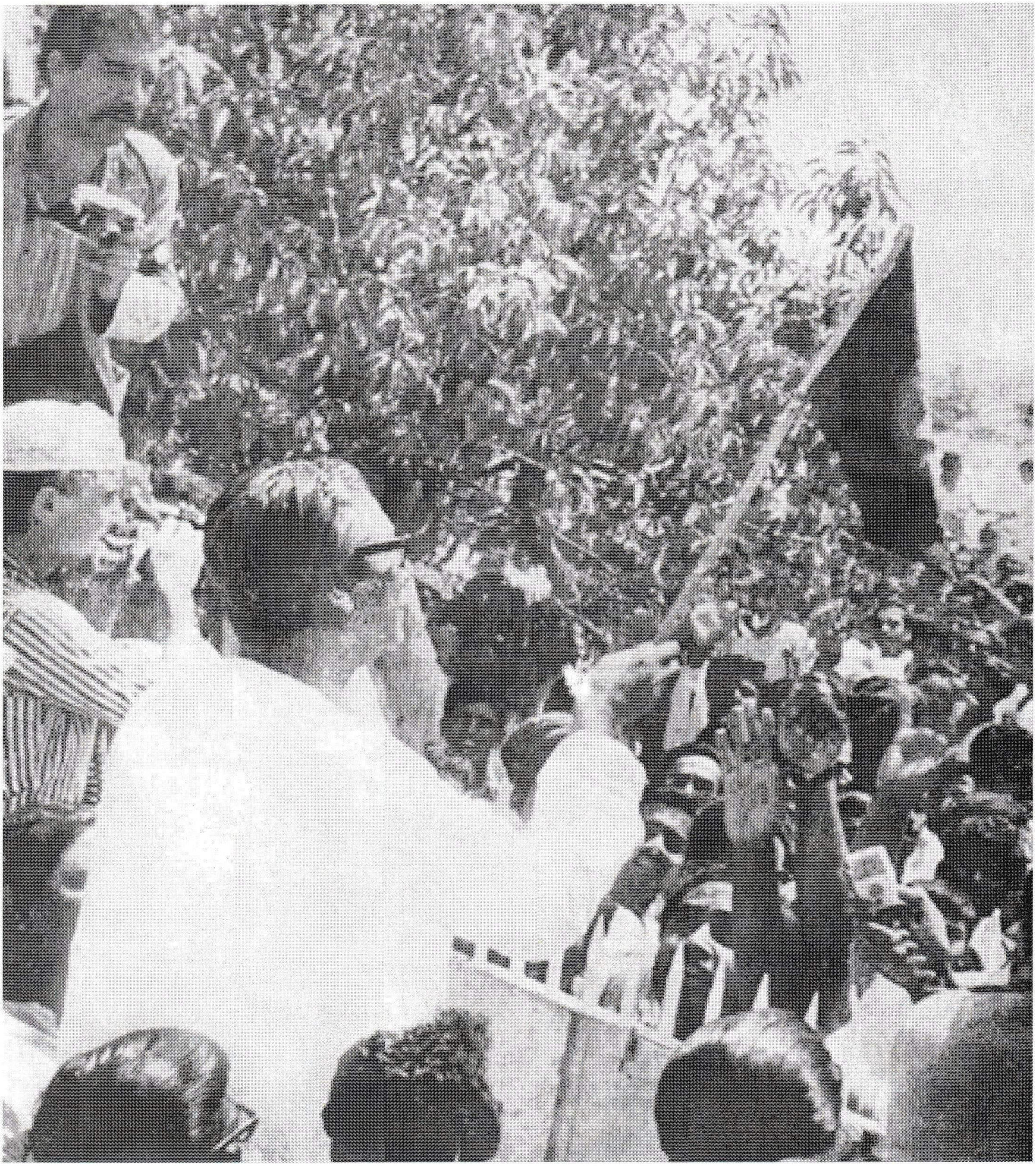
In every village, every neighbourhood set up Sangram Parishad under the leadership of the Awami League. And be prepared with whatever you have. Remember: Having mastered the lesson of sacrifice, we shall give more blood. InshaAllah (By the Will of the Almighty God), we shall be able to free the people of this land.

The struggle this time is the struggle for emancipation. The struggle this time is the struggle for independence.

Joi Bangla!



প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সাথে আলোচনা শেষে বাইরে অপেক্ষমাণ সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন বঙ্গবন্ধু
Bangabandhu with the eagerly awaiting journalists following discussions with President Yahya Khan

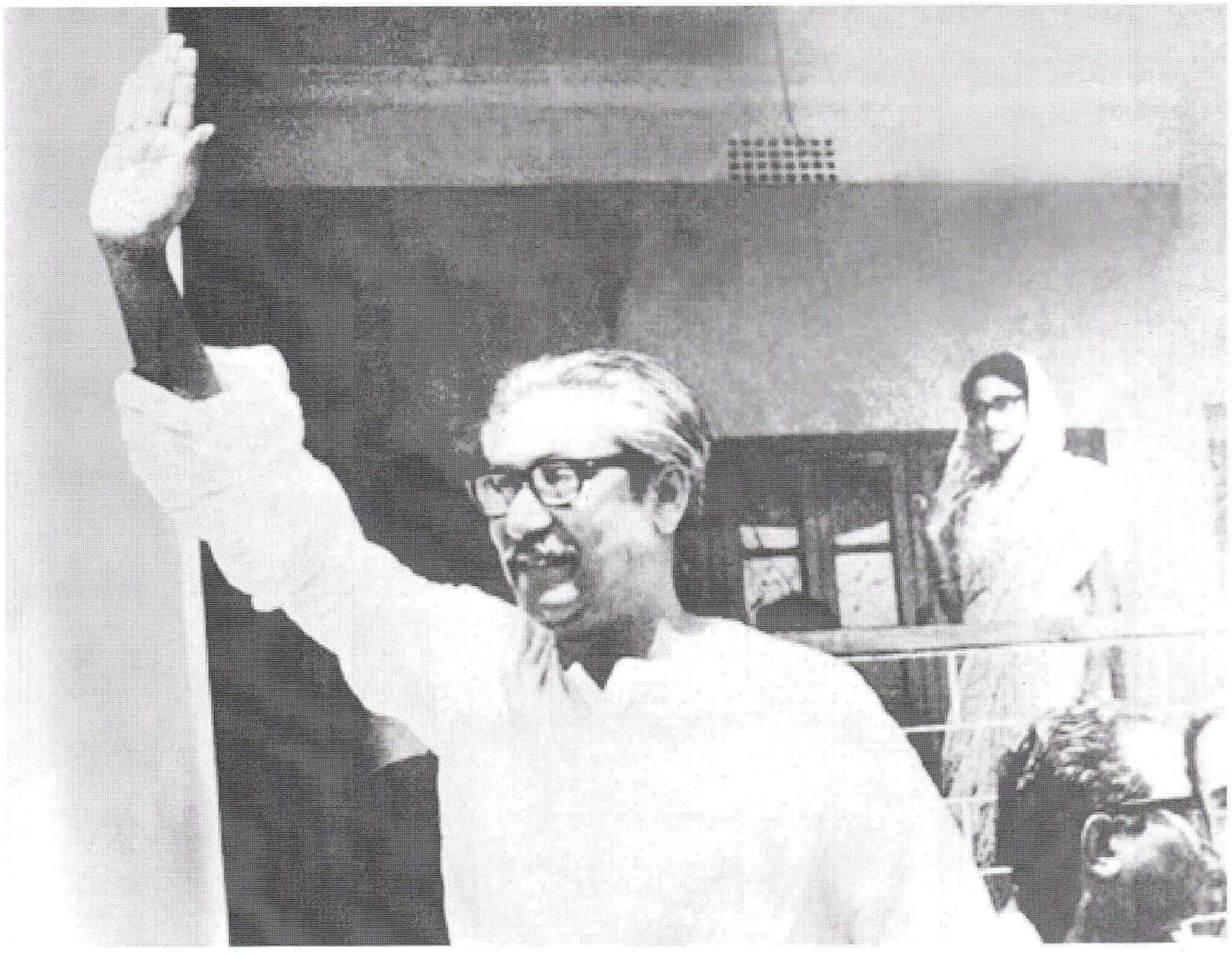


২৩ মার্চ ১৯৭১, ৩২ নং ধানমন্ডির বাড়িতে উৎফুল্ল জনতার মাঝে স্বাধীন বাংলার পতাকা তুলে ধরলেন বঙ্গবন্ধু
Bangabandhu raises the flag of independent Bangladesh before the jubilant crowd at Road 32 on 23 March 1971



বঙ্গবন্ধু ও বেগম মুজিব
Bangabandhu and Begum Mujib

নিচে
২৩ মার্চ ১৯৭১, জনতার অভিনন্দনের জবাবে ৩২নং বাড়ির বারান্দা থেকে হাত নাড়ছেন বঙ্গবন্ধু। পেছনে কন্যা শেখ হাসিনা
Below
23 March 1971, Bangabandhu waves at people in response to applaud at Road 32. Sheikh Hasina stands behind.





তারপর এলো ২৫ মার্চ ১৯৭১। পূর্বপ্রস্তুতি অনুযায়ী কয়েক হাজার সুশিক্ষিত পাকিস্তানী সৈন্য ট্যাংক, কামান, মেশিনগান নিয়ে মধ্যরাতে ঝাঁপিয়ে পড়লো গভীর নিদ্রামগ্ন ঢাকা শহরের উপর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসগুলো, বাঙালি পুলিশ ও সীমান্তরক্ষীবাহিনীর সদর দফতরে হামলা করলো তারা। জ্বালিয়ে দিল একের পর এক বস্তি ও আবাসিক এলাকা।
গুলি করে হত্যা করলো অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক ও অন্যান্য বাঙালিদের।
অতর্কিতে আক্রান্ত হয়েও সাড়ে সাত কোটি বাঙালি রুখে দাঁড়ালো সশস্ত্র প্রতিরোধের মাধ্যমে।

Then the 25 March 1971 came. According to well laid down plans thousands of elite Pakistani army cracked down on the sleeping Dhaka city with tanks, cannons and machine guns. They attacked the residential halls of Dhaka University and the Head Quarters of Bengali police and paramilitary border guards. They set fire on city slums and residential areas of the city.
Hundreds and thousands of people were murdered by the marauding Pakistan military.
Seventy five million Bengalis stood up against the atrocity and opted for armed resistance.



স্বাধীনতার ঘোষণা

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাত ১২টা ২০ মিনিটে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন "This may be my last message; from today Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh wherever you might be and with whatever you have, to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of the Pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achieved."

[অনুবাদ : "এটাই হয়তো আমার শেষ বার্তা, আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। বাংলাদেশের জনগণ, তোমরা যে যেখানেই আছ এবং যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শেষ পর্যন্ত দখলদার সৈন্যবাহিনীকে প্রতিরোধ করার জন্য আমি তোমাদের আহ্বান জানাচ্ছি। পাকিস্তান দখলদার বাহিনীর শেষ সৈনিকটিকে বাংলাদেশের মাটি থেকে বিতাড়িত করে চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে।"]

এই ঘোষণা বাংলাদেশের সর্বত্র ওয়ারলেস, টেলিফোন ও টেলিগ্রামের মাধ্যমে প্রেরিত হয়।

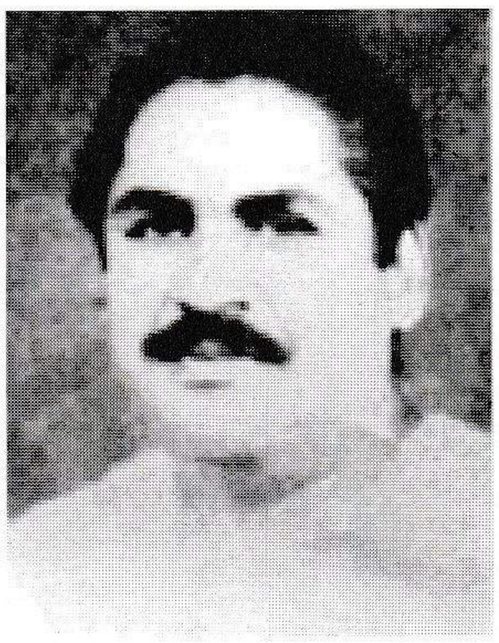


২৫ মার্চ ১৯৭১, রাত ১-৩০ মি: ধানমন্ডি ৩২ নং রোডের বাড়ি থেকে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। গ্রেফতার হওয়ার আগে রাত ১২-৩০ মি: দেশবাসীর উদ্দেশে বঙ্গবন্ধু দিয়ে গেলেন স্বাধীনতার ঘোষণা যা টেলিপ্রিন্টারে সারাদেশে পৌছে দেয়া হয়। বঙ্গবন্ধুর এই ঘোষণা ২৬ মার্চ চট্টগ্রামে অস্থায়ী 'স্বাধীন বাংলা বেতার' থেকে সর্বপ্রথম প্রচার করা হয়।

Bangabandhu was arrested from his Dhanmondi residence at 0130 Hours mid-night on 26 March 1971, after the Pakistani crackdown. Prior to his arrest, Bangabandhu declared the Independence of Bangladesh at 12-30 hrs. The declaration made by Bangabandhu was sent all over the country by teleprinter. This declaration was broadcast for the first time on 26 March 1971 by Chittagong Radio, known as 'SHWADHIN BANGLA BETAR'

বঙ্গবন্ধুর প্রেরিত স্বাধীনতার ঘোষণাটি আওয়ামী লীগ নেতা মো: আবদুল হান্নান ২৬ মার্চ চট্টগ্রামের অস্থায়ী স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচার করার পর তা পরবর্তীতে উক্ত বেতার কেন্দ্র থেকে অনবরত প্রচার হতে থাকে

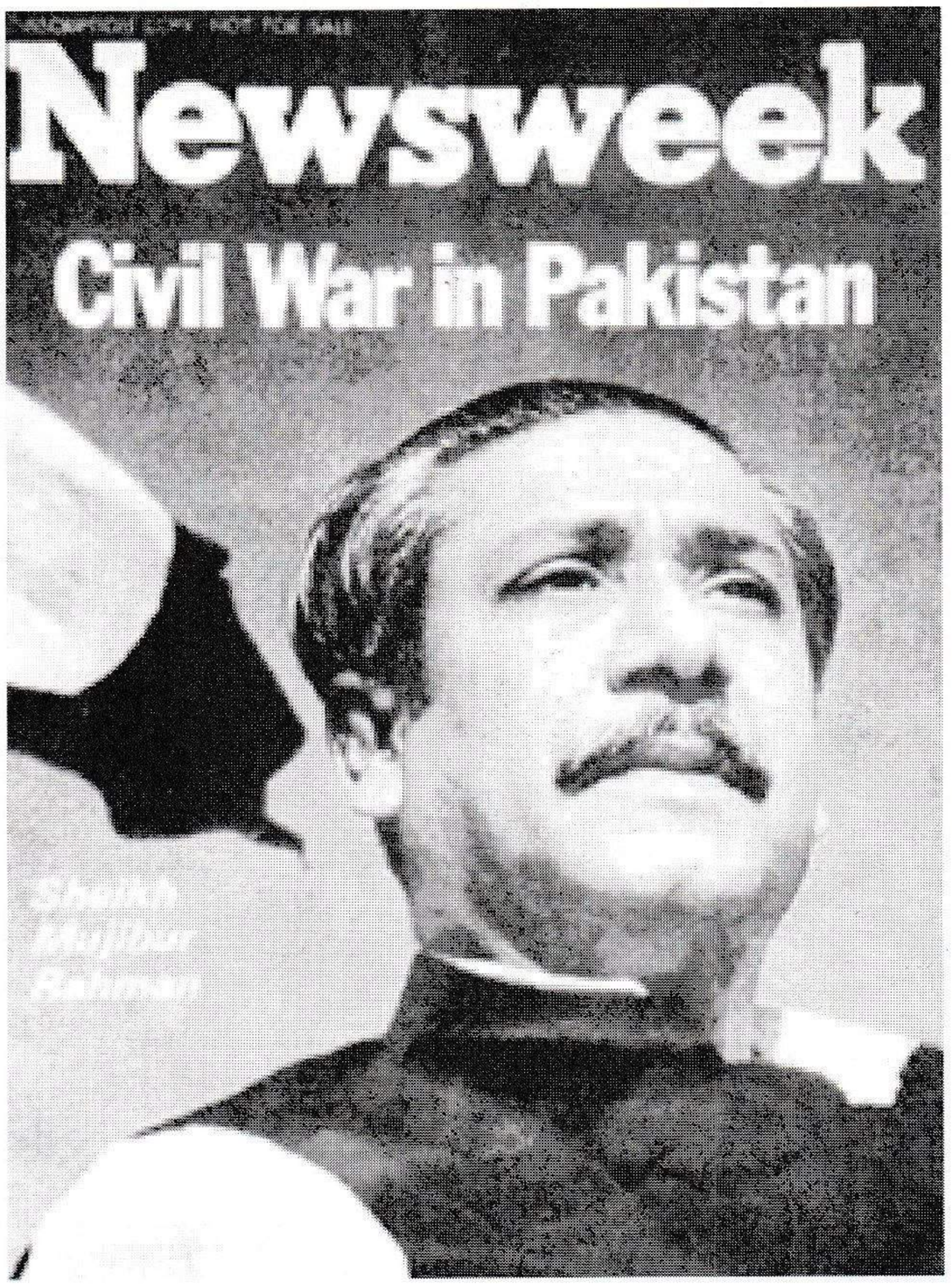
Bangabandhu's declaration of Independence was received by Chittagong Awami League leader Mohammad Abdul Hannan and was repeatedly broadcast on 26 March 1971 from the temporary Swadhin Bangla Betar Kendra (Radio Independent Bengal) in Chittagong



মো: আবদুল হান্নান
Mohammad Abdul Hannan

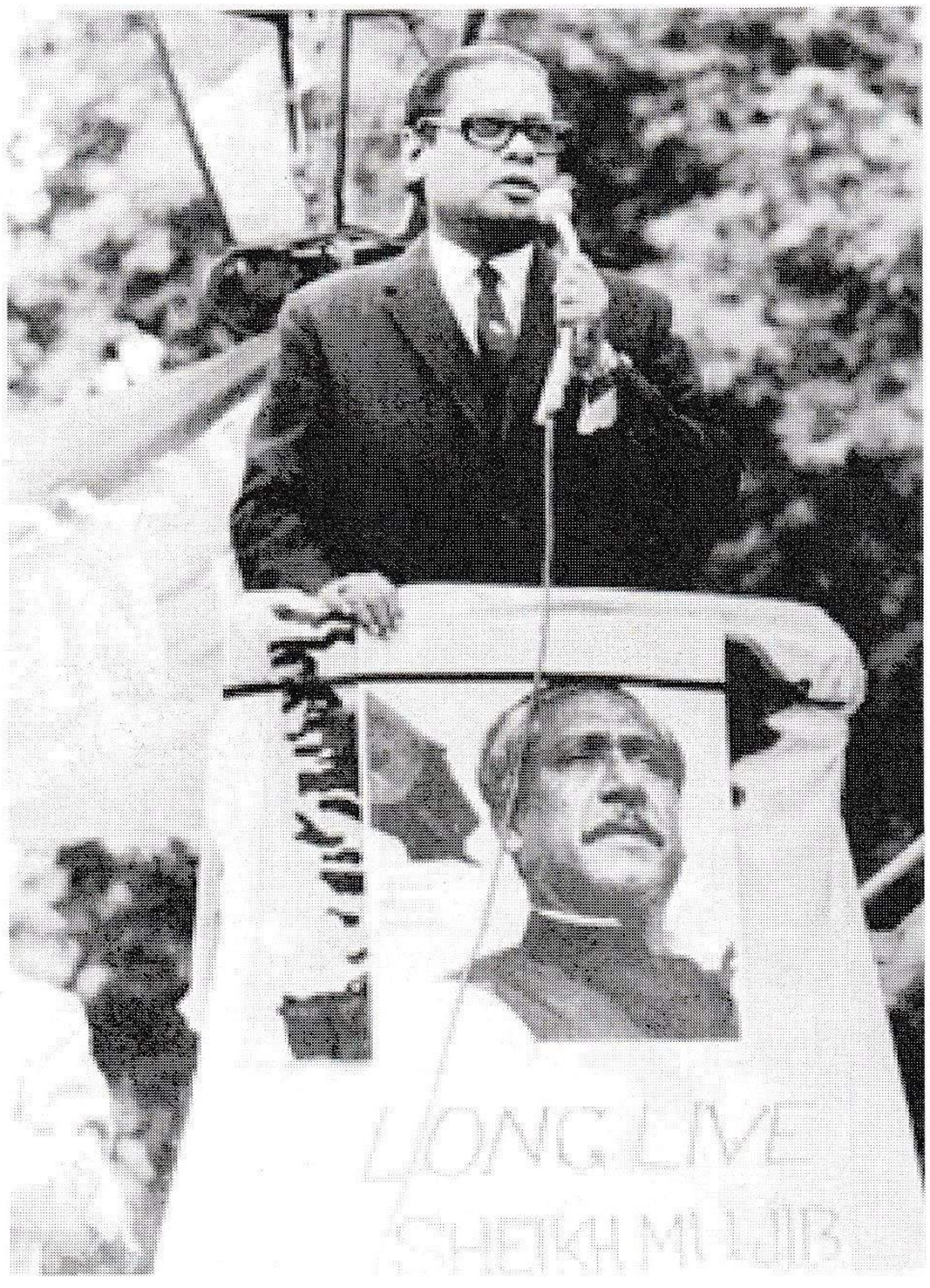


চট্টগ্রাম স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র
Swadhin Banglad Betar Kendra, Chittagong



৫ এপ্রিল ১৯৭১, নিউজউইক পত্রিকার প্রচ্ছদপট। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে শুরু হয়েছে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ– সেই খবর বিশেষভাবে প্রকাশ করে উক্ত সংখ্যায়

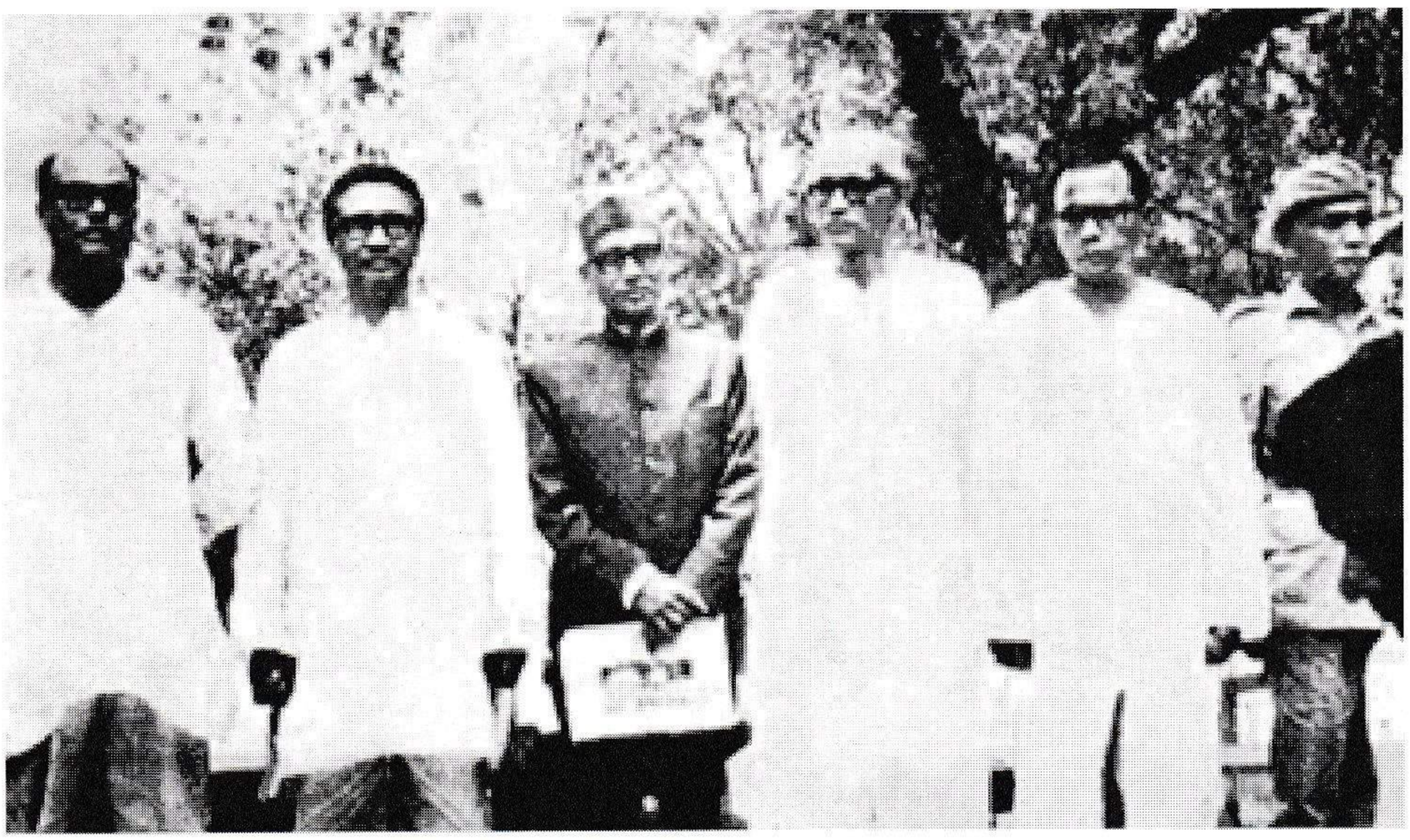
Cover of the 5 April 1971 issue of the Newsweek magazine. The Bangladesh genocide and the resistance movement of the Bengalis under the leadership of Bangabandhu was extensively covered by the magazine



এপ্রিল ১৯৭১, বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী লন্ডনে এক জনসভায় বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশের যে মুক্তিযুদ্ধ তার পক্ষে বিশ্ববাসীর সমর্থন ও পাকিস্তানের কারাগার থেকে বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবিতে আবেদন জানাচ্ছেন

Justice Abu Sayeed Chowdhury is seen at a public meeting in London, appealing to the world to support the Bangladesh war of liberation and demanding release of Bangabandhu from Pakistani jail





১৭ এপ্রিল ১৯৭১, আনুষ্ঠানিকভাবে গঠন করা হয় প্রবাসী অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার। মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে এই সরকার শপথ গ্রহণ করে। পরে এ স্থানের নাম হয় মুজিবনগর। পাকিস্তানের কারাগারে বন্দী বঙ্গবন্ধুকে দেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে ঘোষণা দিয়ে তাঁর অবর্তমানে সৈয়দ নজরুল ইসলাম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও তাজউদ্দীন আহমদ হন প্রধানমন্ত্রী। প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব দেয়া হয় কর্নেল আতাউল গণি ওসমানীকে।

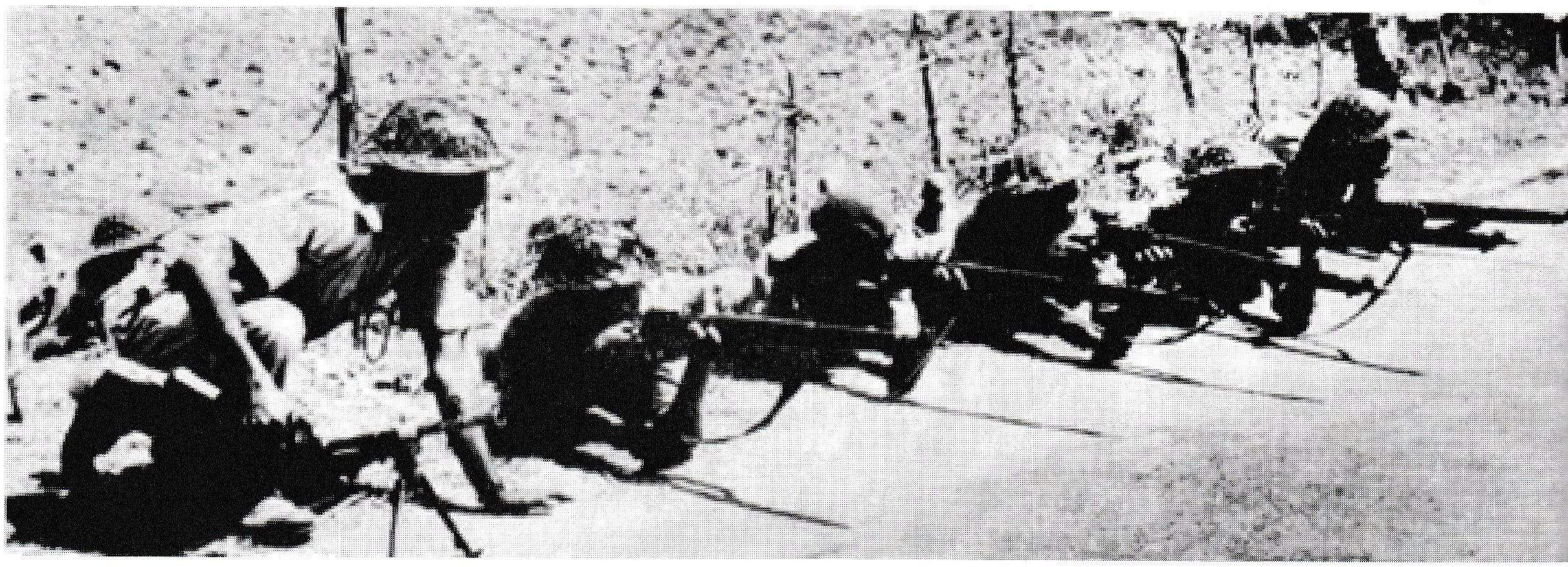
The provisional Bangladesh Government was officially formed on 17 April 1971. The provisional Government took oath at the mango orchard at Baidyanathtala in Meherpur . The place was later renamed Mujibnagar. Bangabandhu, who was then in Pakistani jail, was declared the President of the State. Syed Nazrul Islam took oath as the Acting President and Tajuddin Ahmed as the Prime Minister. Colonel Ataul Ghani Osmany was given the responsibility of the Commandcr-in-chief of the Liberation Army.

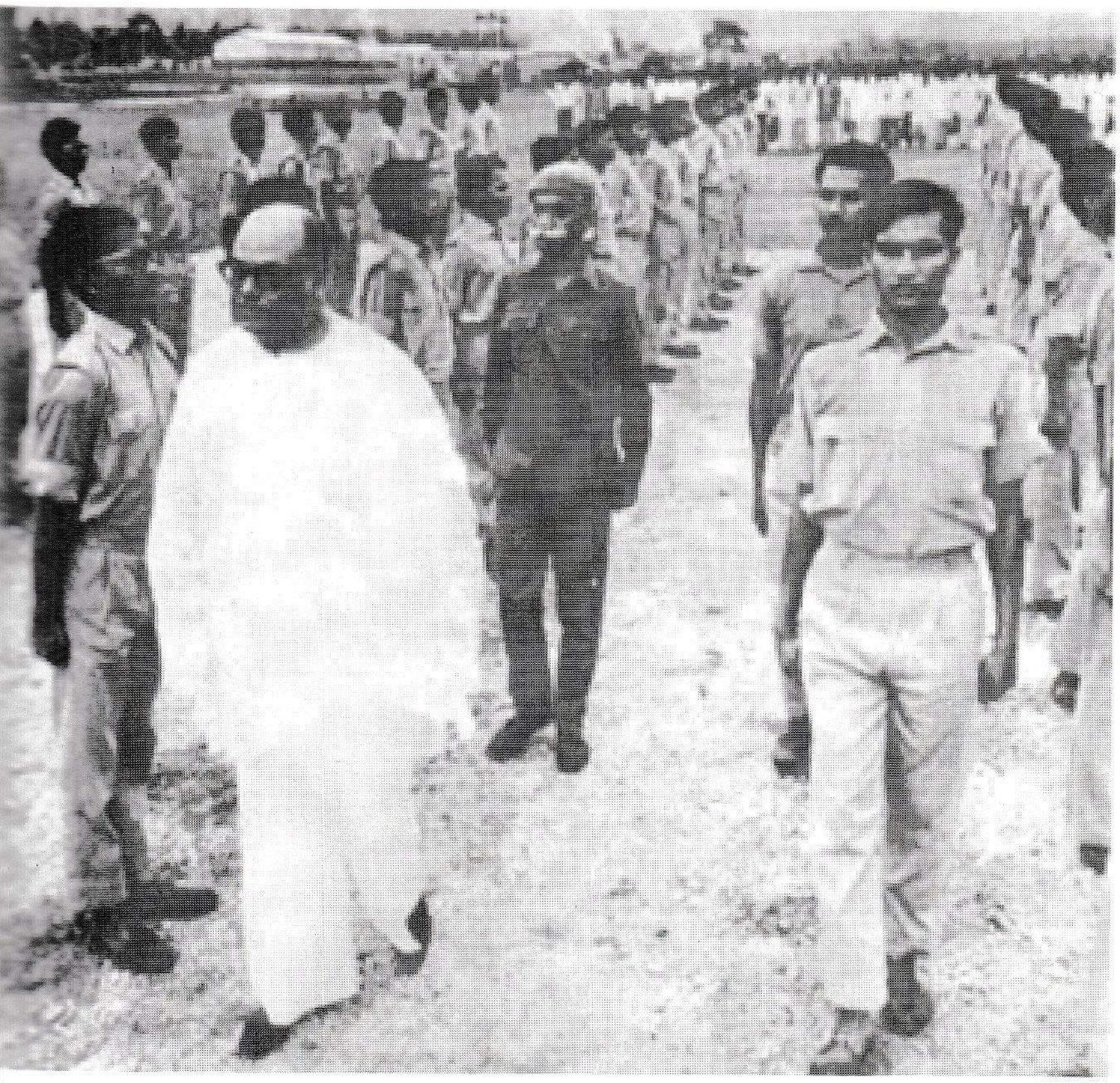
ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল,
যার যা আছে তাই দিয়ে
শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে-
বঙ্গবন্ধুর এই উত্তাল আহ্বানে
সাড়া দিয়ে উদ্বুদ্ধ হল
সারা বাঙালি জাতি।
পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীকে
দেশ থেকে তাড়াবার ব্রত
গ্রহণ করে শুরু হল
সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ

The spirit of the Bengali nation soars in response to Bangabandhu's call -"turn every house into a fortress; resist the enemy with everything you have"- the nation plunges into a determined war of liberation



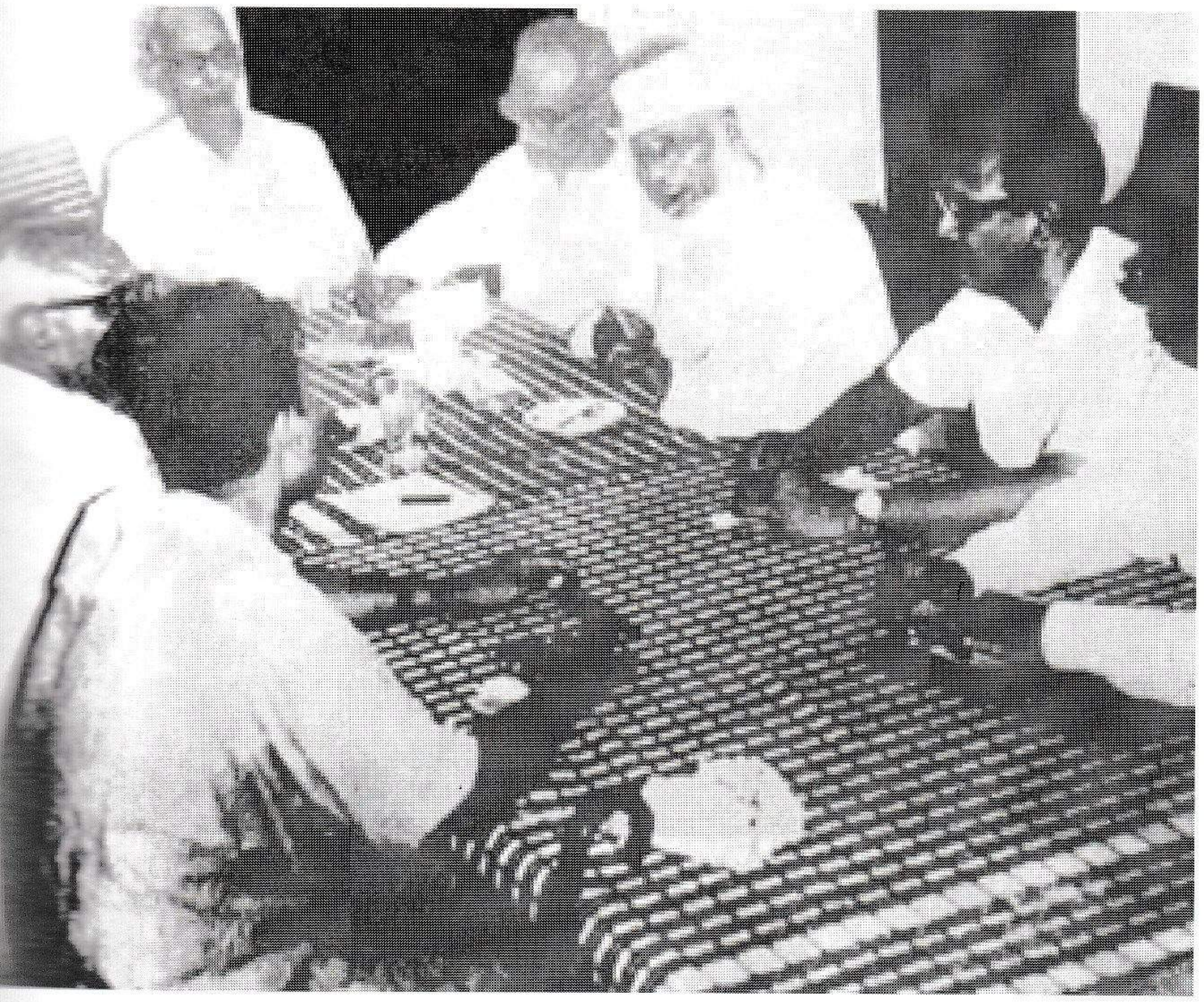






প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিবাহিনীর গার্ড অব অনার গ্রহণ করছেন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম। তাঁর পেছনে কর্নেল আতাউল গণি ওসমানী

Acting President Syed Nazrul Islam inspects a Guard of Honour of trained Freedom Fighters. Colonel (later General) Ataul Ghani Osmany is seen following him



মুজিবনগর সরকারকে পরামর্শ দেয়ার জন্যে গঠিত উপদেষ্টা পরিষদের সভার সভাপতি মওলানা ভাসানী, সদস্য মণি সিংহ, মোজাফফর আহমদ, মনোরঞ্জন ধর, তাজউদ্দীন আহমদ ও অন্যান্য

President of the Advisory Committee of the Mujibnagar Government Maulana Abdul Hamid Khan Bhashani, members Moni Sing, Mozaffar Ahmed, Monoranjan Dhar, Tajuddun Ahmed and others at a meeting

স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের ঘোষণাপত্র

১০ এপ্রিল, ১৯৭১ মুজিবনগর বাংলাদেশ

"যেহেতু ১৯৭০ সনের ৭ই ডিসেম্বর হইতে ১৯৭১ সনের ১৭ই জানুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশে অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে নির্বাচিত করা হইয়াছিল

এবং

"যেহেতু এ নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণ ১৬৯টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ দলীয় ১৬৭ জন প্রতিনিধি নির্বাচিত করিয়াছিলেন"

এবং

"যেহেতু জেনারেল ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সনের ৩রা মার্চ তারিখে শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অধিবেশন আহ্বান করেন

এবং

"যেহেতু আহূত এই পরিষদ স্বেচ্ছায় এবং বে-আইনীভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেন এবং যেহেতু পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ তাহাদের প্রতিশ্রুতি পালন করিবার পরিবর্তে বাংলাদেশের জনপ্রতিনিধিদের সহিত পারস্পরিক আলোচনাকালে ন্যায়নীতিবহির্ভূত এবং বিশ্বাসঘাতকতামূলক যুদ্ধ ঘোষণা করেন

এবং

"যেহেতু উল্লিখিত বিশ্বাসঘাতকতামূলক কাজের জন্য উদ্ভূত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জনের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ ঢাকায় যথাযথভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং বাংলাদেশের অখণ্ডতা ও মর্যাদা রক্ষার জন্য বাংলাদেশের জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান

এবং

"যেহেতু পাকিস্তান বর্বর ও নৃশংস যুদ্ধ পরিচালনা করিয়াছে এবং এখনও বাংলাদেশের বেসামরিক ও নিরস্ত্র জনগণের বিরুদ্ধে নজিরবিহীন গণহত্যা ও নির্যাতন চালাইতেছে এবং যেহেতু পাকিস্তান সরকার অন্যায় যুদ্ধ গণহত্যা নানাবিধ নৃশংস অত্যাচার দ্বারা বাংলাদেশের গণপ্রতিনিধিদের একত্রিত হইয়া শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিয়া জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছে এবং

"যেহেতু বাংলাদেশের জনগণ তাহাদের বীরত্ব, সাহসিকতা ও বিপ্লবী কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশের উপর তাহাদের কার্যকরী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বাংলাদেশের জনগণ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রতি যে ম্যান্ডেট দিয়াছেন সেই ম্যান্ডেট মোতাবেক আমরা নির্বাচিত প্রতিনিধিরা আমাদের ক্ষমতা গণ-পরিষদ গঠন করিয়া পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা আমাদের পবিত্র কর্তব্য সেইহেতু আমরা বাংলাদেশকে রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছি এবং উহা দ্বারা পূর্বাহ্নে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণা অনুমোদন করিতেছি।

এতদ্বারা আমরা আরও সিদ্ধান্ত করিতেছি যে, শাসনতন্ত্র প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপ্রধান এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপরাষ্ট্রপ্রধান পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন।"

"রাষ্ট্রপ্রধান প্রজাতন্ত্রের সশস্ত্র বাহিনীসমূহের সর্বাধিনায়ক পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন। রাষ্ট্রপ্রধানই ক্ষমাপ্রদর্শনের ক্ষমতাসহ সর্বপ্রকার প্রশাসনিক ও আইন প্রণয়নের ক্ষমতার অধিকারী।"

রাষ্ট্রপ্রধানের প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রিসভার সদস্যদের নিয়োগের ক্ষমতা থাকিবে। তাঁর কর ধার্য ও অর্থ ব্যয়ের ক্ষমতা থাকিবে। তাঁহার গণ-পরিষদের অধিবেশন আহ্বান ও উহার অধিবেশন মুলতবী ঘোষণার ক্ষমতা থাকিবে। উহা দ্বারা বাংলাদেশের জনসাধারণের জন্য আইনানুগ ও নিয়মতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় সকল ক্ষমতারও তিনি অধিকারী হইবেন। বাংলাদেশের জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছি যে, কোন কারণে যদি রাষ্ট্রপ্রধান না থাকেন অথবা যদি রাষ্ট্রপ্রধান কাজে যোগদান করিতে না পারেন তাঁহার কর্তব্য ও প্রদত্ত সকল ক্ষমতা ও দায়িত্ব উপরাষ্ট্রপ্রধান পালন করিবেন। আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছি যে, বিশ্বের একটি জাতি হিসেবে এবং জাতিসংঘের সনদ মোতাবেক আমাদের উপর যে দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্তাইয়াছে উহা যথাযথভাবে আমরা পালন করিব। আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছি যে, আমাদের এই স্বাধীনতার ঘোষণা ১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ হইতে কার্যকরী বলিয়া গণ্য হইবে।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছি যে, আমাদের এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার জন্য আমরা অধ্যাপক এম, ইউসুফ আলীকে যথাযথভাবে রাষ্ট্রপ্রধান ও উপ-রাষ্ট্রপ্রধানের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য দায়িত্ব ও নিযুক্ত করিলাম।"

THE PROCLAMATION OF INDEPENDENCE

Mujibnagar, Bangladesh, Dated 10th of April, 1971

Whereas free the elections were held in Bangladesh from 7th December 1970 to 17th January 1971, elect representatives for the purpose of framing a Constitution,

AND

Whereas at these elections the people of Bangladesh elected 167 out of 169 representatives belonging to the Awami League,

AND

Whereas General Yahya Khan summoned the elected representatives of the people to meet on the 3rd March 1971, for the purpose of framing a Constitution,

AND

Whereas the Assembly so summoned was arbitrarily and illegally postponed for indefinite period,

AND

Whereas instead of fulfilling their promise and while still conferring with the representatives of the people of Bangladesh, Pakistan authorities declared an unjust and treacherous war,

AND

Whereas in the facts and circumstances of such treacherous conduct Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the undisputed leader of the 75 million people of Bangladesh, in due fulfilment of the legitimate right of self-determination of the people of Bangladesh, duly made a declaration of independence at Dacca on March 26, 1971 and urged the people of Bangladesh to defend the honour and integrity of Bangladesh,

AND

Whereas in the conduct of a ruthless and savage war the Pakistan authorities committed and are still continuously committing numerous acts of genocide and unprecedented tortures, amongst others on the civilian and unarmed people of Bangladesh,

AND

Whereas the Government by levying an unjust war and committing genocide and by other repressive measures made it impossible for the elected representatives of the people of Bangladesh to meet and frame a Constitution and give to themselves a Government,

AND

Whereas the people of Bangladesh by their heroism, bravery and revolutionary fervour have established effective control over the territories of Bangladesh,

We, the elected representatives of the Bangladesh, as honour-bound by the mandate given to us by the people of Bangladesh whose will is supreme, duly constituted ourselves into a Constituent Assembly, and having held mutual consultations, and

in order to ensure for the people of Bangladesh equality, human dignity and social justice,

declare and constitute Bangladesh to be Sovereign People's Republic and thereby confirm the declaration of independence already made by Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, and

do hereby affirm and resolve that till such time as a Constitution is framed, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman shall be the President of the Republic and that Syed Nazrul Islam shall be the Vice-President of the Republic, and that the President shall be the Supreme Commander of all the Armed Forces of the Republic,

shall exercise all the Executive and Legislative powers of the Republic including the power to grant pardon, shall have the power to appoint a Prime Minister and such other Ministers as he considers necessary, shall have the power to levy taxes and expend monies,

shall have the power to summon and adjourn the Constituent Assembly, and do all other things that may be necessary to give to the people of Bangladesh an orderly and just Government.

We, the elected representatives of the People of Bangladesh, do further resolve that in the event of there being no President or the President being unable to enter upon his office or being unable to exercise his powers and duties due to any reason whatsoever, the Vice-President shall have and exercise all the powers, duties and responsibilities herein conferred on the President.

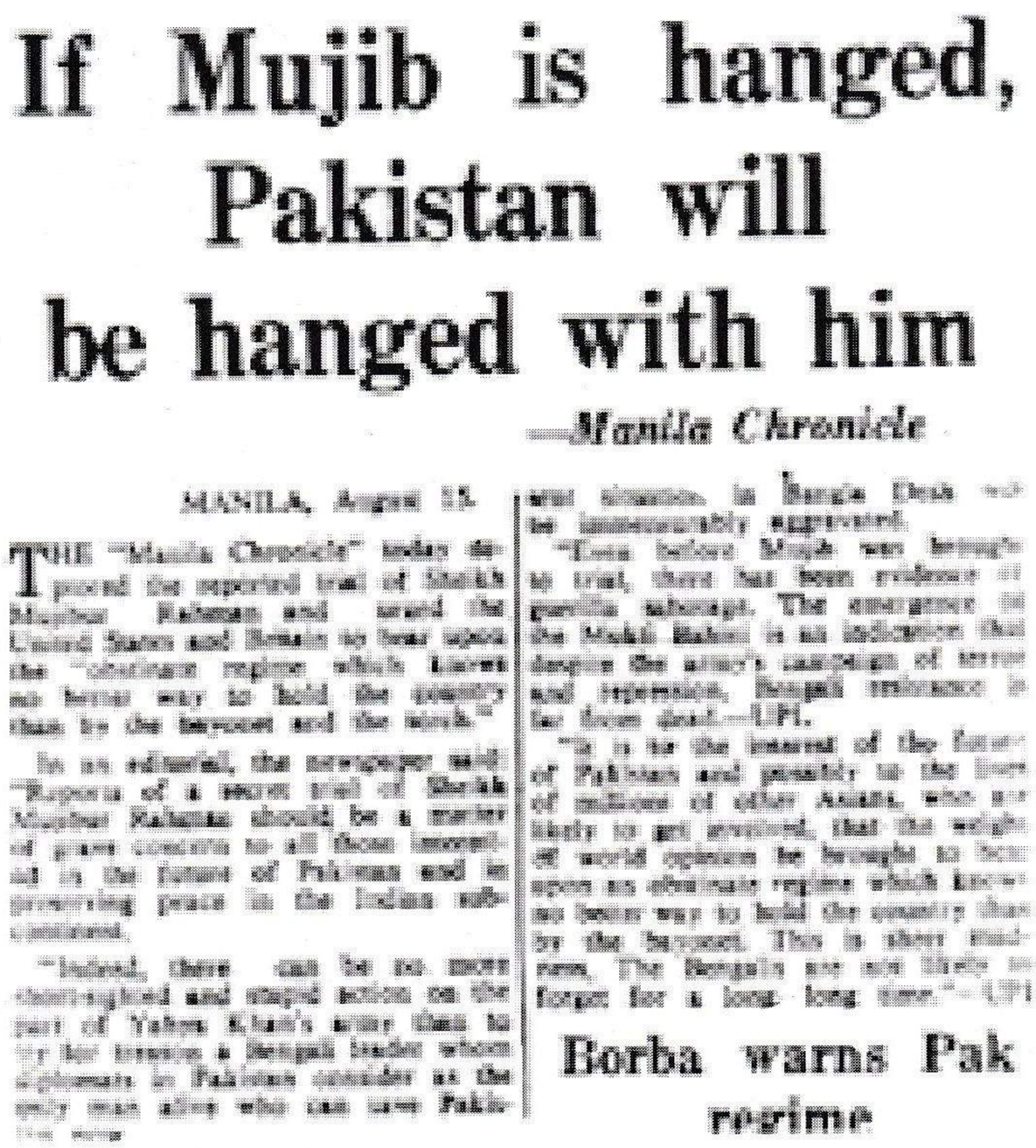
We further resolve that we undertake to observe and give effect to all duties and obligations that devolve upon us as a member of the family of nations and under the Charter of United Nations;

We further resolve that this proclamation of independence shall be deemed to have come into effect from 26th day of March, 1971;

We further resolve that in order to give effect to this instrument we appoint Prof. M. Yusuf Ali our duly Constituted Potentiary and to give to the President and the Vice-President oaths of office.

১৯৭১ সালে হানাদার পাকবাহিনী কর্তৃক তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশে মানুষ হত্যা নির্যাতন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে এবং পাকিস্তান সরকারের সাজানো বিচার ও বঙ্গবন্ধুর ফাঁসির আদেশের প্রতিবাদ ও সমালোচনা করে বিভিন্ন দেশের নেতৃবৃন্দ ও পত্র-পত্রিকা বাঙালিদের ন্যায্য দাবি সমর্থন করে বক্তব্য তুলে ধরে

World leaders and global media extended positive support to the lawful demands of the Bengalis in 1971. They opposed and criticised the genocide, torture and excesses perpetrated by the marauding Pakistani army against the Bengalis. They also opposed the shame trial and the death penalty awarded to Bangabandhu inside Mianwali jail in Punjab



If Mujib is hanged, Pakistan will be hanged with him

—Manila Chronicle

MANILA, August 15.

THE "Manila Chronicle" today urged the summary trial of Sheikh Mujibur Rahman and asked the United States and Britain to bear upon the Yahya regime which, it said, is trying its best to hold the country's fate in the balance and the world in suspense.

In an editorial, the newspaper said: "Reports of a secret trial of Sheikh Mujibur Rahman should be a matter of grave concern to all those interested in the future of Pakistan and in preserving peace in the Indian sub-continent.

"Indeed, there can be no more meaningful and urgent action on the part of Yahya Khan's army than to try the traitor, a Bengali leader whom followers in Pakistan consider as the only man alive who can save Pakistan now.

Borba warns Pak regime

Kennedy: U. S. Arms to Pak Cause Suffering

Senator Edward Kennedy speaking in the U. S. Senate as Chairman of the Senate Judiciary Subcommittee on Refugees on April 1 said:



The issue is one of humanity and decency of man.

He said: "I do not see India or Pakistan or others as the only moral arbiters in the present and immediate problems in East Bengal. But as Chairman of the Judiciary Subcommittee on Refugees I do see it urgent my duty to express concern over the plight of people in East Pakistan which seems to be another but in no case of worldwide tragic proportions."

"Although reports from East Pakistan suggest that violence has subsided considerably, reports also indicate the killings are now between the people and the Army of the Central Government. In fact, official reports of the Government suggest that the great bulk of the population is directed perhaps the most. Reports are indicate that the Army effectively controls only the cities and towns and therefore most of the countryside Government administration and services do not exist.

"The tragedy finally has spilled over into India. The refugee flow into India has not subsided but has risen to

U. S. INITIATIVE

"Over the last month I have repeatedly communicated my concern to the highest officials of the Department of State and elsewhere in an effort to encourage and support responsible action by our Government and the international community to help end the unjust political and human crisis in East Pakistan. I have sought to bring the matter closer to the people of the United States.

Labour Party fears on Mujib trial

By [illegible]

LONDON, August 15. The British Labour Party has asked the Pakistan High Commission in London to convey to the President and the Government of Pakistan the very deep anxiety felt in the ranks of Labour Members of Parliament over the trial of Sheikh Mujibur Rahman.

A letter on behalf of the Party's National Executive Committee was sent to the High Commission this morning.

The British Labour Party has been given to believe that the accused will be allowed to have the assistance of lawyers of his own choice and to be allowed to see relatives and friends.

It has also asked the Government of Pakistan to ensure that the trial is held in open court and that full reports of the proceedings are published and made available to the press.

The Labour Party has also asked the Government of Pakistan to permit a representative of the International Commission of Jurists to attend the trial as an observer.

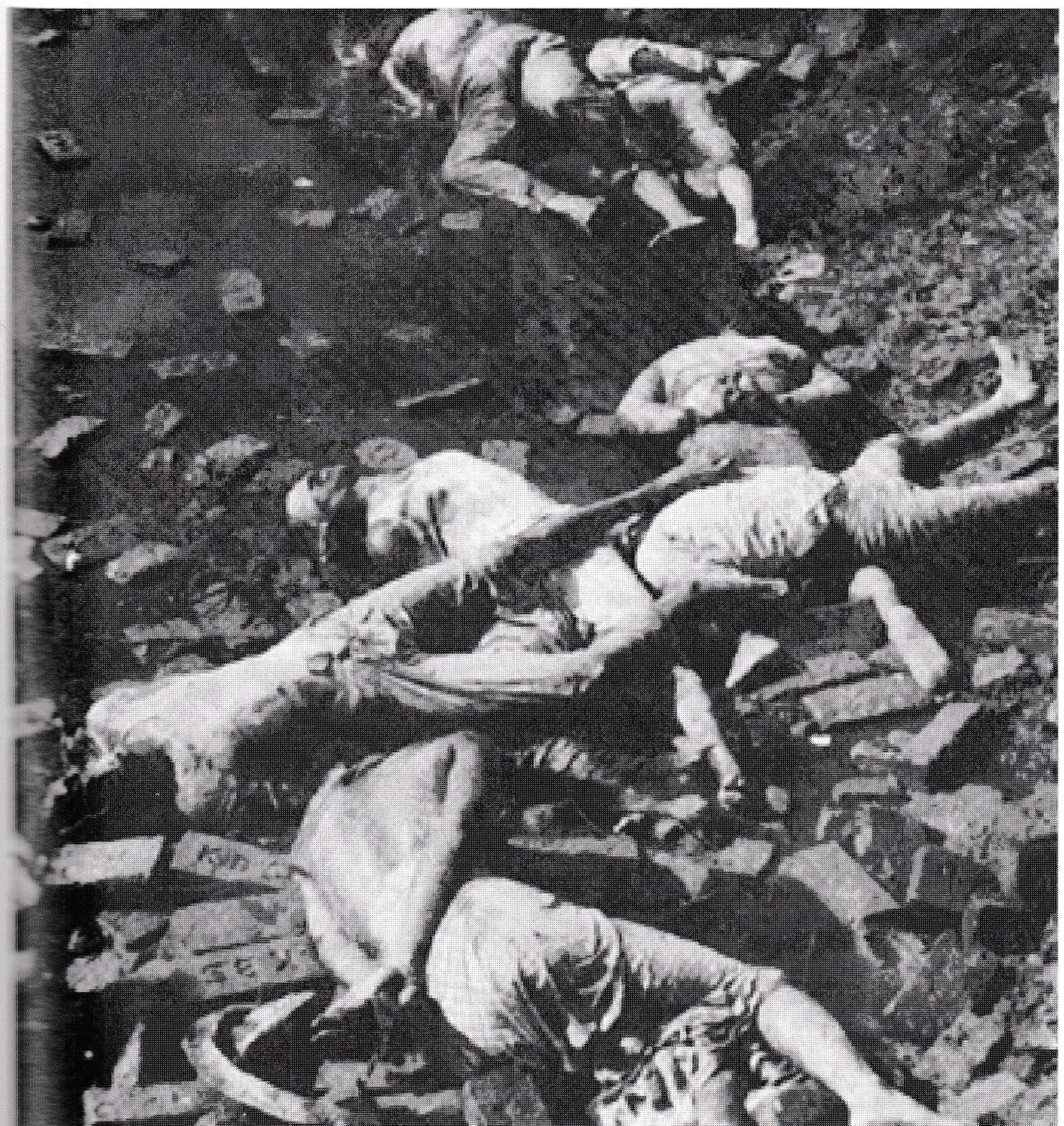
The Labour Party believes that the Commission could make a valuable contribution to the proceedings and to the confidence with which they are regarded throughout the world.

The British Government has been informed of the Labour Party's action.



জয় করে মুক্তিযোদ্ধারা ঘরে ফিরে আসছে
Homecoming of the triumphant Freedom Fighters

মুক্তিযুদ্ধে পাক-জল্লাদবাহিনী পরাজয়ের মুহূর্তে তাদের দোসর আলবদর রাজাকারদের দিয়ে হত্যা করে বাংলার লেখক, শিল্পী, সাংবাদিক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক তথা বুদ্ধিজীবীদের
Immediately before their ignominious fall, the murderous Pakistani Army let loose its henchmen, the notorious Al-Badars and Razakars, who killed the leading Bengali writers, artists, journalists, physicians, engineers, teachers and other intellectuals





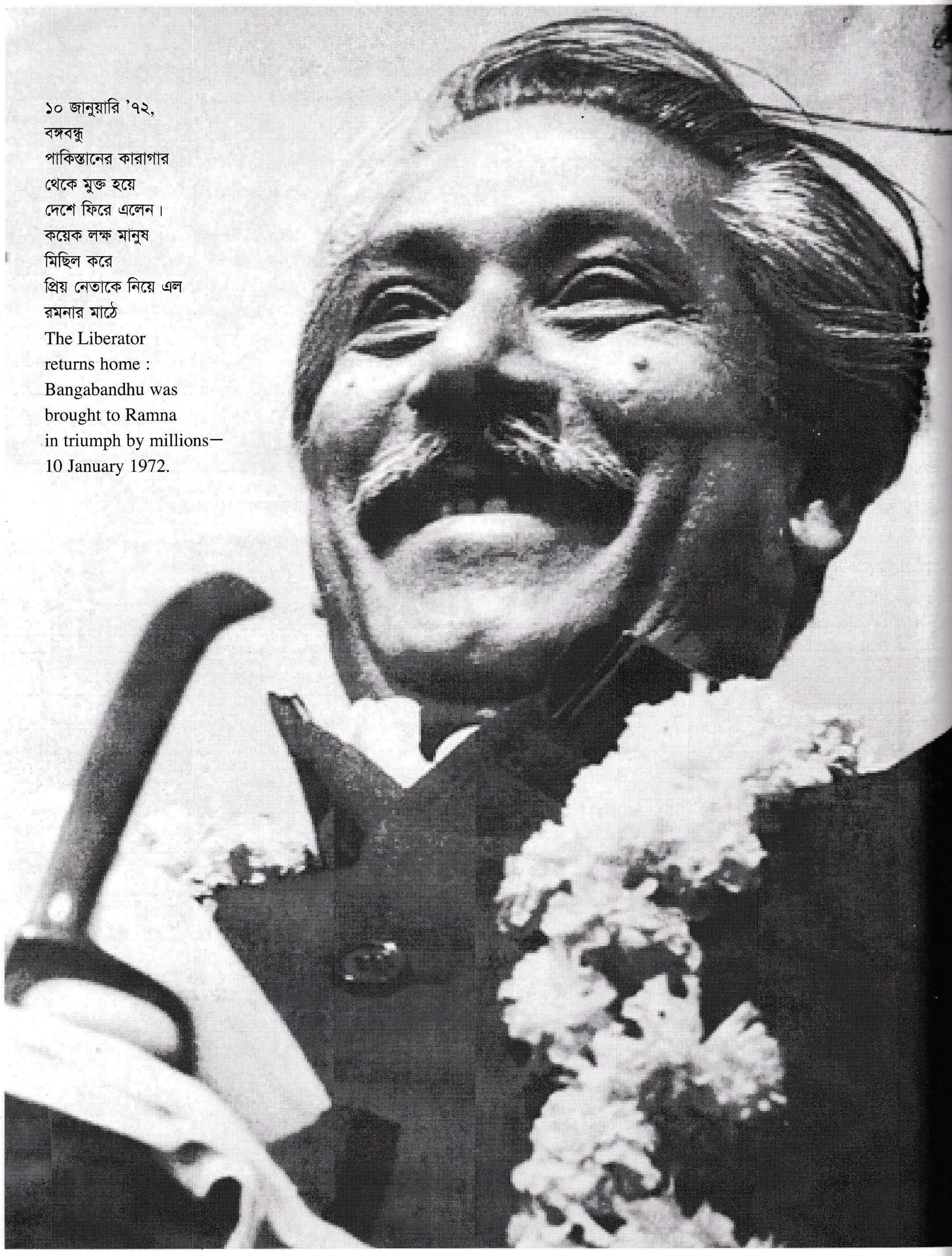
নয় মাস ধরে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর অবশেষে পাকহানাদার বাহিনী আত্মসমর্পণ করলো- ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১

Following a tortuous war of liberation spanning nine months the Pakistani occupation army surrenders in Dhaka- 16 December 1971

পাকহানাদার বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল নিয়াজি মিত্র বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল অরোরার উপস্থিতিতে আত্মসমর্পণের দলিলে সই করছেন –১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১

Commander of the Pakistani occupation army General Niazi in presence of General Arora Commander of the allied forces.signing the instrument of surrender on 16 December 1971 in Dhaka





১০ জানুয়ারি '৭২,
বঙ্গবন্ধু
পাকিস্তানের কারাগার
থেকে মুক্ত হয়ে
দেশে ফিরে এলেন।
কয়েক লক্ষ মানুষ
মিছিল করে
প্রিয় নেতাকে নিয়ে এল
রমনার মাঠে

The Liberator
returns home :
Bangabandhu was
brought to Ramna
in triumph by millions—
10 January 1972.





১৯৭২ লন্ডন, পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে বঙ্গবন্ধু প্রথম লন্ডন যান। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথ তাঁকে শুভেচ্ছা জানান। ডান পাশের পৃষ্ঠায় : লন্ডন থেকে দিল্লী হয়ে দেশে ফেরার পথে ভারতের রাষ্ট্রপতি ভি ভি গিরি, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও অন্যান্য নেতা তাঁকে অভ্যর্থনা ও অভিনন্দন জানান

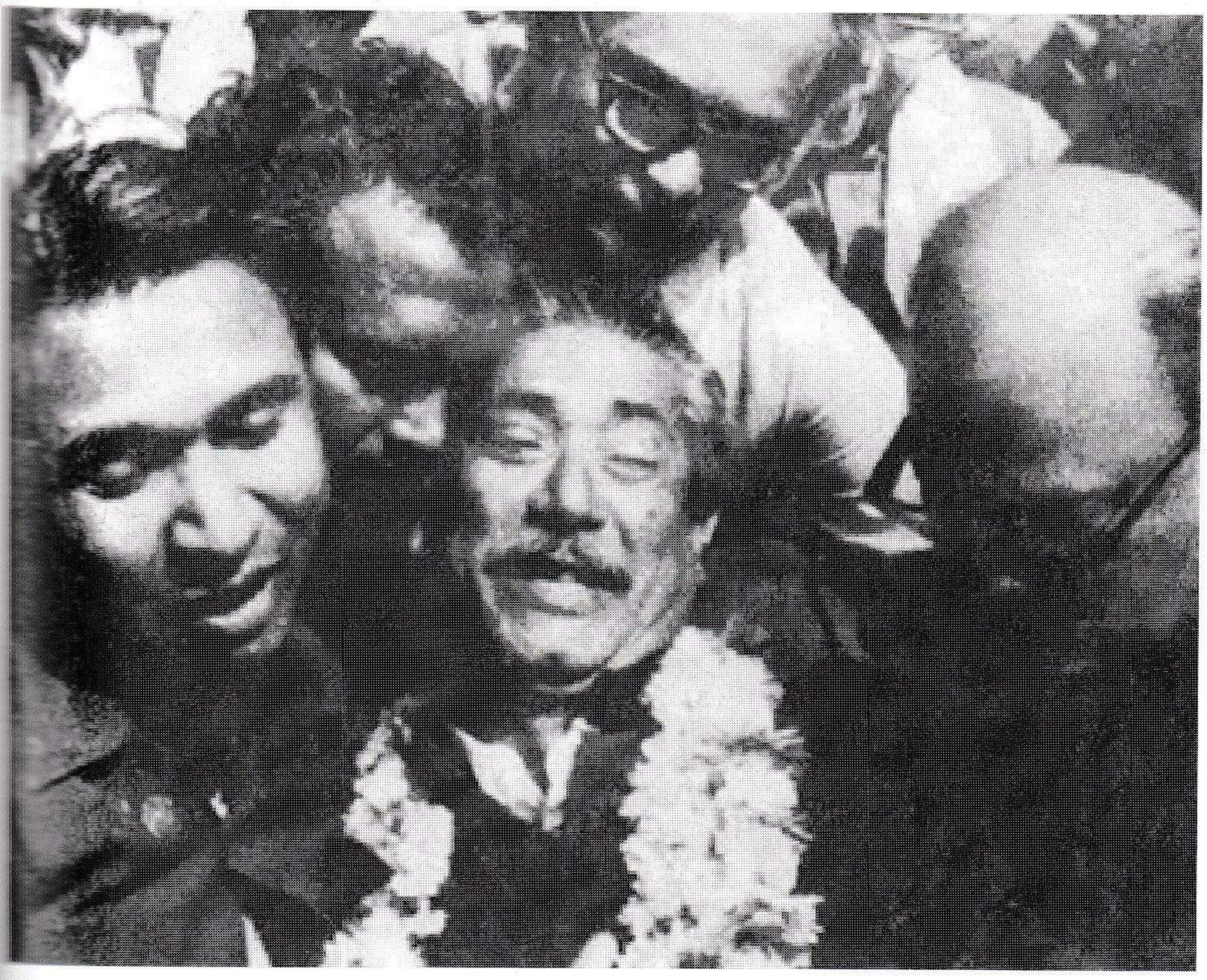
Bangabandhu arrives in London after being released from jail in Pakistan in January 1972. He is welcomed by the British Premier Edward Heath. On the right: In Delhi with President V. V. Giri and Prime Minister Indira Gandhi on way home to Dhaka –10 January 1972





১০ জানুয়ারি ১৯৭২, স্বাধীন বাংলায় রেসকোর্স ময়দানে জনগণের সামনে প্রথম এসে দাঁড়ালেন
Bangabandhu in liberated Bangladesh—Dhaka Race Course, 10 January 1972





৩০ লক্ষ মানুষের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা, লক্ষ মা-বোনের ইজ্জতের মূল্যে কেনা স্বাধীনতা–সোনার বাংলা, বলতে গিয়ে আবেগে ভারাক্রান্ত হয়ে যান বঙ্গবন্ধু

Bangabandhu in tears in remembrance of the three million martyrs whose sacrifices paved the road to freedom



১০ জানুয়ারি ১৯৭২, বঙ্গবন্ধুকে স্বাধীন বাংলার মাটিতে প্রথম পদার্পণে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর গার্ড অব অনার
Members of the Bangladesh Armed Forces presented guard of honour to Bangabandhu at Dhaka airport on 10 January 1972

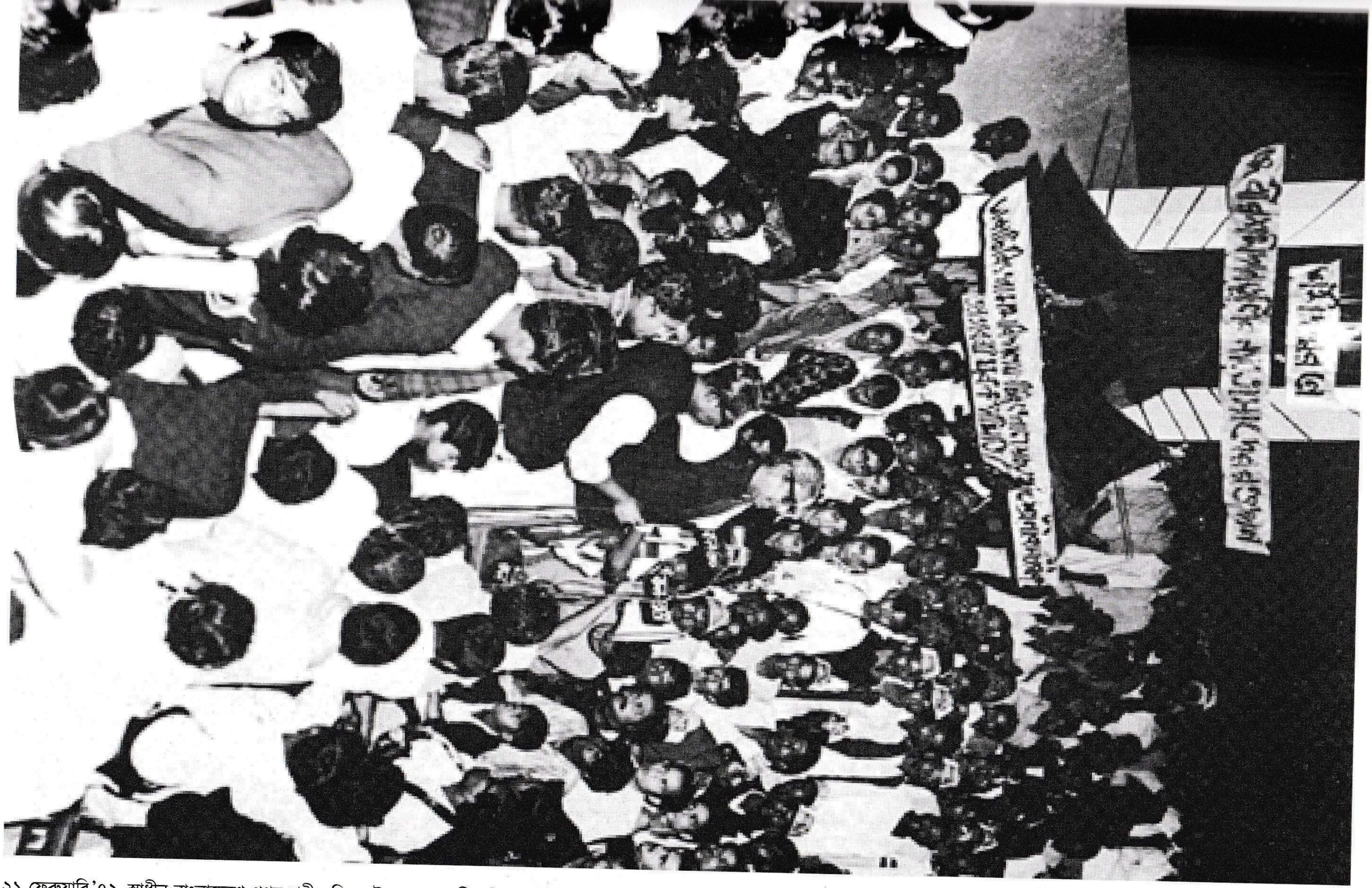


১২ জানুয়ারি '৭২, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন
Bangabandhu takes oath as Prime Minister–12 January 1972

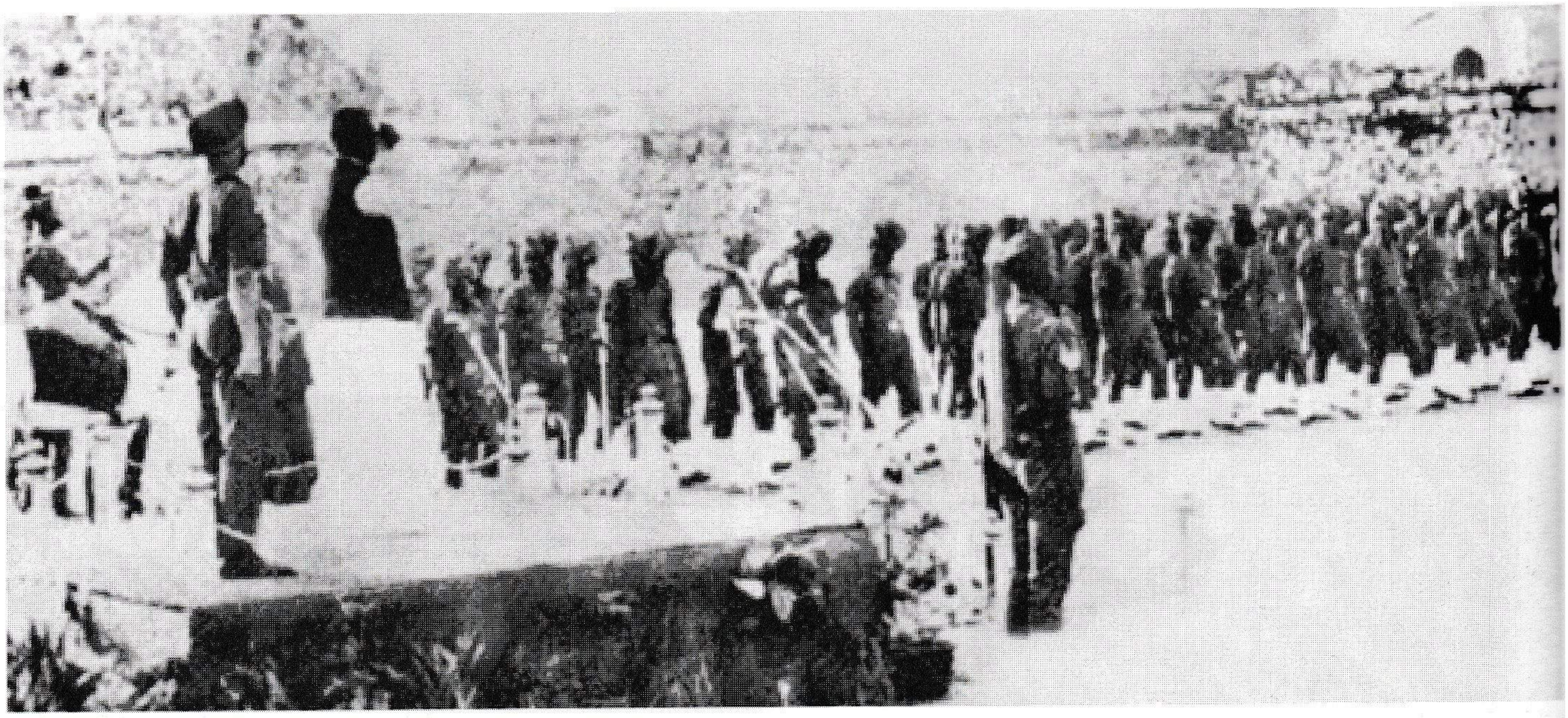


ঘোড়দৌড়ের জুয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করে রমনার রেসকোর্স মাঠে একটি নারকেল গাছ লাগানোর মধ্য দিয়ে উদ্যান তৈরি উদ্বোধন করেন বঙ্গবন্ধু
রেসকোর্স ময়দানের নতুন নামকরণ হয় সোহরাওয়ার্দী উদ্যান

Banning horserace and gambling, Bangabandhu inaugurated the work to build a park by planting a coconut sapling
at Race Course. The Race Course was renamed Suhrawardy Udyan



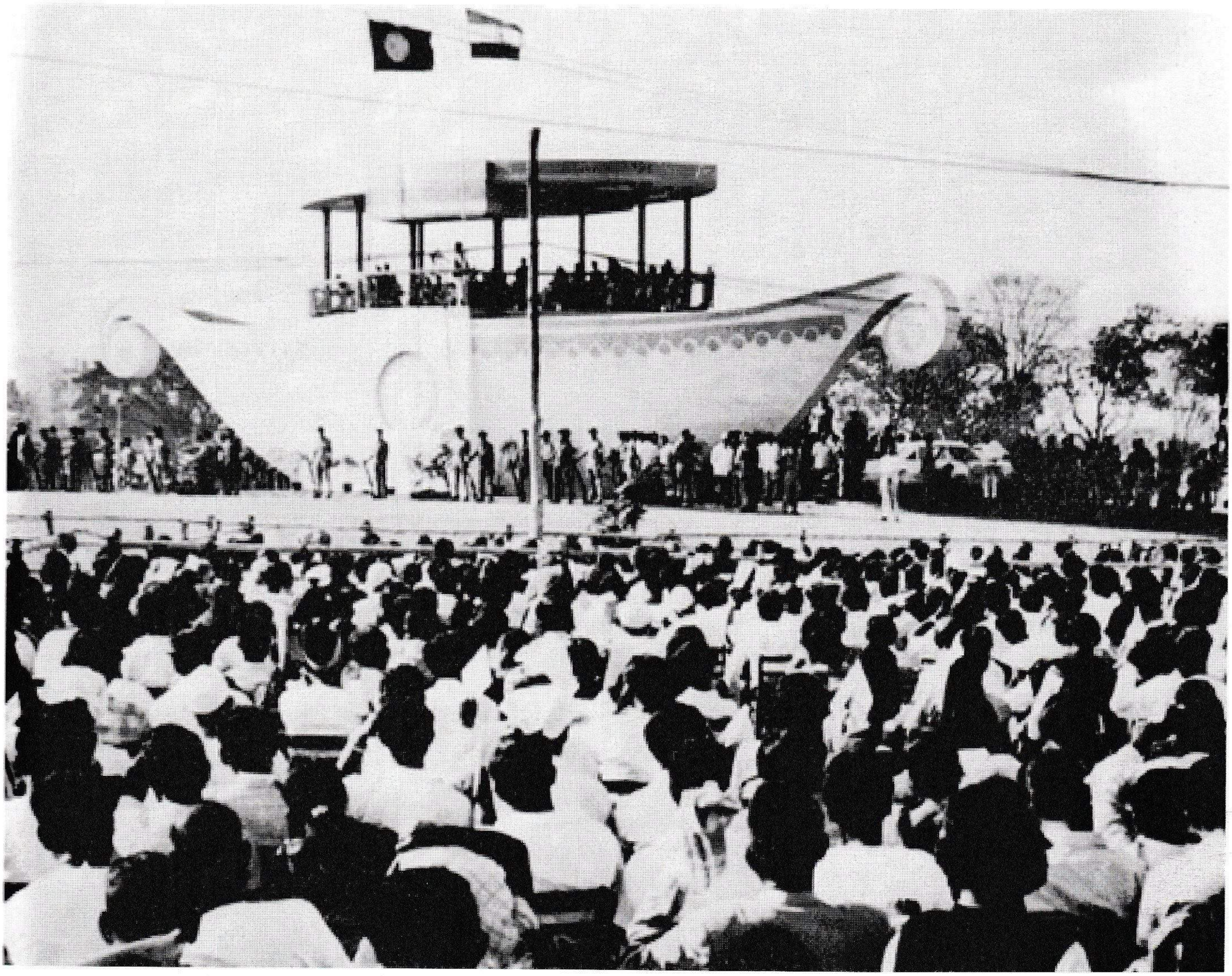
২১ ফেব্রুয়ারি'৭২, স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম শহীদ দিবস উদ্‌যাপন। শহীদ মিনারে বঙ্গবন্ধু
First observance of Shaheed Dibash in liberated Bangladesh–21 February 1972



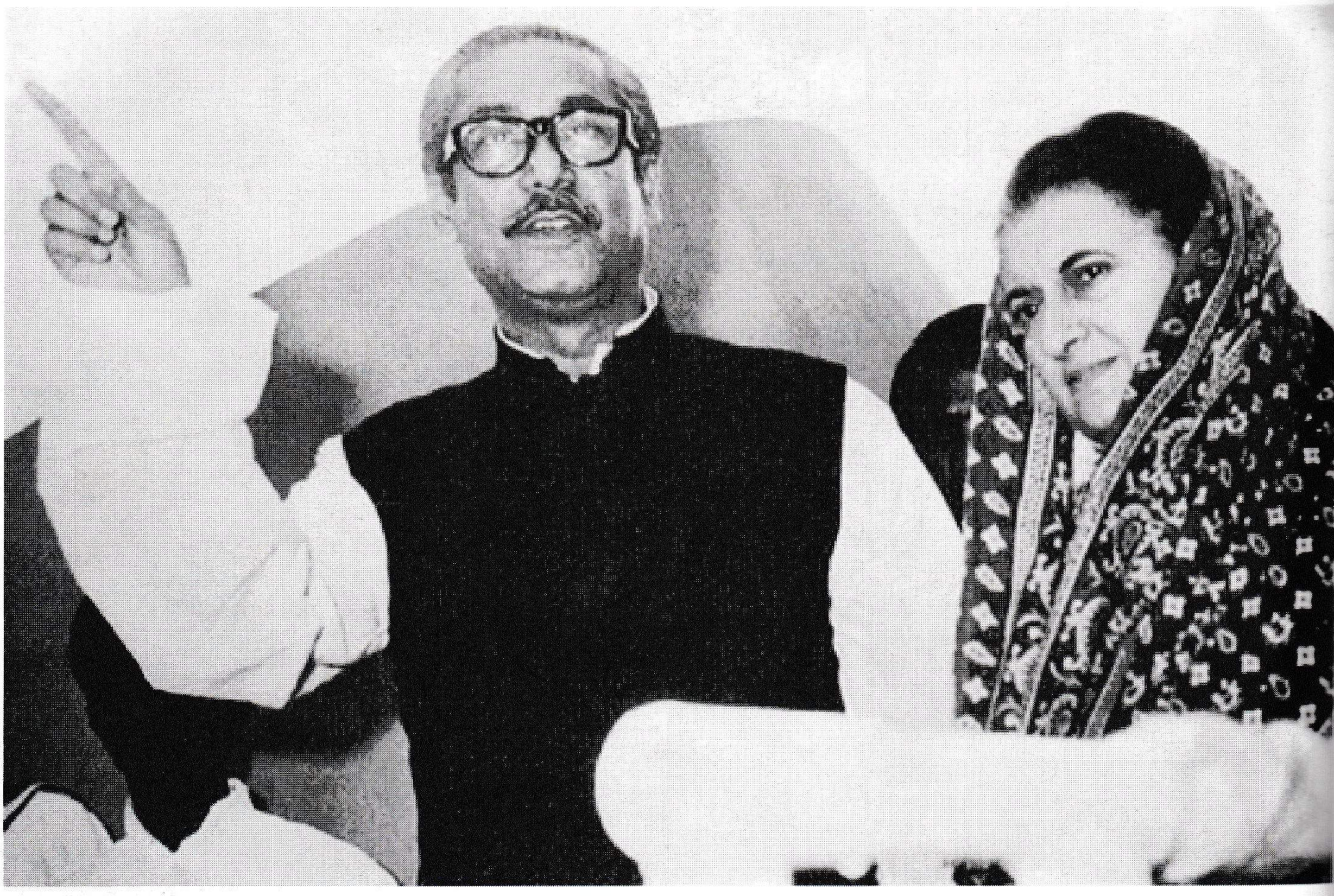
১২ মার্চ '৭২, ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিদায়ী কুচকাওয়াজ
Farewell march of the departing soldiers of Indian army–12 March 1972



সাধারণ শ্রমিক ও জনতার মাঝে বঙ্গবন্ধু
Bangabandhu among the labourers and plain folks



সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ইন্দিরা মঞ্চ
Indira Mancha at Suhrawardy Udyan



১৯ মার্চ '৭২, বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ২৫ বছরের মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়

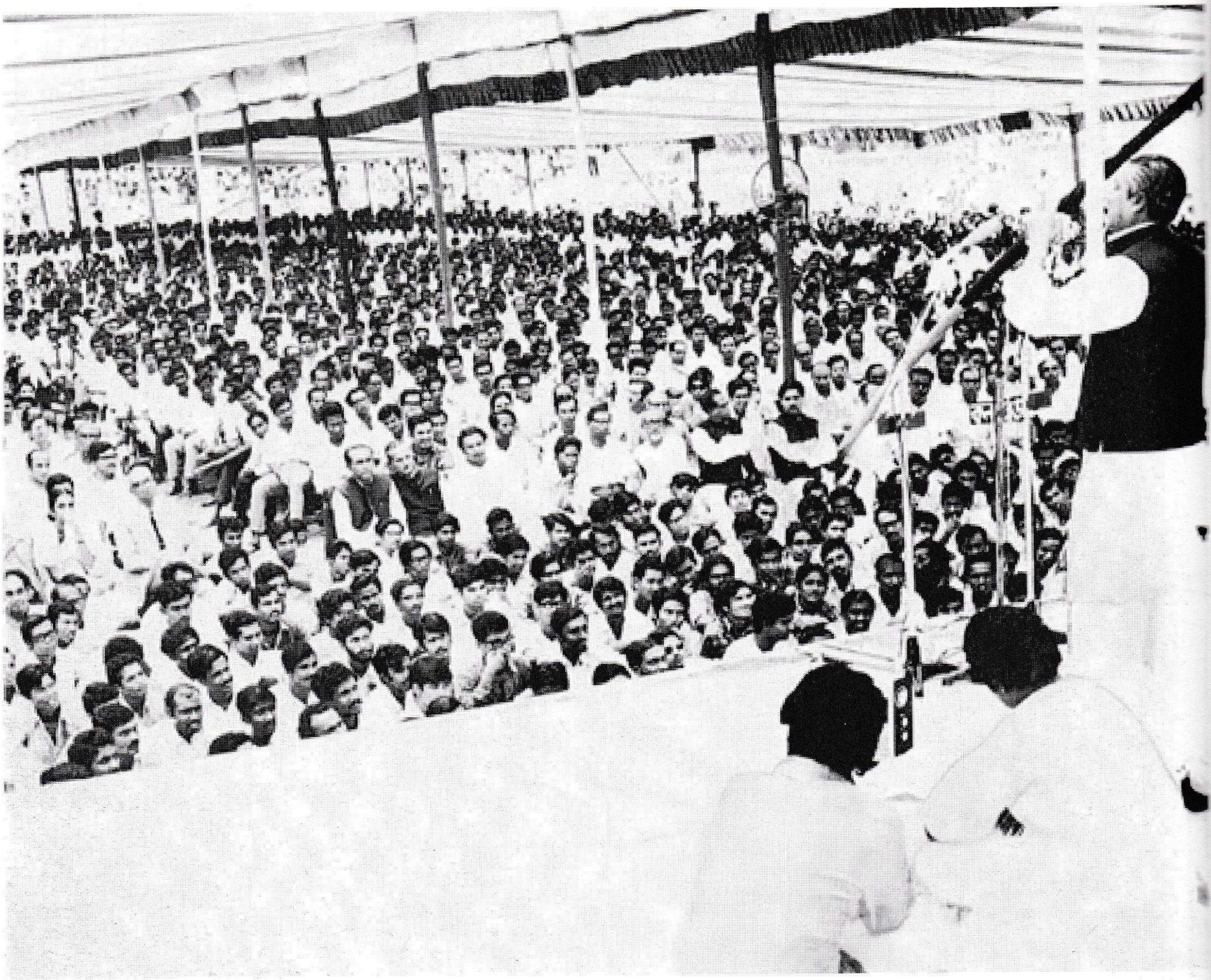
Bangladesh and India signed a 25 year Friendship and Cooperation treaty– 19 March 1972





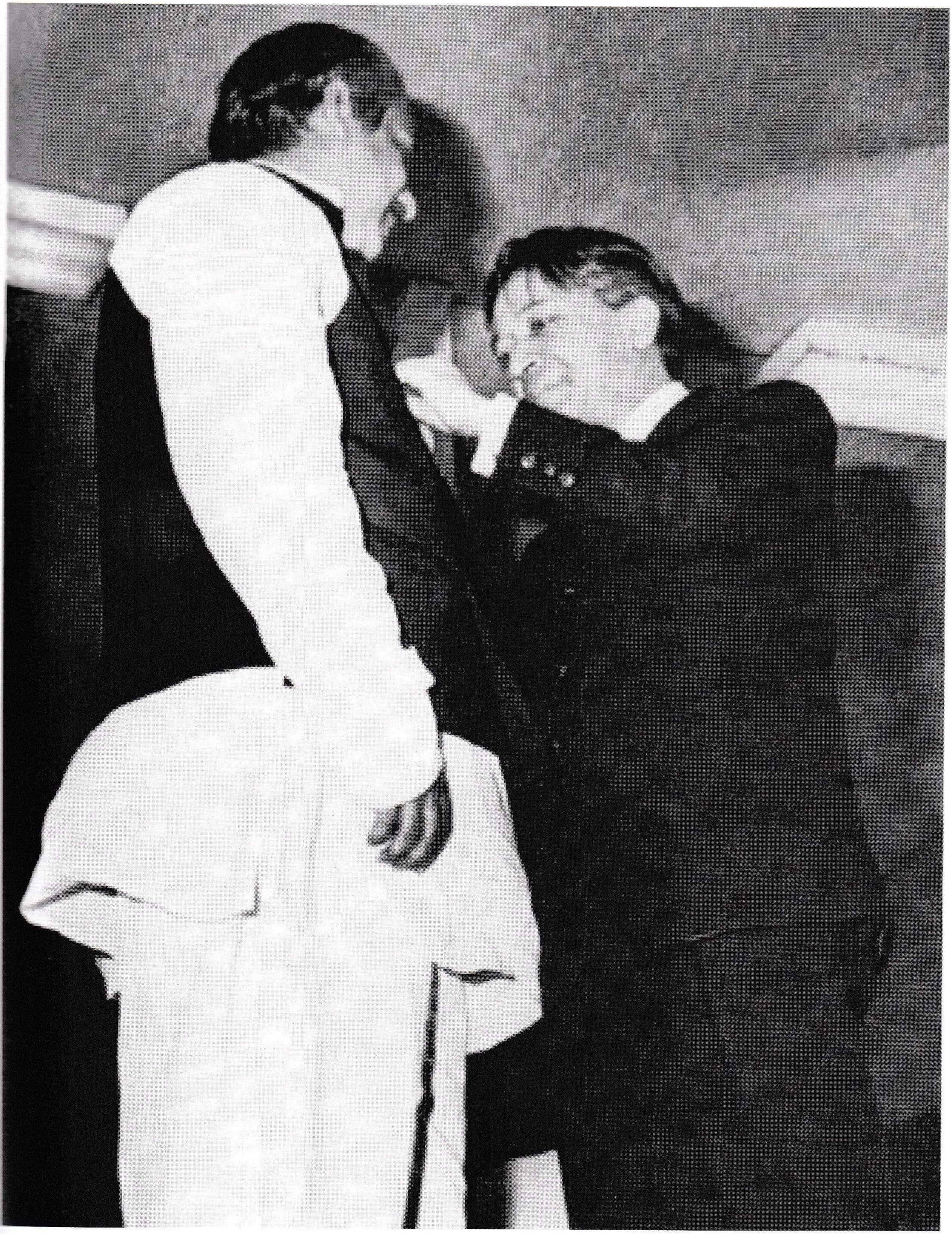
বাংলাদেশ সফর শেষে ইন্দিরা গান্ধী বিদায় নিচ্ছেন

Indira Gandhi, the Prime Minister of India, leaves Bangladesh after her visit

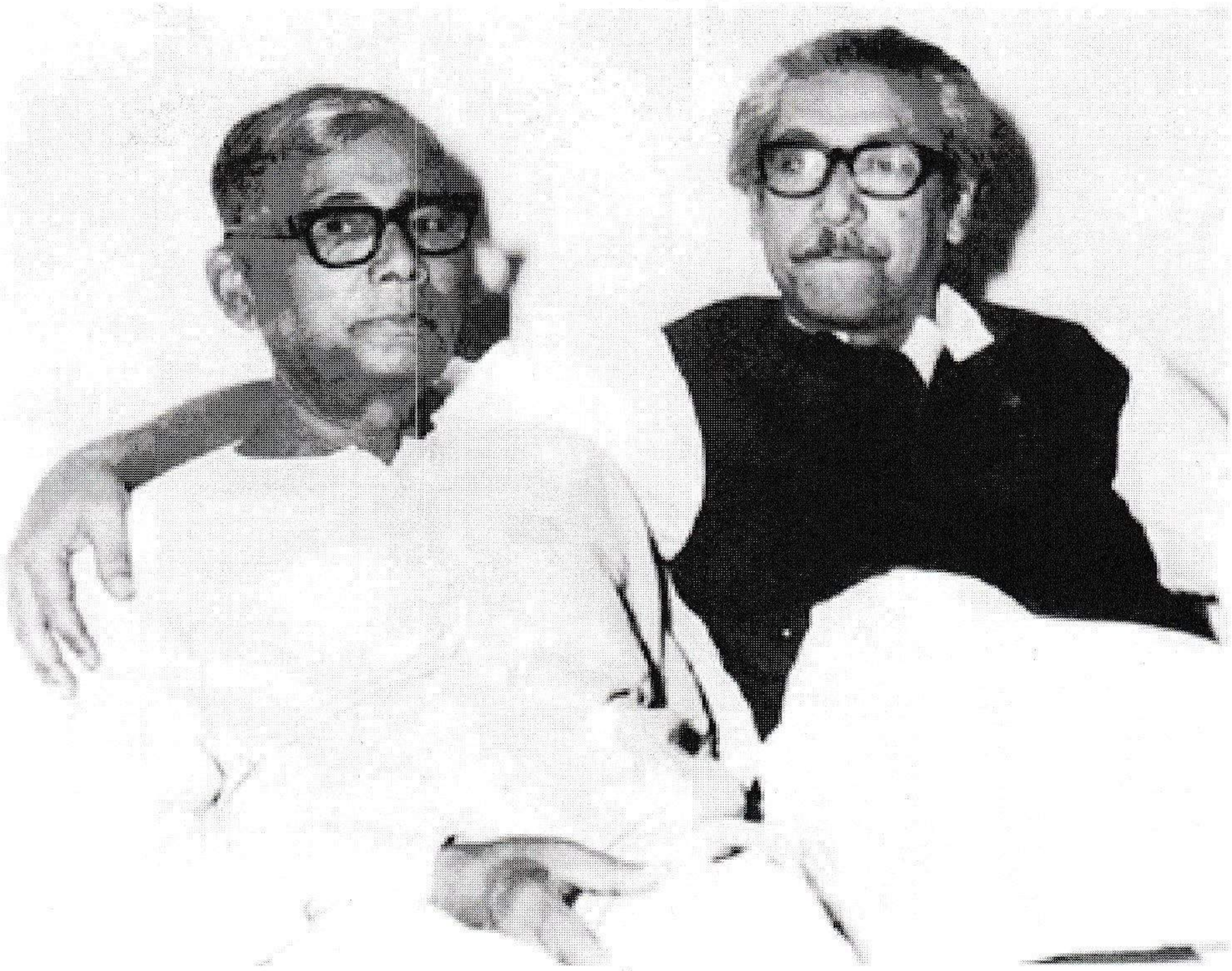


৬ মে ১৯৭২, বঙ্গবন্ধুকে ডাকসু'র আজীবন সদস্যপদ প্রদান উপলক্ষে আয়োজিত ছাত্র সমাবেশ
Students' convention on the occasion of honouring Bangabandhu with life membership of Dhaka University Central Students' Union– 6 May 1972

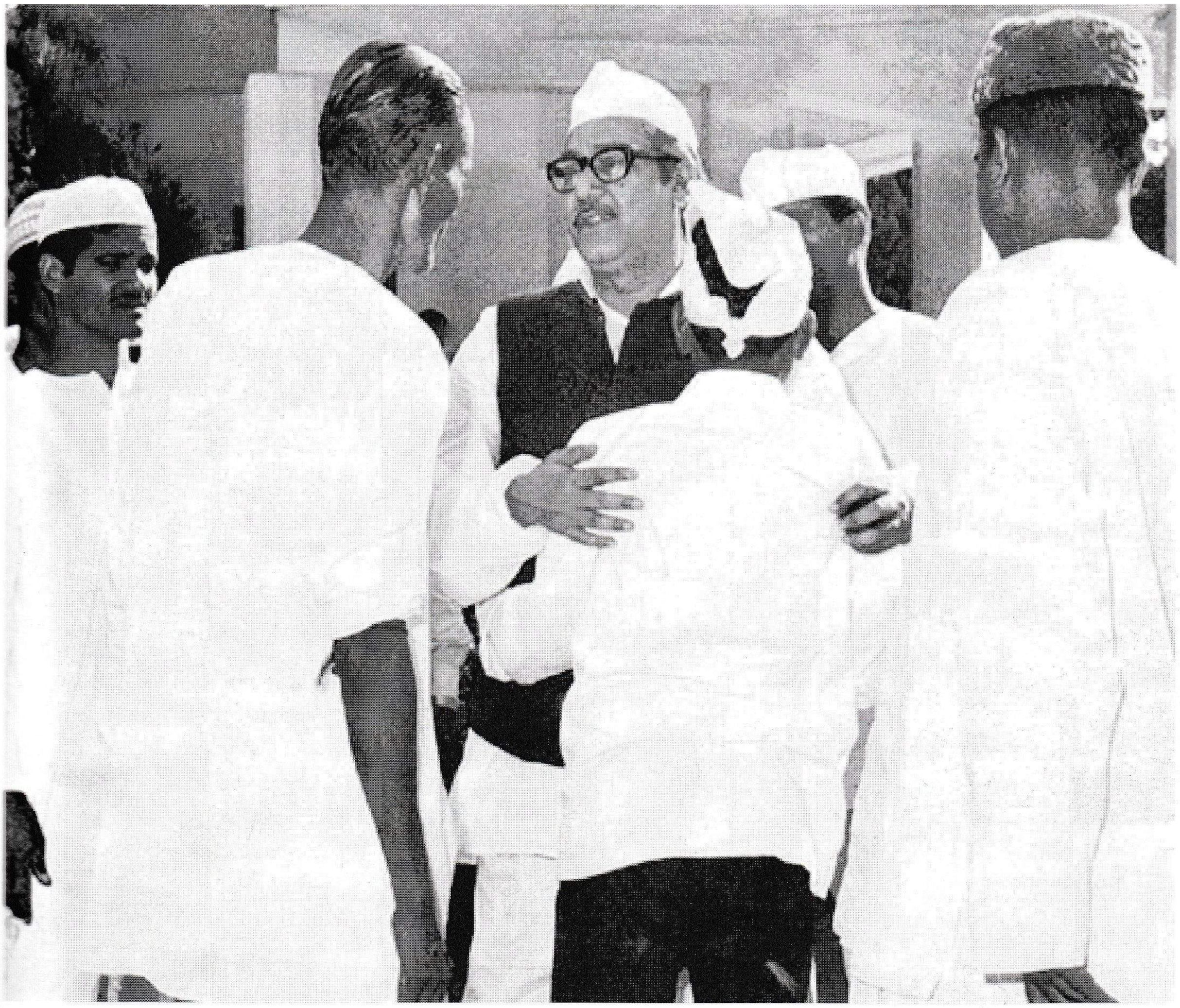
ডানপাশের পৃষ্ঠায় : ২৩ মে ১৯৭৩, বঙ্গবন্ধুকে জুলিও কুরি শান্তি পদক পরিয়ে দিচ্ছেন বিশ্ব শান্তি পরিষদের মহাসচিব মি: রমেশ চন্দ
On the right : World Peace Council Secretary General Ramesh Chanda honours Bangabandhu with Julio Curie Award for Peace– 23 May 1973



২৪ মে ১৯৭২, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে কলকাতা থেকে ঢাকায় নিয়ে এলেন
The rebel meets the other rebel: Bangabandhu with rebel poet Kazi Nazrul Islam



কবি জসীমউদ্‌দীনের সাথে
In the company of Poet Jasim Uddin



ঈদের দিনে সাধারণ মানুষের সাথে আনন্দের কোলাকুলি
Bangabandhu with common citizens on Eid day



রংপুর, একটি স্কুলের ছাত্রীদের আদর করছেন
Bangabandhu affectionately pats a school girl at Rangpur



আহত মুক্তিযোদ্ধাদের খোঁজ-খবর নিচ্ছেন বঙ্গবন্ধু
নিচে : স্বাধীনতা যুদ্ধে রাজাকার আলবদরদের হাতে যাঁরা শহীদ হয়েছেন তাঁদের পরিবার-পরিজন এসেছেন বঙ্গবন্ধুর কাছে বিচারের দাবিতে
Bangabandhu enquiring about the welfare of wounded Freedom Fighters
Below: Members of the families whose near and dear ones were killed by the Al-Badars and Razakars during the war of liberation demanding justice to Bangabandhu



৪ আগস্ট ১৯৭২, বন্যাকবলিত সিলেটে ত্রাণ তৎপরতা নিয়ে আলোচনা করছেন তাজউদ্দীন আহমদ, আবদুস সামাদ আজাদ, তোফায়েল আহমেদ ও সাংবাদিকদের সাথে

Bangabandhu discusses relief operations with the journalists at flood-hit Sylhet. Tajuddin Ahmed, Abdus Samad Azad, Tofael Ahmed are present–4 August 1972





সহায়সম্বলহীন মানুষকে আশ্বাস দিচ্ছেন
Bangabandhu consoling the helpless

১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২, সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman lays foundation of Savar National Martyrs Memorial–16 December 1972





সংসদে উত্থাপিত খসড়া সংবিধানে স্বাক্ষর দিচ্ছেন বঙ্গবন্ধু

Bangabandhu affixing his signature on the draft of the Constitution of the People's Republic of Bangladesh



সুন্দর নকশা ও শিল্পকর্মে মুদ্রিত সংবিধানের মূল কপিটি বঙ্গবন্ধুর হাতে তুলে দিলেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন, শিল্পী হাশেম খান ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

Shilpacharya Zainul Abedin, artist Hashem Khan and others handing over the original copy of the Constitution of the People's Republic of Bangladesh to Bangabandhu

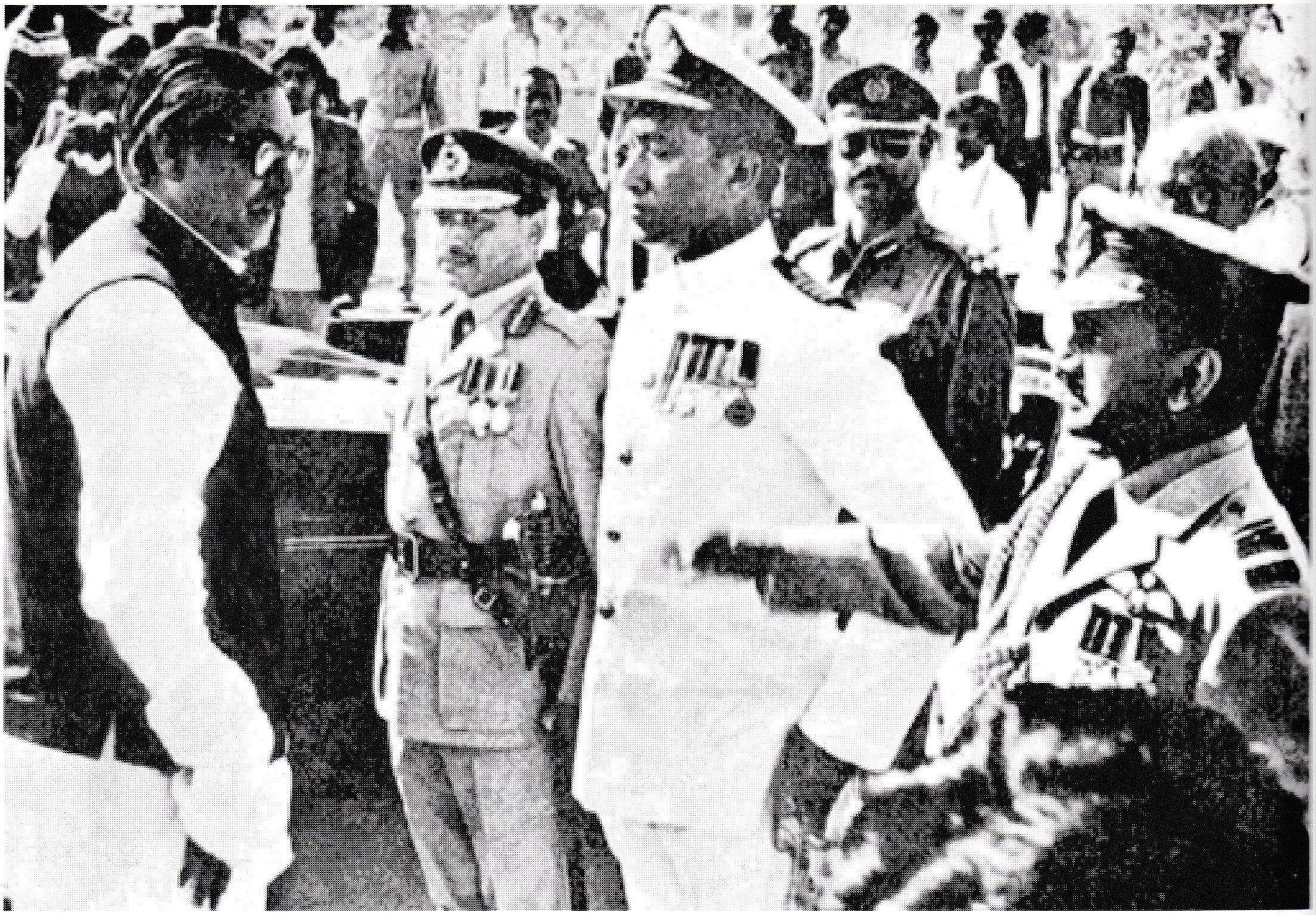


বঙ্গবন্ধুর সান্নিধ্যে শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও নাতি জয়

Bangabandhu with eminent singer Hemonto Mukhopadhya and grandson Joy

ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, কলকাতা ব্রিগেড ময়দানে ভাষণ দিচ্ছেন বঙ্গবন্ধু
Bangabandhu addresses a huge rally at the Brigade Parade Ground, Kolkata
Indira Ghandi, the Prime Minister of India stands beside him
February 1972





তিন বাহিনী প্রধানগণ বঙ্গবন্ধুকে স্বাগত জানাচ্ছেন
Chiefs of the Armed Forces welcome Bangabandhu.

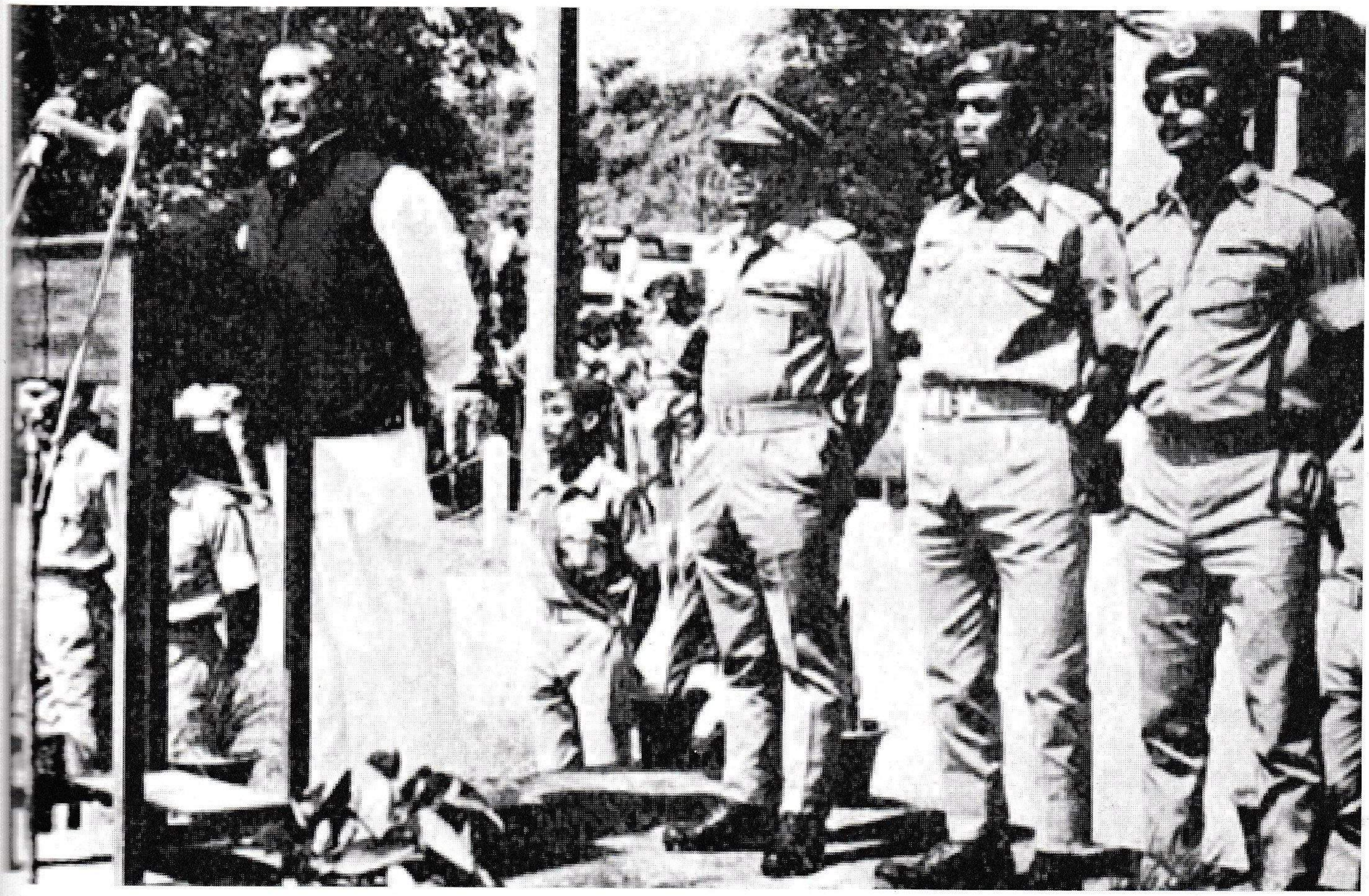


চট্টগ্রামে বাংলাদেশ সামরিক একাডেমীর উদ্বোধন

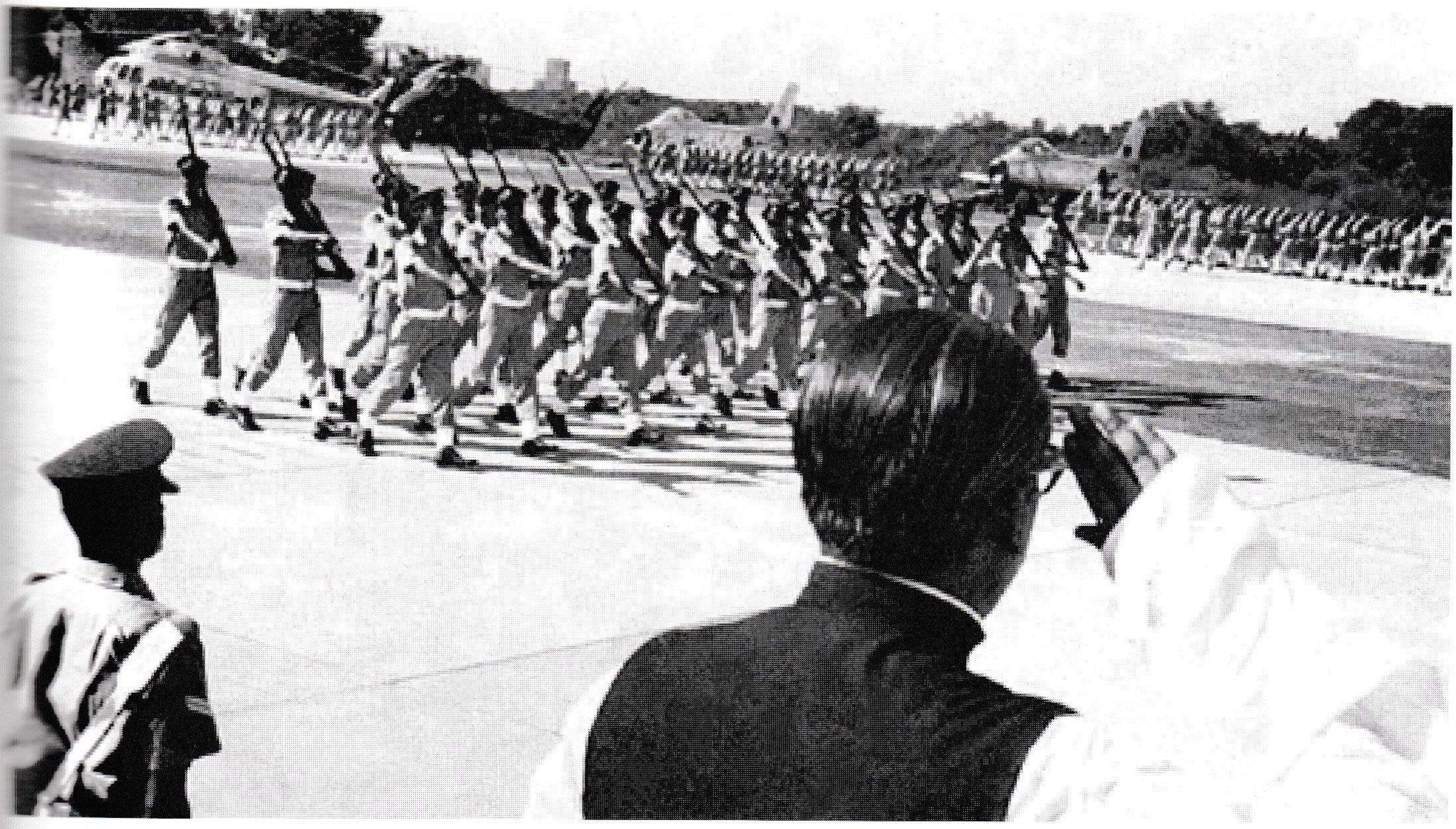
Bangabandhu inaugurates Bangladesh Military Academy in Chittagong



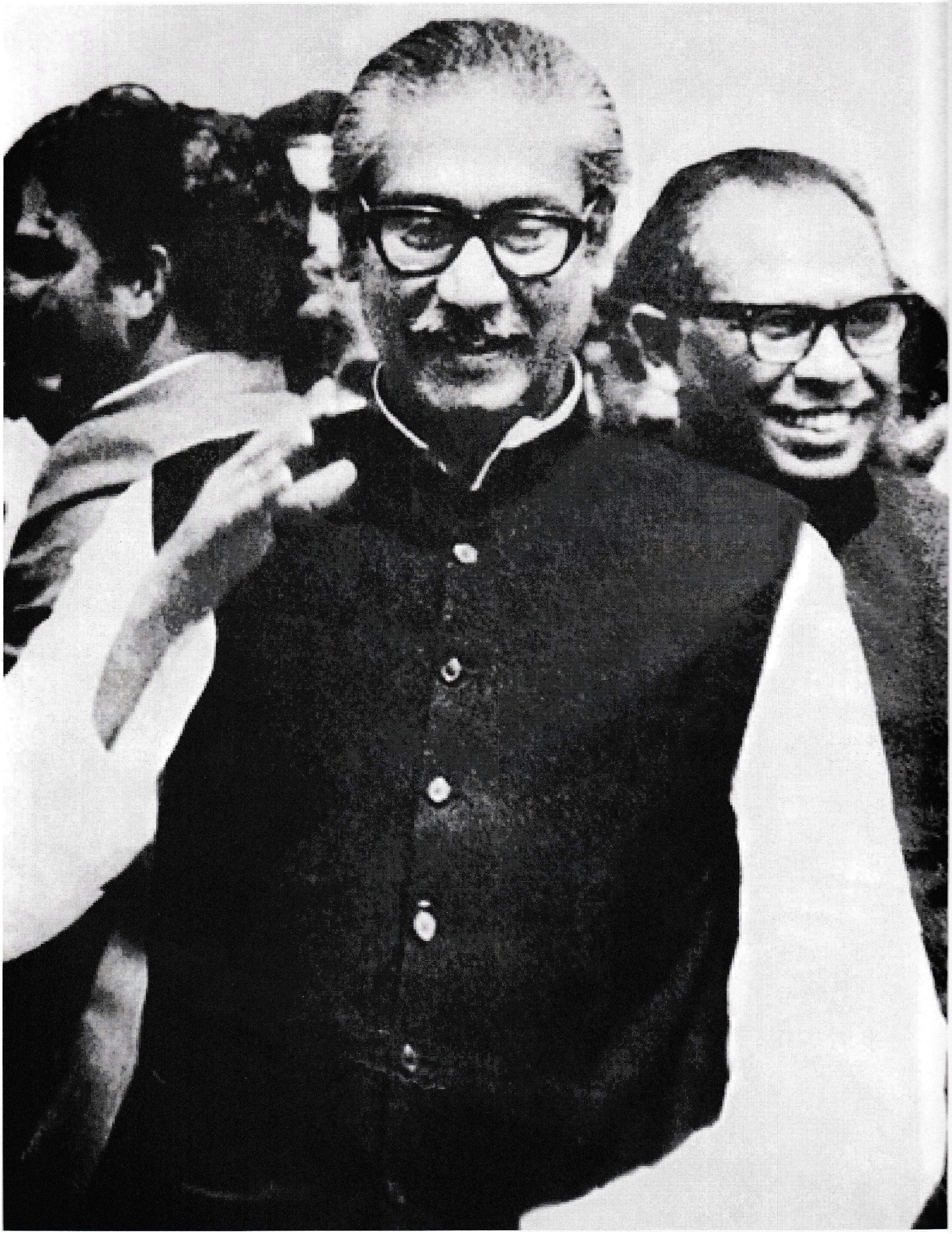
কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন
Formal inauguration of Comilla Cantonment



কুমিল্লা সেনানিবাসে ভাষণ দিচ্ছেন
Bangabandhu speaks at Comilla Cantonment



বিমান বাহিনীর অভিবাদন গ্রহণ করছেন বঙ্গবন্ধু
Bangabandhu taking salute of a contingent of the Air Force

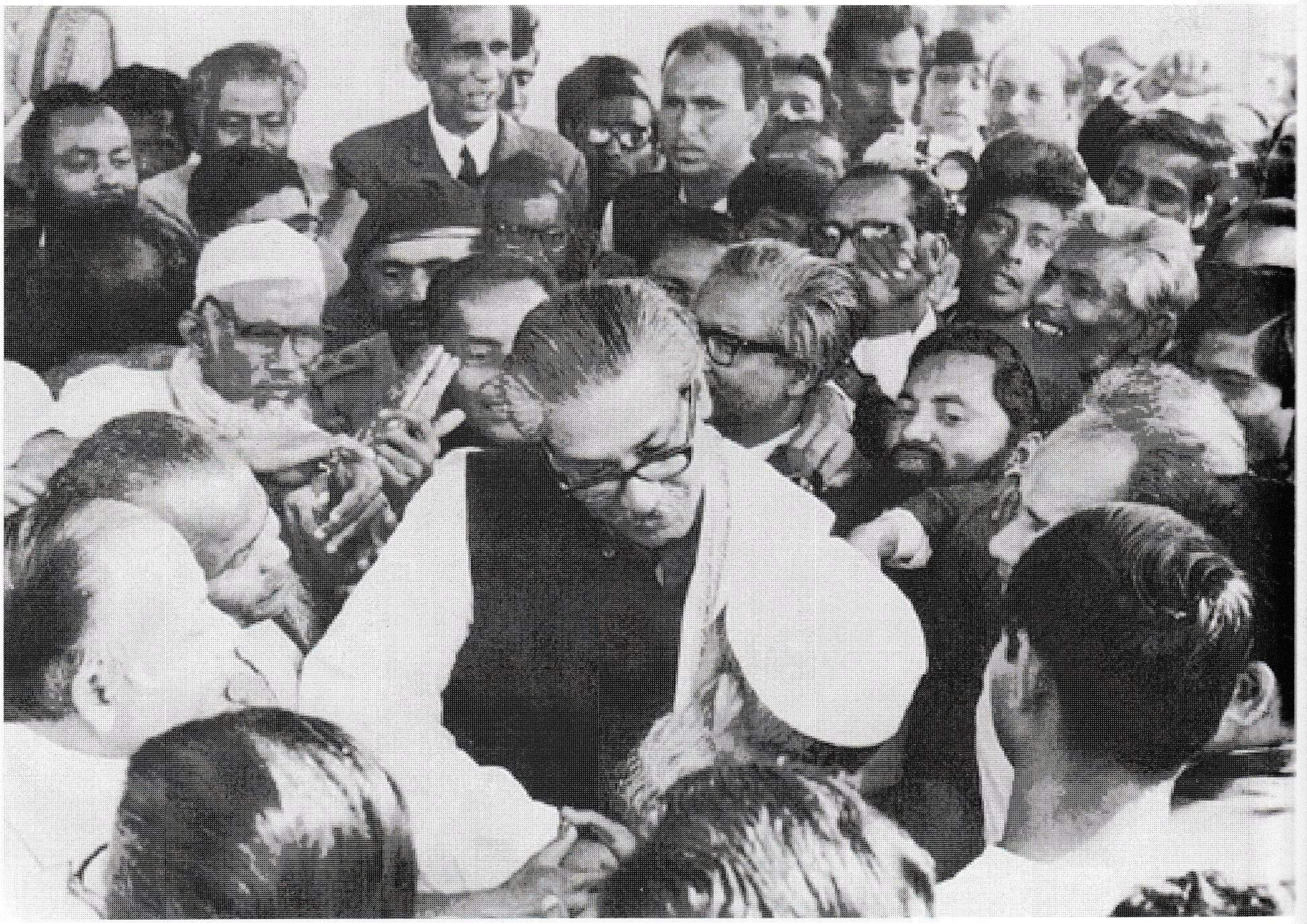


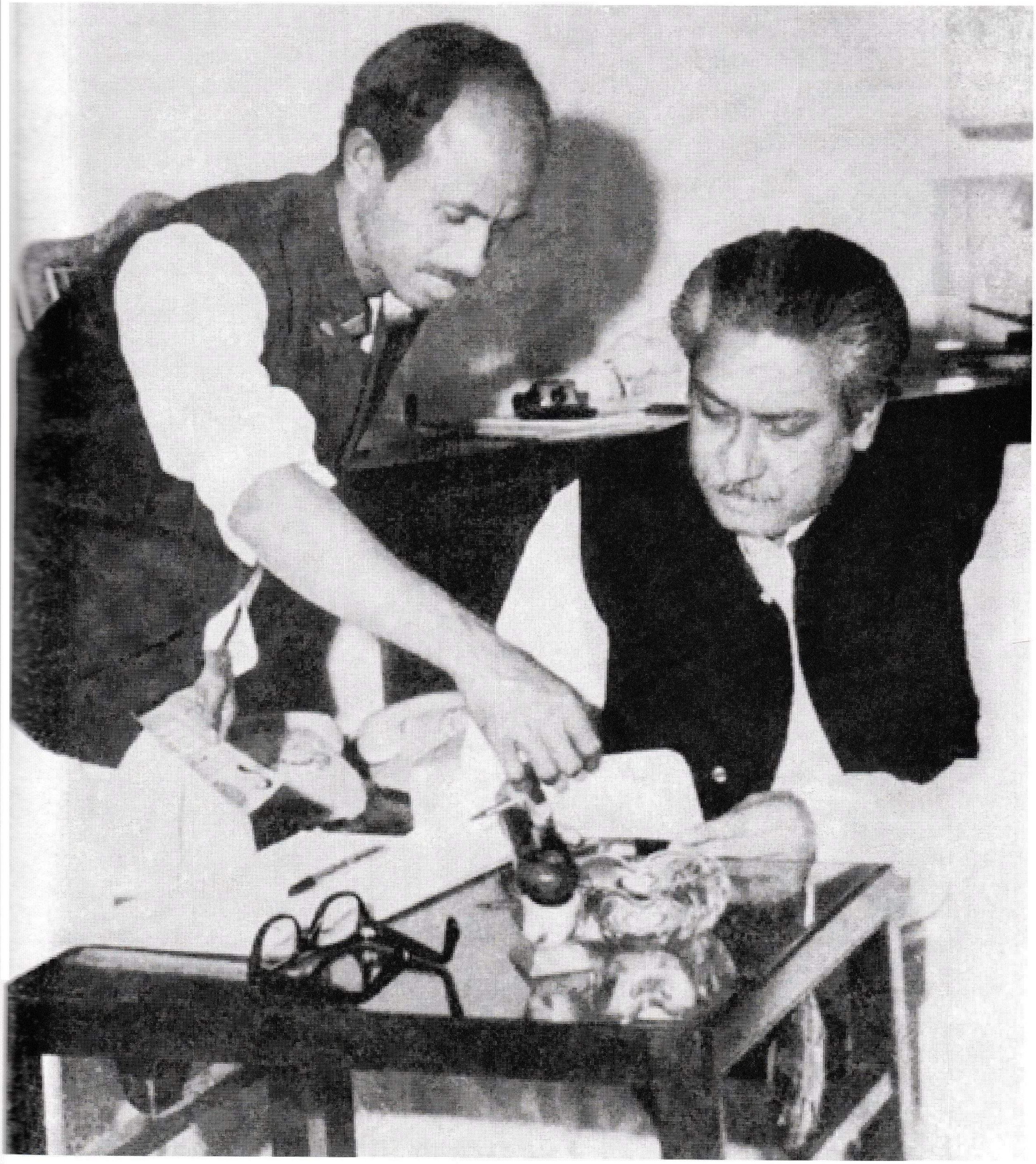


আওয়ামী লীগের নেতা ও কর্মীদের সাথে
With leaders and workers of the Awami League

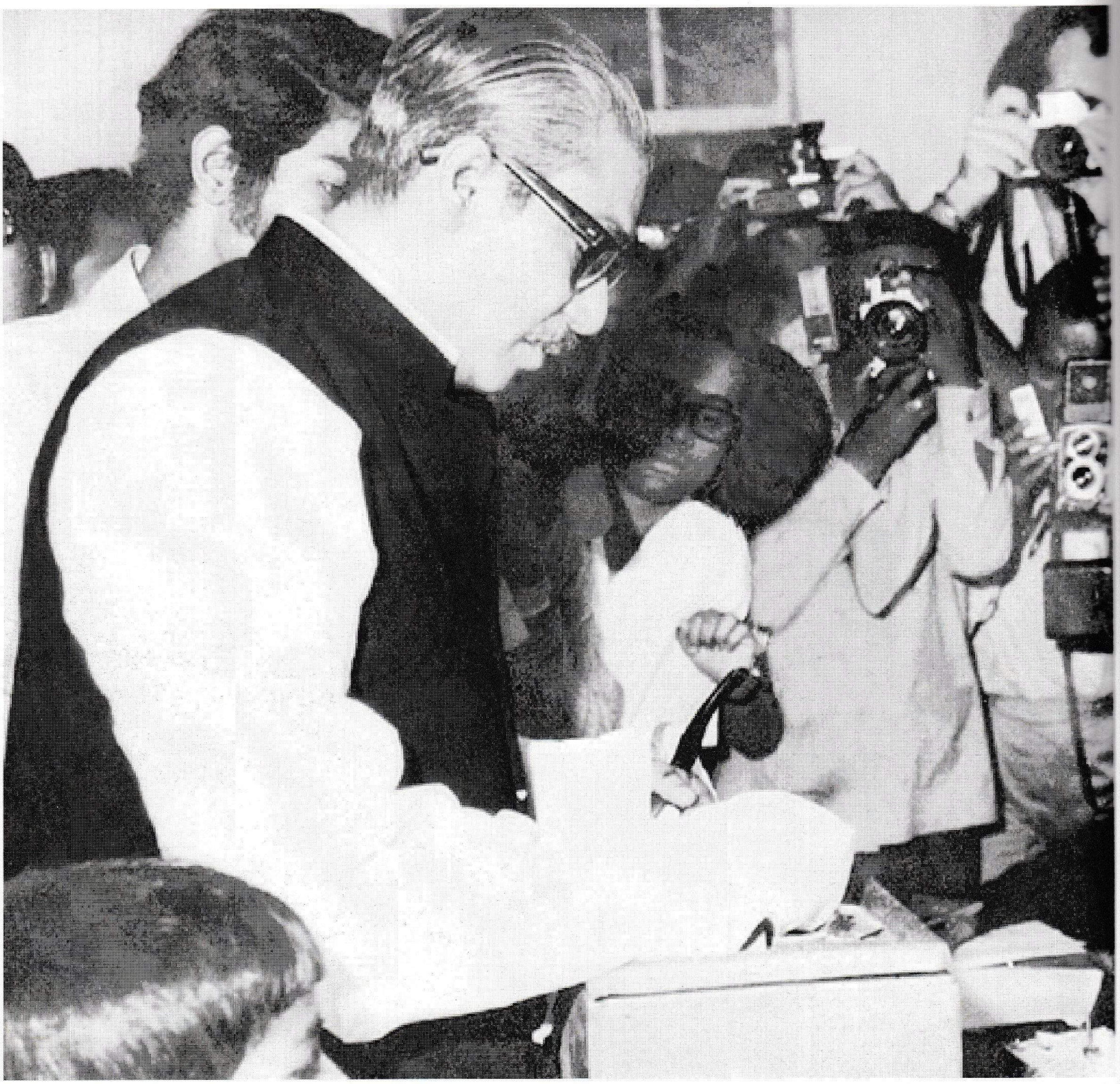


জানুয়ারি ১৯৭৩, ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী
নিচের ছবি : টুঙ্গীপাড়ায় সাধারণ মানুষদের সাথে
Founding anniversary of Bangladesh Chhatra League–January 1973
Below: Bangabandhu among common people at Tungipara





১৯৭৩ সালে আওয়ামী লীগ কর্মী নুরুল ইসলামের সাথে নির্বাচনী প্রচার বিষয়ে ইশতেহার চূড়ান্ত করছেন
Bangabandhu finalising the manifesto for general elections with Awami League Workes Nurul Islam–1973



৭ মার্চ ১৯৭৩-এর নির্বাচনে ভোট দিচ্ছেন
Bangabandhu exercises his right of franchise–7 March 1973



১৯৭৩, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দ্বিতীয়বার শপথ নিচ্ছেন

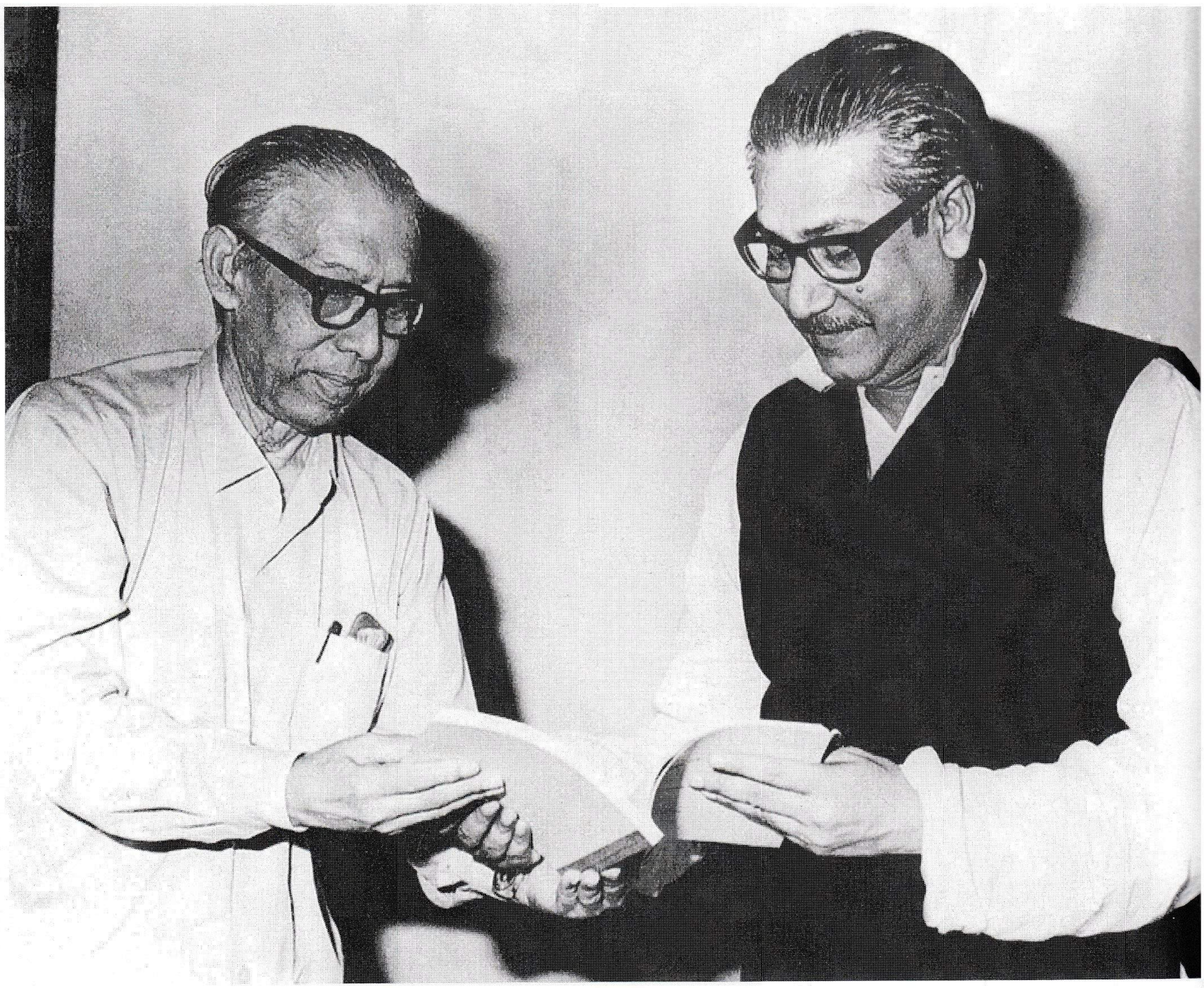
Bangabandhu takes oath of office as Prime Minister for the second time–1973



১৯৭৩, জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
Prime Minister Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman in Jatiyo Sangsad (Parliament)–1973



প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে চাকরি পুনর্বিন্যাস কমিটির রিপোর্ট তুলে দিচ্ছেন ড. মুজাফফর আহমদ চৌধুরী
Dr. Muzaffar Ahmed Chowdhury handing over the report of Services Reorganisation Committee to Prime Minister Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman



ড. কুদরাত-এ-খুদার কাছ থেকে শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট গ্রহণ করছেন
Bangabandhu accepts the report of the Education Commission from Dr. Kudrat-e-Khuda



বঙ্গবন্ধুর হাতে শান্তির শ্বেত কপোত

With a pigeon, the symbol of peace



১৯৭৩, আলজিয়ার্সে জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনে বক্তৃতা দিচ্ছেন বঙ্গবন্ধু
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman addresses the Non-Aligned Movement (NAM) Summit in Algiers–1973



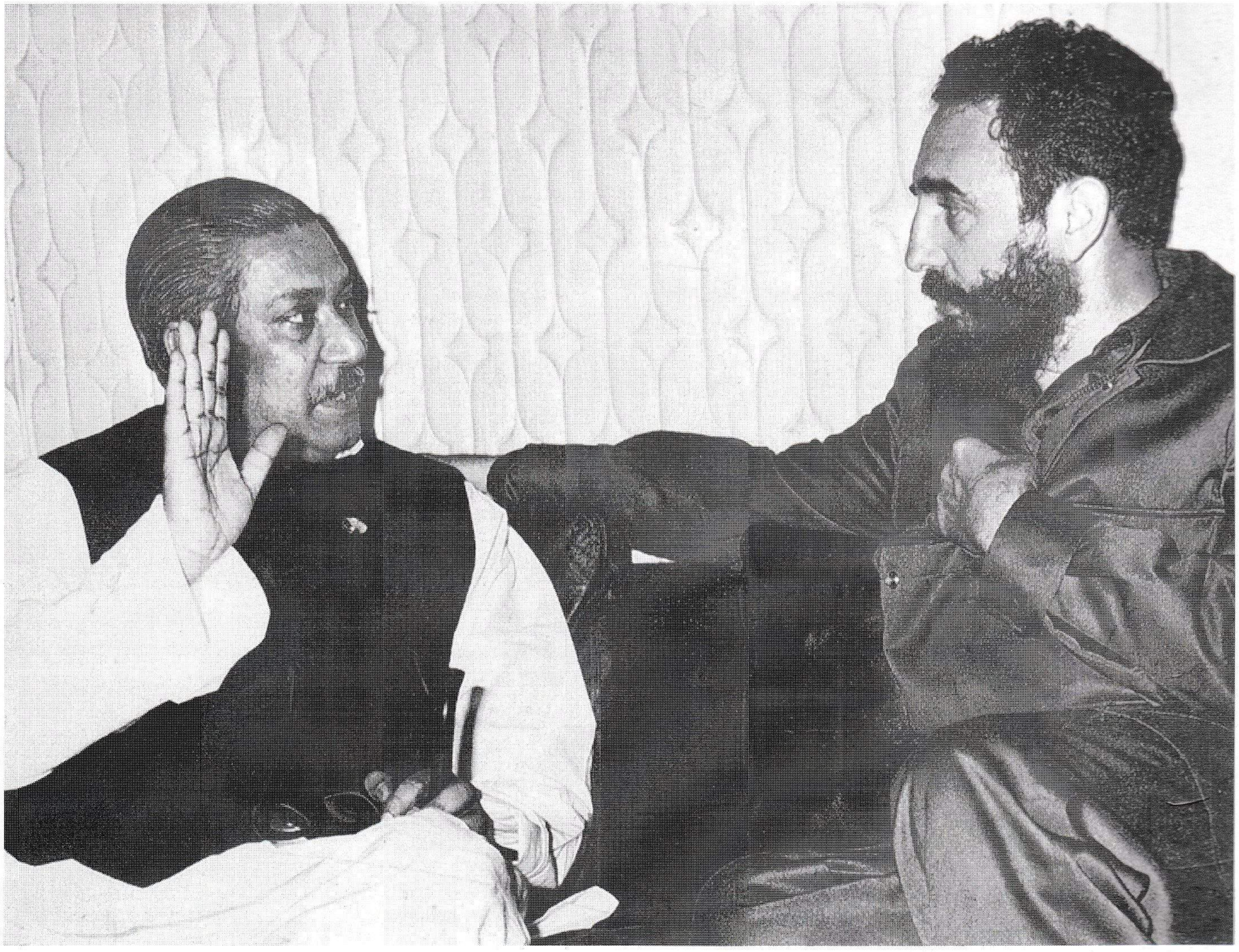
১৯৭৩, জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু ও কম্বোডিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান প্রিন্স নরোদম সিহানুকসহ বাংলাদেশের সাংবাদিকবৃন্দ
Bangladeshi journalists with Bangabandhu and Cambodian Head of State Prince Norodom Sihanouk at the Non-Aligned Movement (NAM) Summit in 1973

খ্যাতিমান ফরাসি বুদ্ধিজীবী ও কূটনীতিক আঁদ্রে মালরো ঢাকায় এসেছিলেন বঙ্গবন্ধুর আমন্ত্রণে

নিচের ছবি : মিশরের আল-আহরাম পত্রিকার সম্পাদক হেইকেলের সঙ্গে

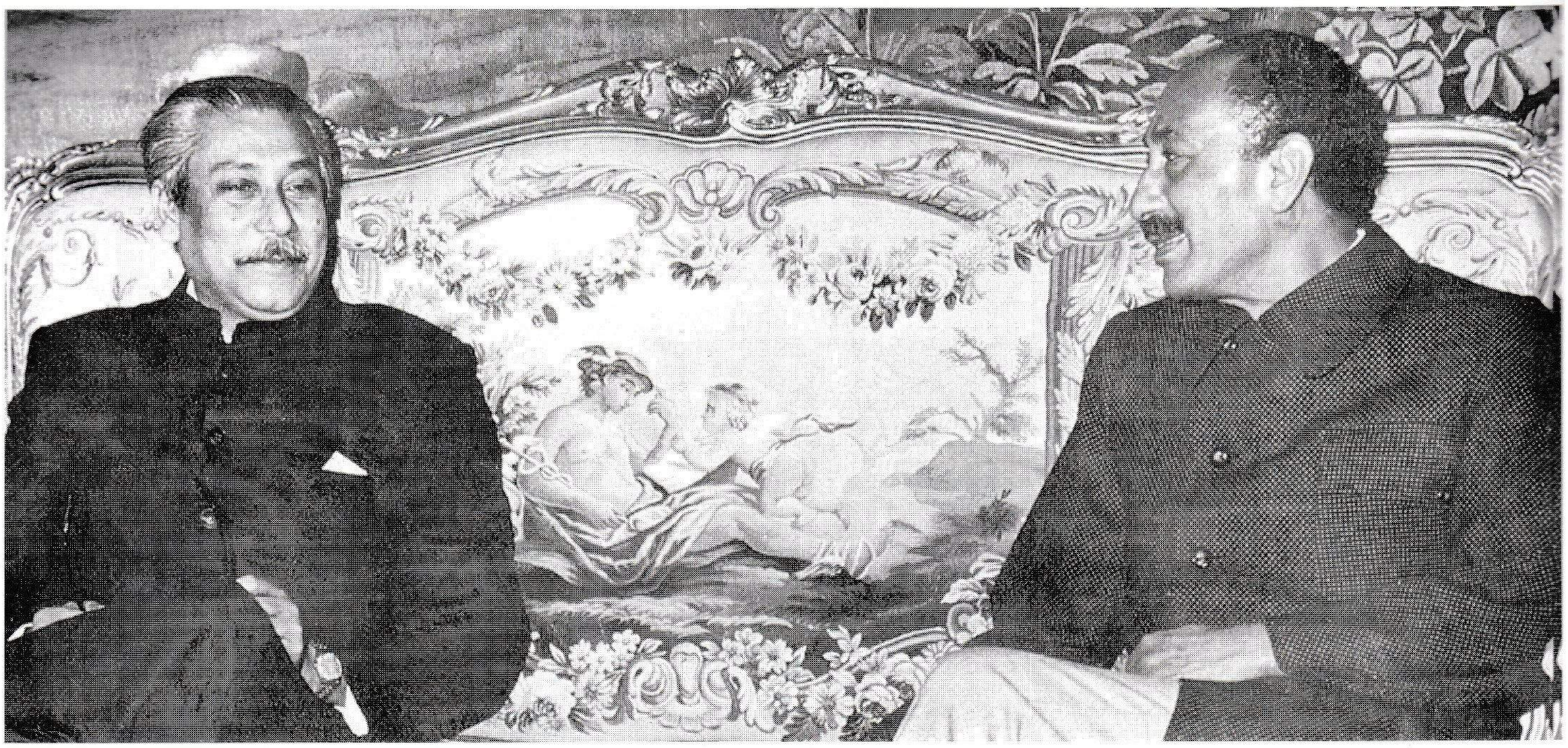
Renowned French writer & diplomat Andre Malroux visited Dhaka on invitation of Bangabandhu

Below: Bangabandhu with Mr. Haikal, Editor, *ALAHRAM* of Egypt

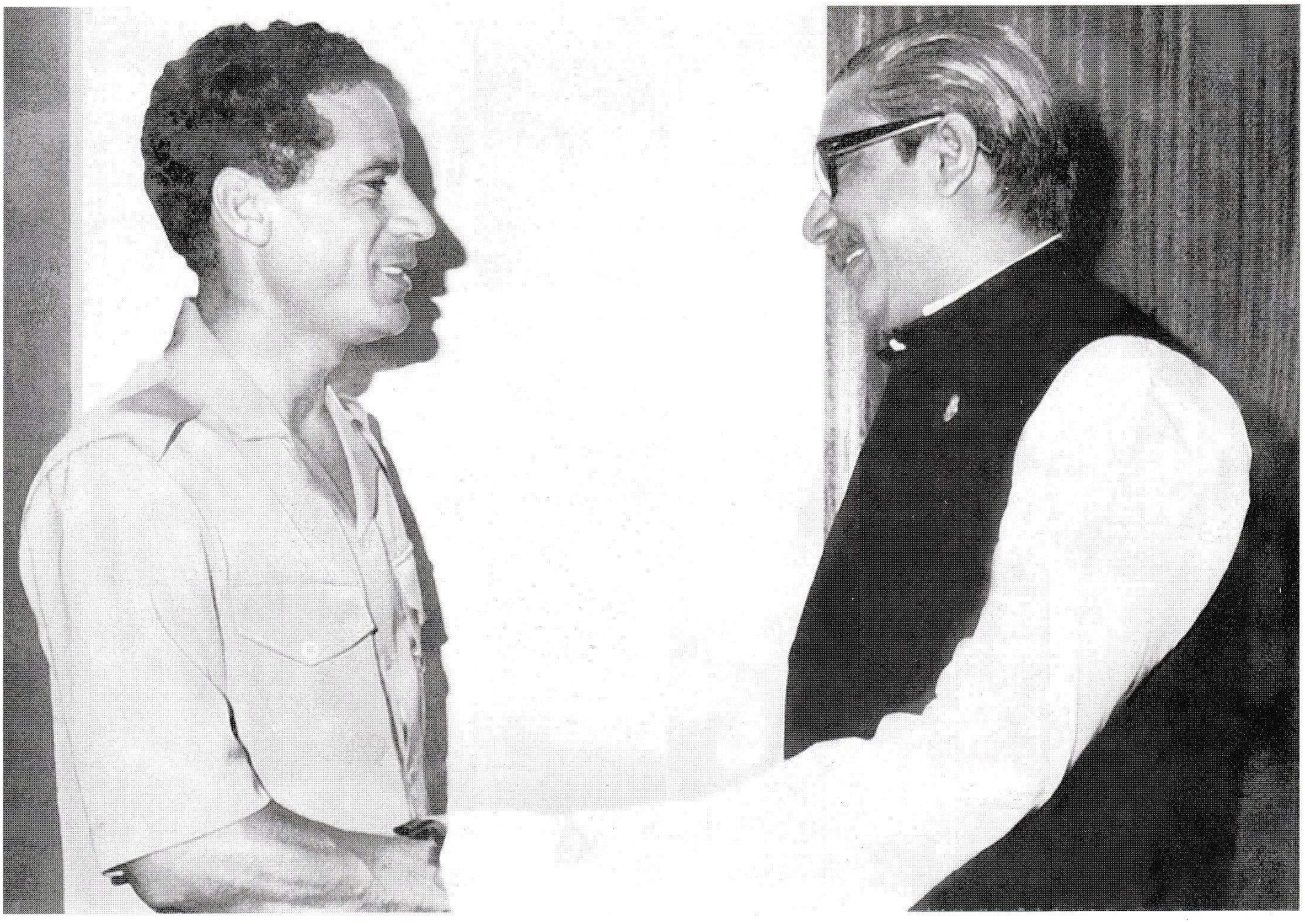


কিউবার প্রেসিডেন্ট ফিদেল ক্যাস্ট্রোর সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

One-to-one, Bangabandhu with Cuban President Fidel Castro



মিশরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতের সাথে বঙ্গবন্ধু
Bangabandhu shares his thoughts with Egypt's President Anwar Sadat



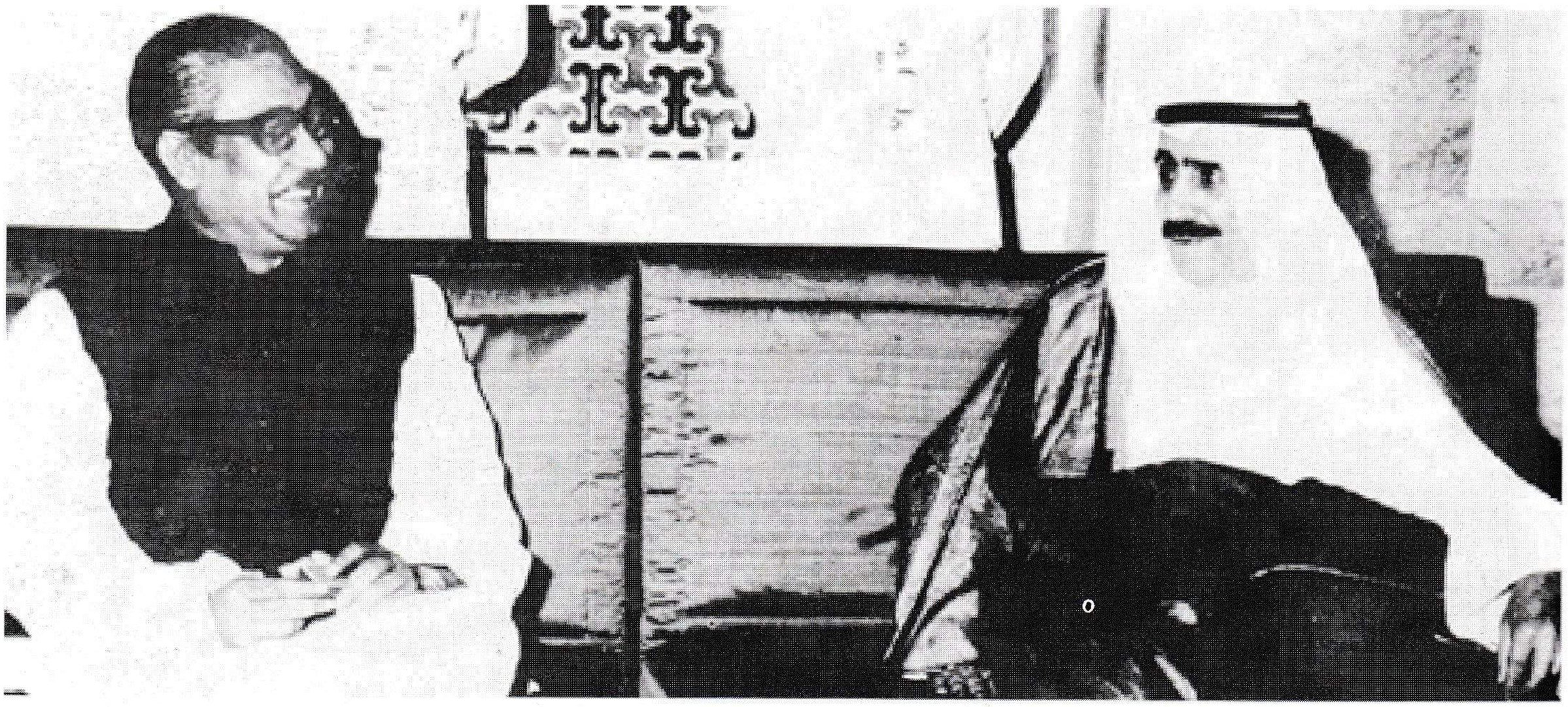
লিবিয়ার রাষ্ট্রনায়ক মুয়াম্মার গাদ্দাফীর সাথে বঙ্গবন্ধু
Bangabandhu with Libyan leader Muammar Gaddafi



হোয়াইট হাউসে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জেরাল্ড ফোর্ডের সাথে বঙ্গবন্ধু : ১৯৭৪
Bangabandhu with President Gerald Ford at the White House–1974



মালয়েশিয়ার রাজা আবদুল হালিম ও বঙ্গবন্ধু
Malaysian King Abdul Halim and Bangabandhu



কুয়েতের আমীরের সাথে বঙ্গবন্ধু
Bangabandhu with the Ameer of Kuwait

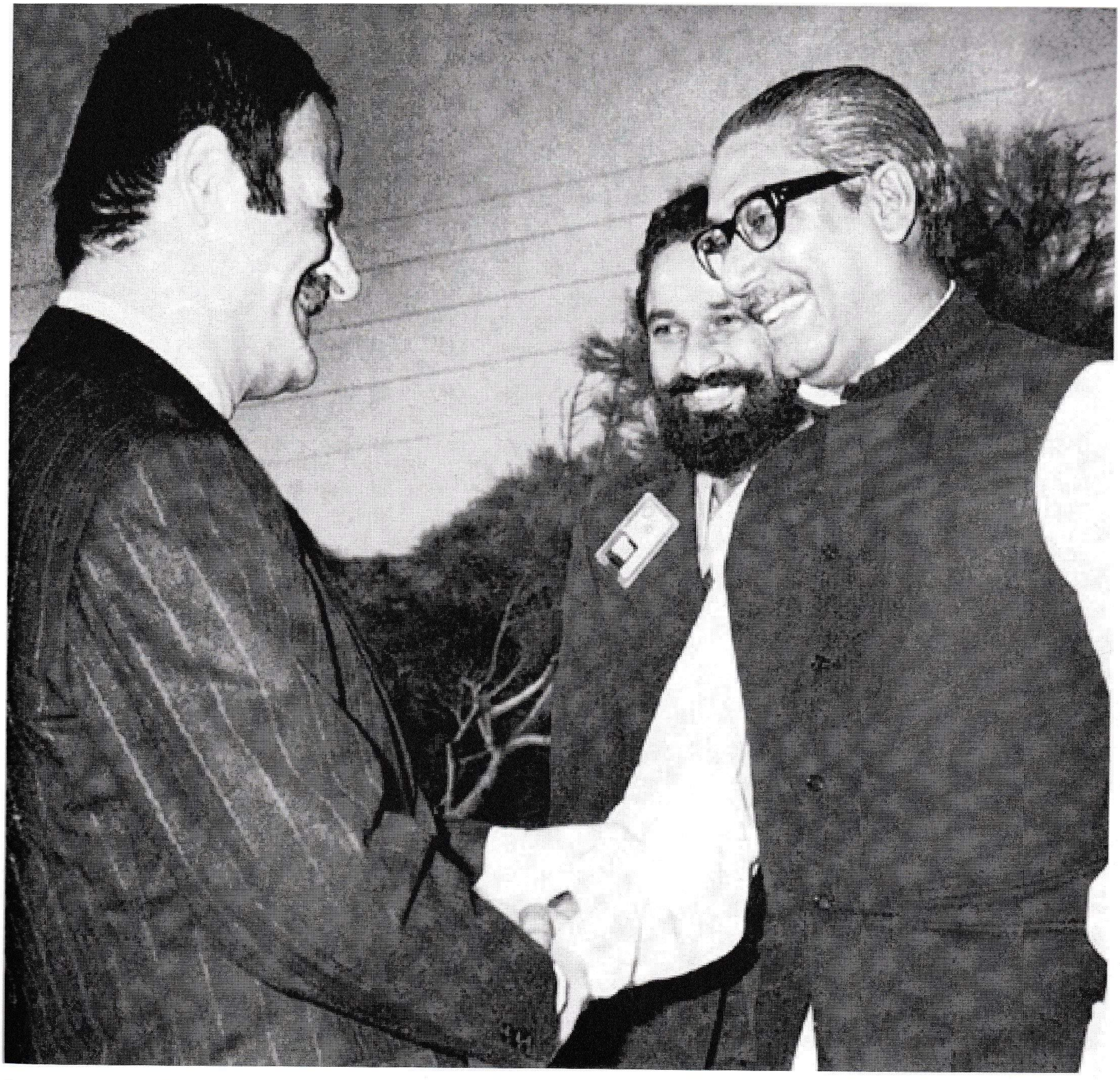
বার্মার প্রেসিডেন্ট নে উইন ও বঙ্গবন্ধু
Bangabandhu with Burma's President Ne win

বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করেন ইন্দোনেশিয়ার
বিদেশ মন্ত্রী ড. আদম মালিক
Indonesian Foreign Minister Dr. Adam
Malik calls on Bangabandhu









সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট হাফিজ আল-আসাদের সাথে আলাপরত বঙ্গবন্ধু
Bangabandhu in conversation with Syrian President Hafiz al-Assad

বামের পৃষ্ঠায় : সৌদি বাদশাহ ফয়সলের সাথে বঙ্গবন্ধু
নিচে : আবুধাবীর সুলতান শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল নাহিয়ান এবং বঙ্গবন্ধু
Left: Bangabandhu with Saudi King Faisal
Below: Bangabandhu with the United Arab Emirate's Sheikh Zayed bin Sultan al Nahiyan





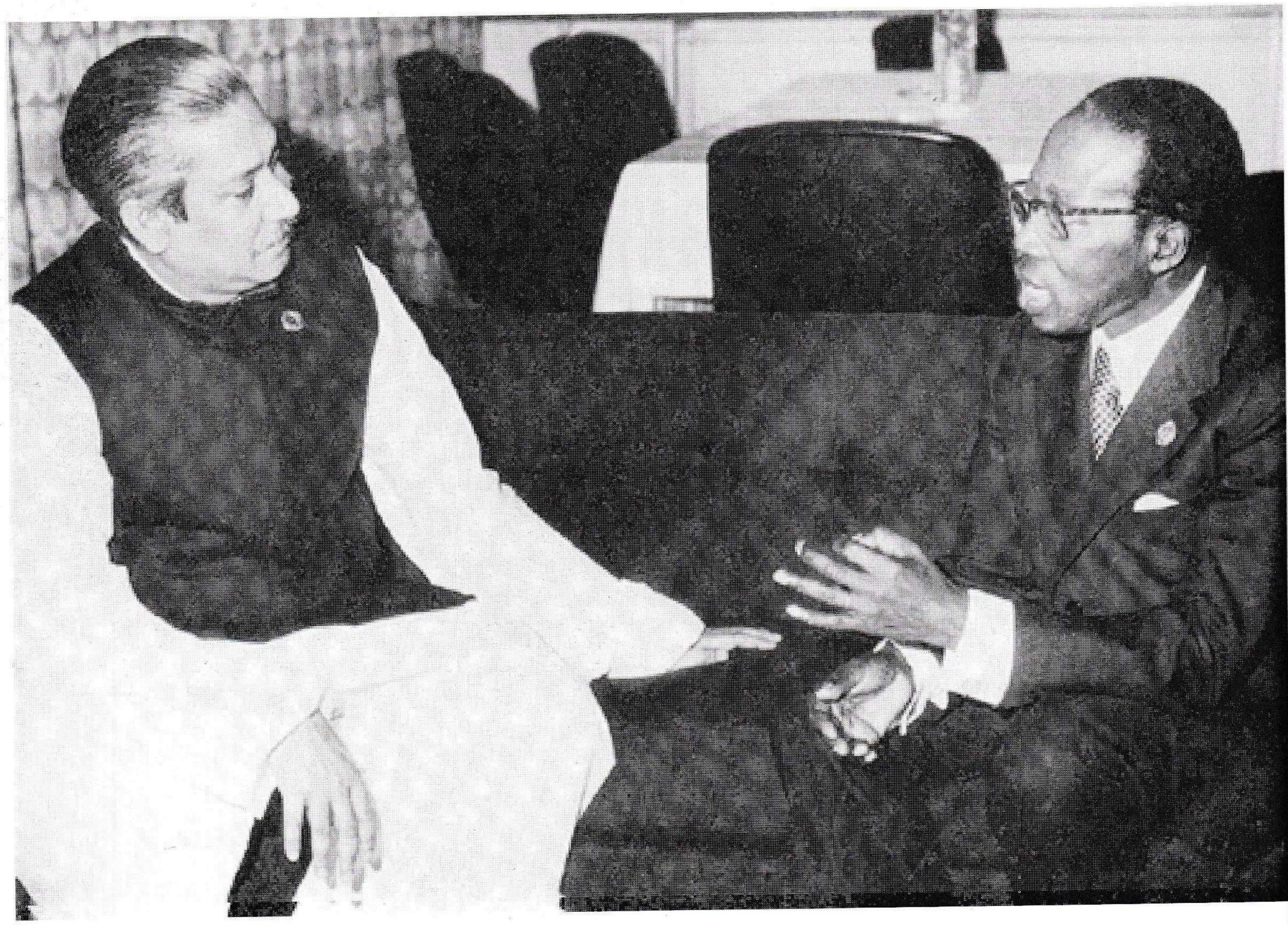
মস্কোর ক্রেমলিনে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান বক্তৃতা দিচ্ছেন
Bangabandhu speaks in the Kremlin

বামের পৃষ্ঠায় : সোভিয়েত নেতা ব্রেজনেভ বঙ্গবন্ধুকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন
Left: Soviet Leader Leonid Brezhnev greets Bangabandhu



সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী আলেক্সি কোসিগিন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বাগত জানান।

Soviet Premier Alexei Kosygin welcomes Prime Minister Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman

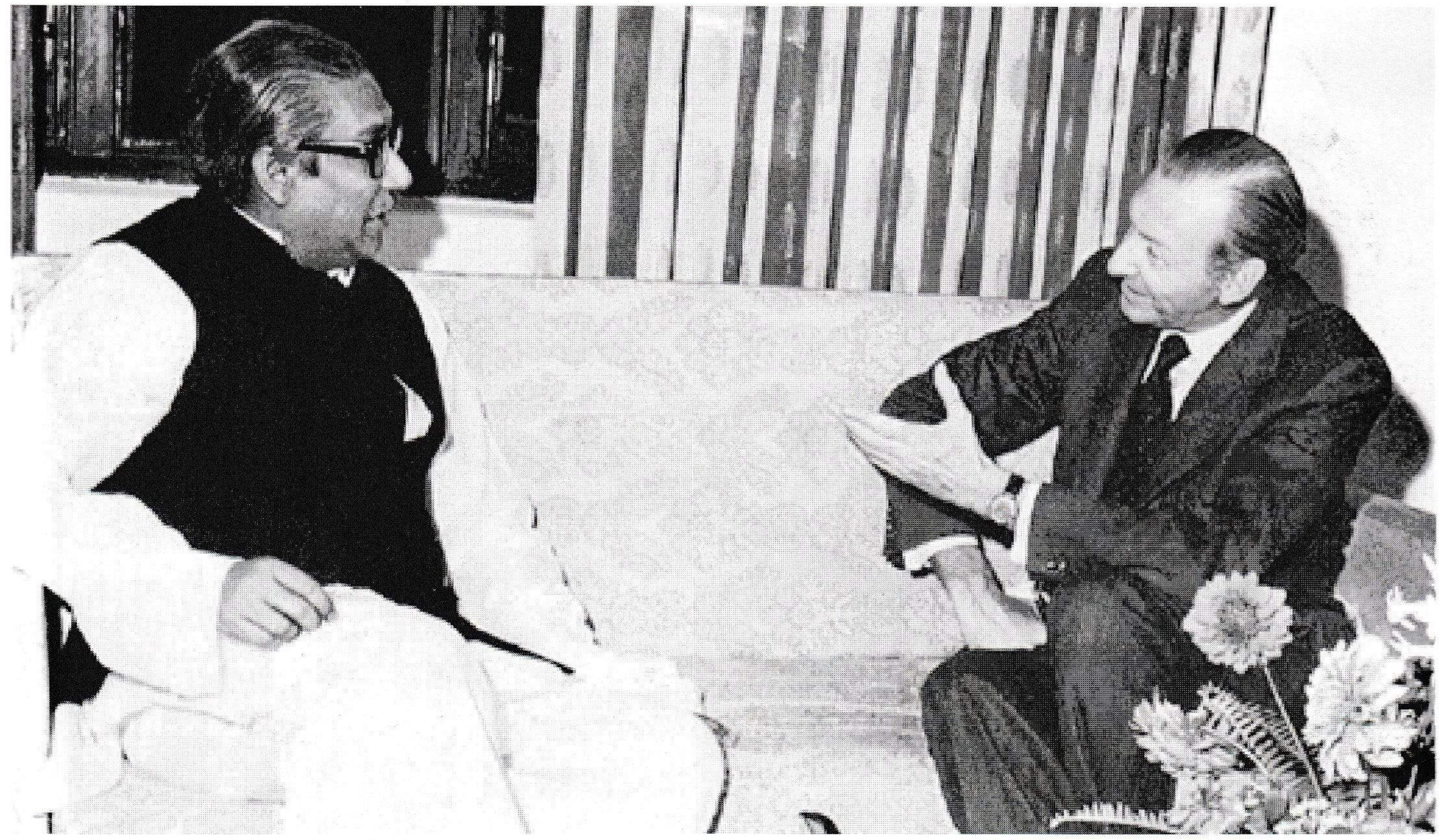


বঙ্গবন্ধুর সাথে আলাপরত সেনেগালের প্রেসিডেন্ট লিওপোল্ড সেনঘর

Senegal's President Leopold Sedar Senghor with Bangabandhu

জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল কুর্ট ওয়াল্ডহেইম-এর সাথে বঙ্গবন্ধু

Bangabandhu meets UN Secretary General Kurt Waldheim





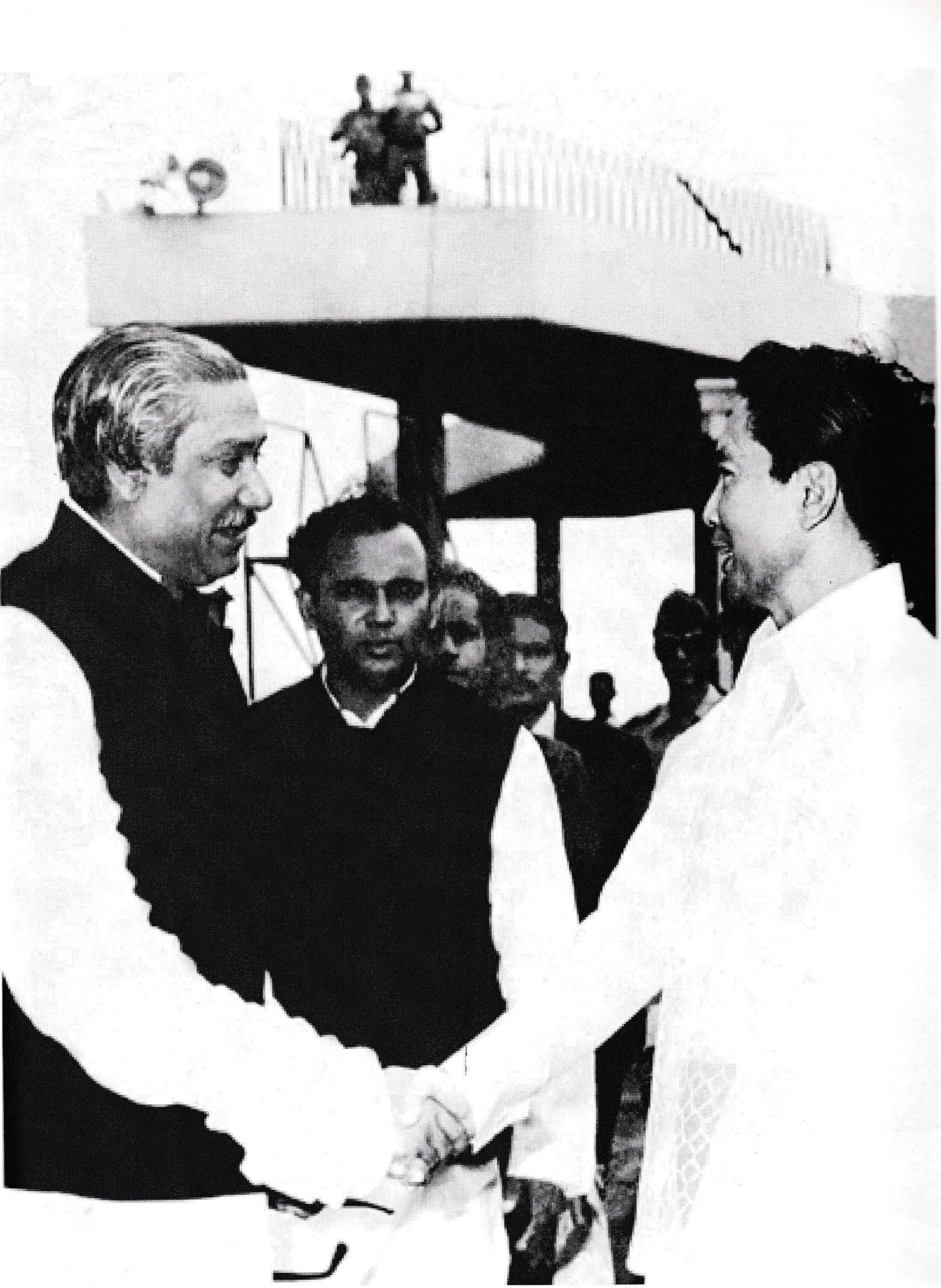
প্রিন্স সদরুদ্দিন আগা খানের সাথে করমর্দন করছেন বঙ্গবন্ধু

Prince Sadruddin Aga Khan calls on Bangabandhu



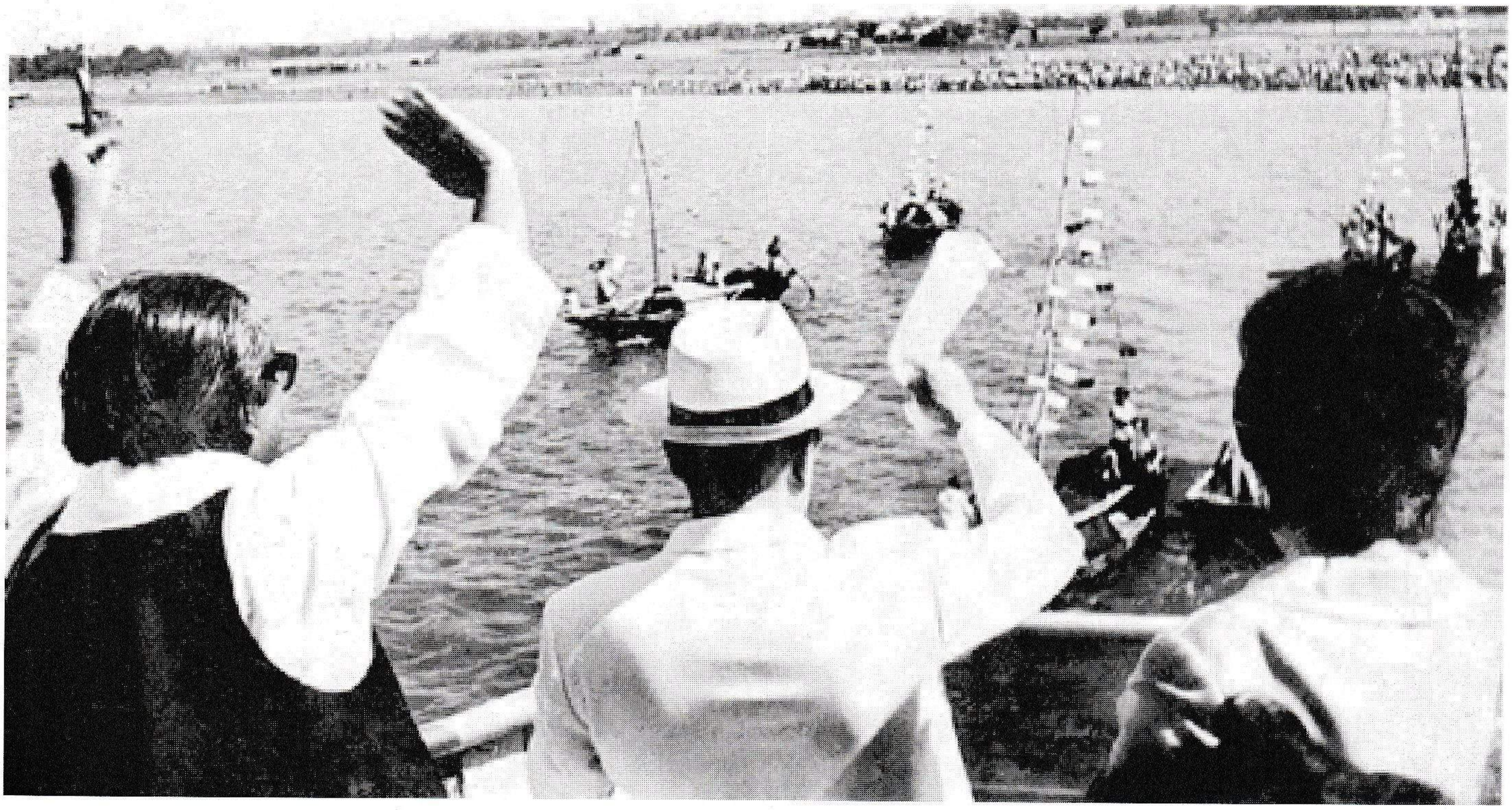
বঙ্গবন্ধু ও জাম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট কেনেথ কাউন্ডা
Bangabandhu with Zambia's President Kenneth Kaunda

ডানে : ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্ট মার্কোস ও বঙ্গবন্ধু
Right: Bangabandhu with President Ferdinand Marcos of The Philippines



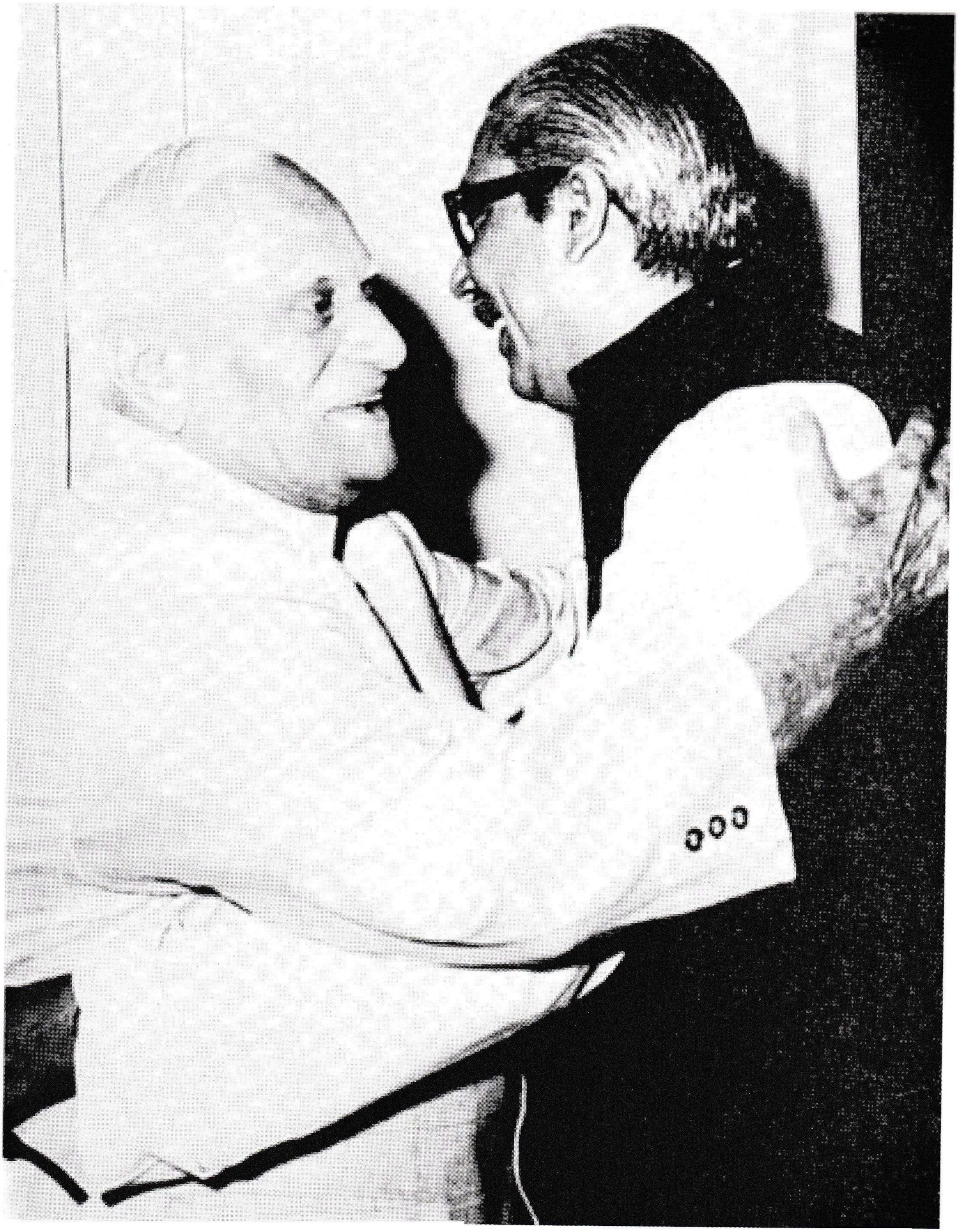


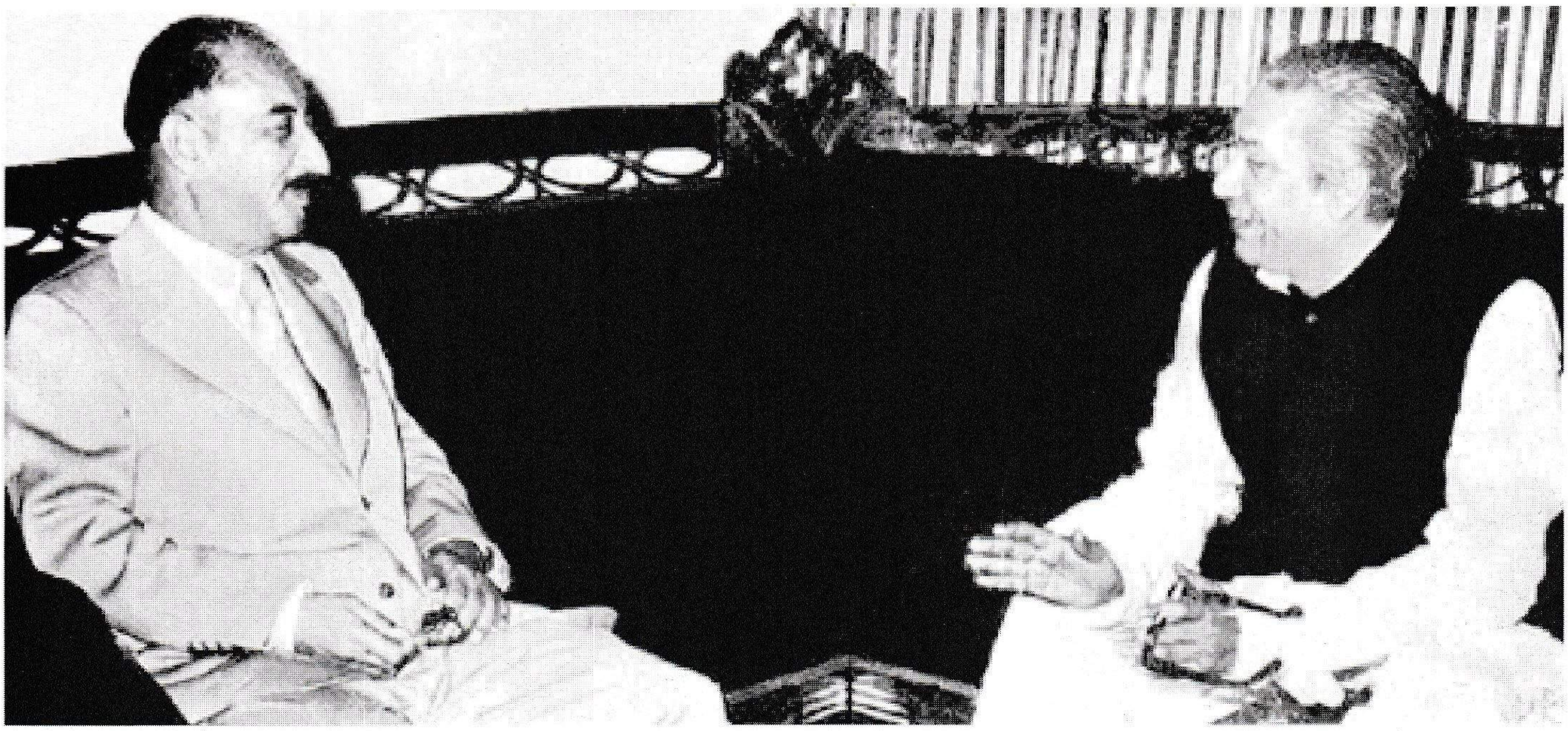
যুগোশ্লাভিয়ার রাষ্ট্রনায়ক মার্শাল জোসেফ ব্রোজ টিটো ও বঙ্গবন্ধু
A meeting of legends–Bangabandhu and Yugoslavia's Marshal Joseph Broz Tito



বাংলাদেশের নদীভ্রমণে বঙ্গবন্ধুর সাথে মার্শাল টিটো ও মাদাম টিটো
ডানপাশের পৃষ্ঠায় : ভারতের রাষ্ট্রপতি ভি ভি গিরি বঙ্গবন্ধুকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন
Marshal Tito and Madame Tito on a river cruise with Bangabandhu during their visit to Bangladesh

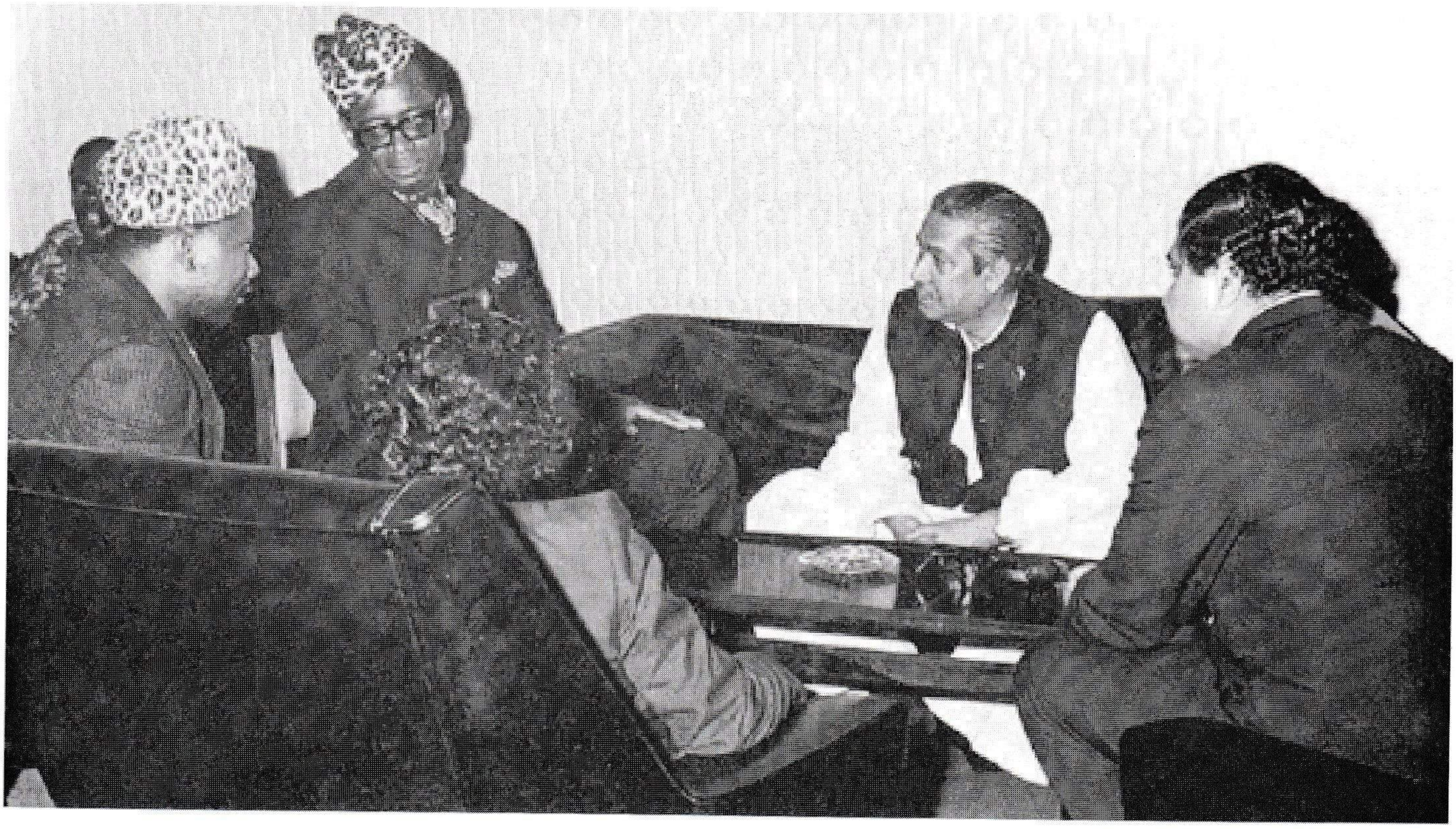
Right: Indian President V.V. Giri welcomes Bangabandhu



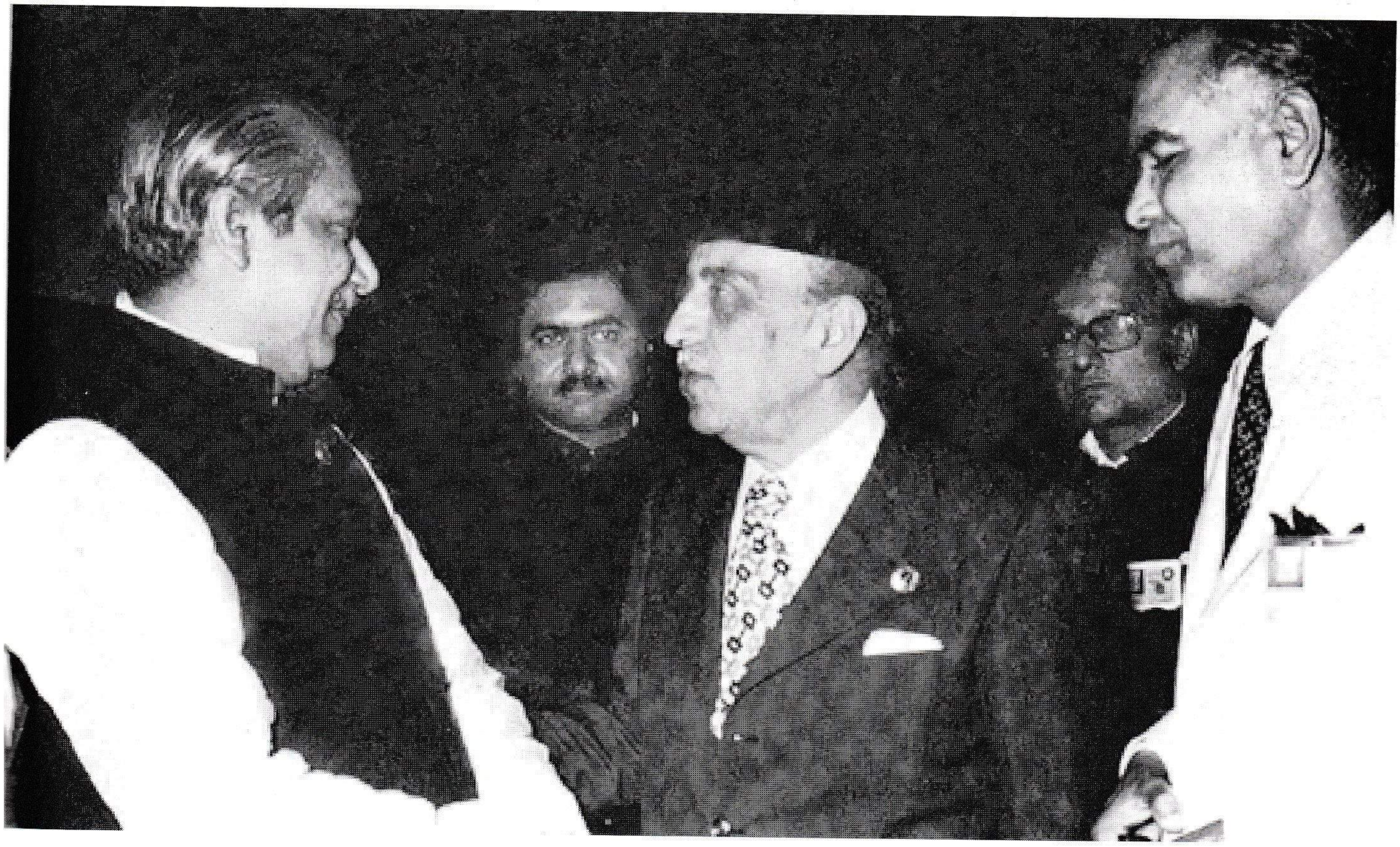


ইরাকের প্রেসিডেন্ট আহমেদ হাসান আল-বকরের সাথে বঙ্গবন্ধু
Bangabandhu with Iraqi President Ahmed Hassan al-Bakr
নিচের ছবিতে: সাদ্দাম হোসেন ও ইরাকের বিপ্লবী পরিষদের সাথে বঙ্গবন্ধু
Below: With Saddam Hussein and members of Iraq's Revolutionary Command Council–October 1974





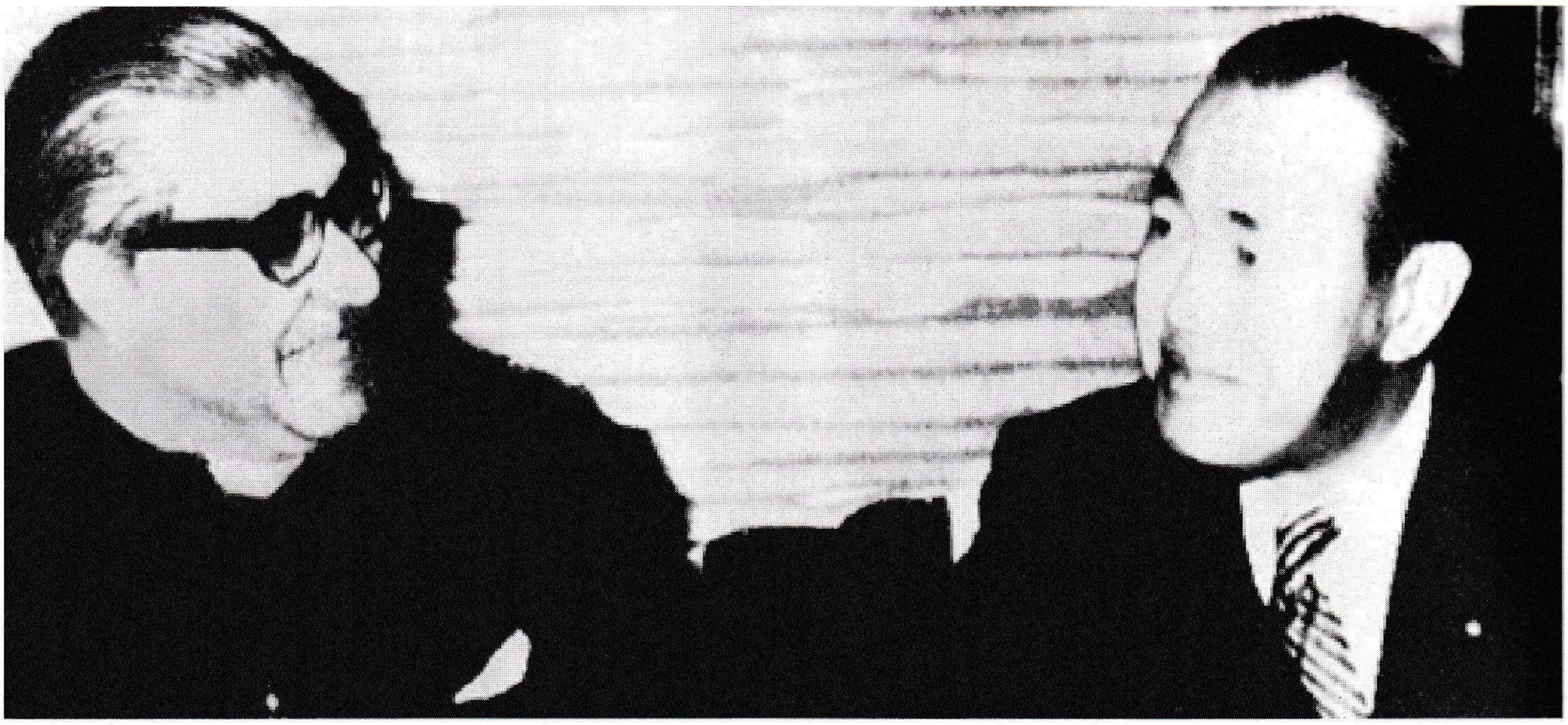
জায়েরের প্রেসিডেন্ট মুবুতুর সাথে আলাপরত বঙ্গবন্ধু
Bangabandhu with Zairian president Mobutu



লেবাননের প্রধানমন্ত্রীর সাথে
Bangabandhu with the Prime Minister of Lebanon



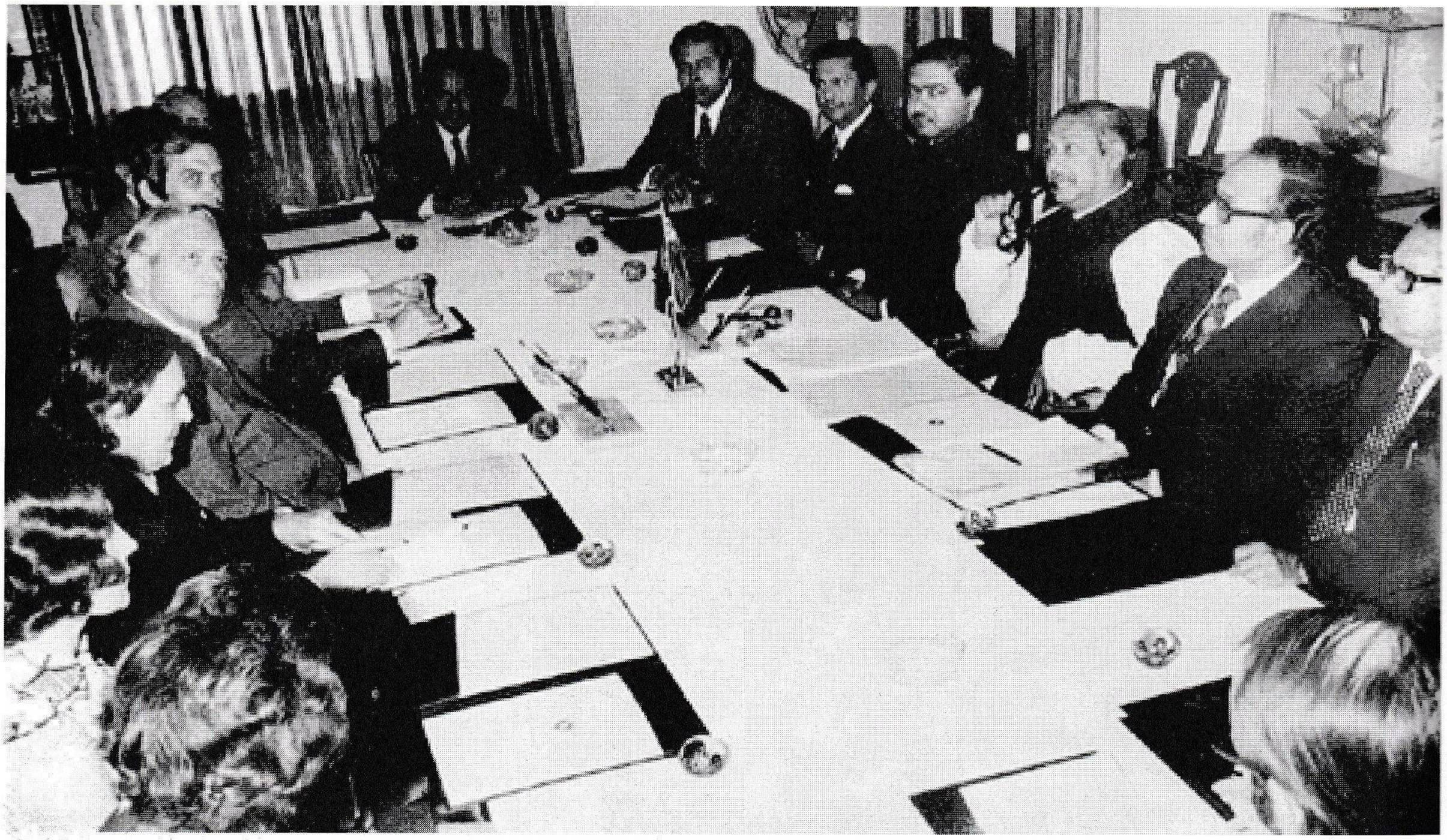
অক্টোবর ১৯৭৩, জাপান সফরকালে নারিতা বিমানবন্দরে বঙ্গবন্ধুকে গার্ড অব অনার প্রদান। ডানে জাপানের প্রধানমন্ত্রী কাকুই তানাকা
Guard of honour to welcome Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman at Tokyo's Narita Airport– Japanese Prime Minister Kakuei Tanaka at right, October 1973



জাপানের প্রধানমন্ত্রী মি. কাকুই তানাকা ও বঙ্গবন্ধু
Bangabandhu and the Prime Minister of Japan Kakuei Tanaka



জাপানে সংবর্ধনার ভোজসভায় কন্যা রেহানা ও পুত্র রাসেল
Bangabandhu's daughter Sheikh Rehana and son Sheikh Russel at a banquet in honour of Bangabandhu in Tokyo



নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলোচনা করছেন বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের কর্মকর্তাবৃন্দ

Bangabandhu and Bangladesh officials in an official talk with the Prime Minister of New Zealand and his officials



বাকিংহাম প্রাসাদে রানী এলিজাবেথ ও প্রিন্স ফিলিপের সাথে বঙ্গবন্ধু
Bangabandhu with Queen Elizabeth II and Prince Philip at Buckingham Palace



বঙ্গবন্ধু চিকিৎসার জন্যে লন্ডনে গেলে বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথ তাঁকে দেখতে আসেন, ১৯৭২
Prime Minister Edward Heath calls on Bangabandhu during his stay in London for medical check up–1972

রানী এলিজাবেথ ও কমনওয়েলথ রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু
Bangabandhu with Queen Elizabeth and Commonwealth Heads of State

অসুস্থ বঙ্গবন্ধুকে দেখতে আসেন বৃটেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মি: ডগলাস হিউম। পাশে বেগম ফজিলাতুননেছা
British Foreign Secretary Alec Douglas Hume visits ailing Bangabandhu. Begum Mujib at the side of his bed

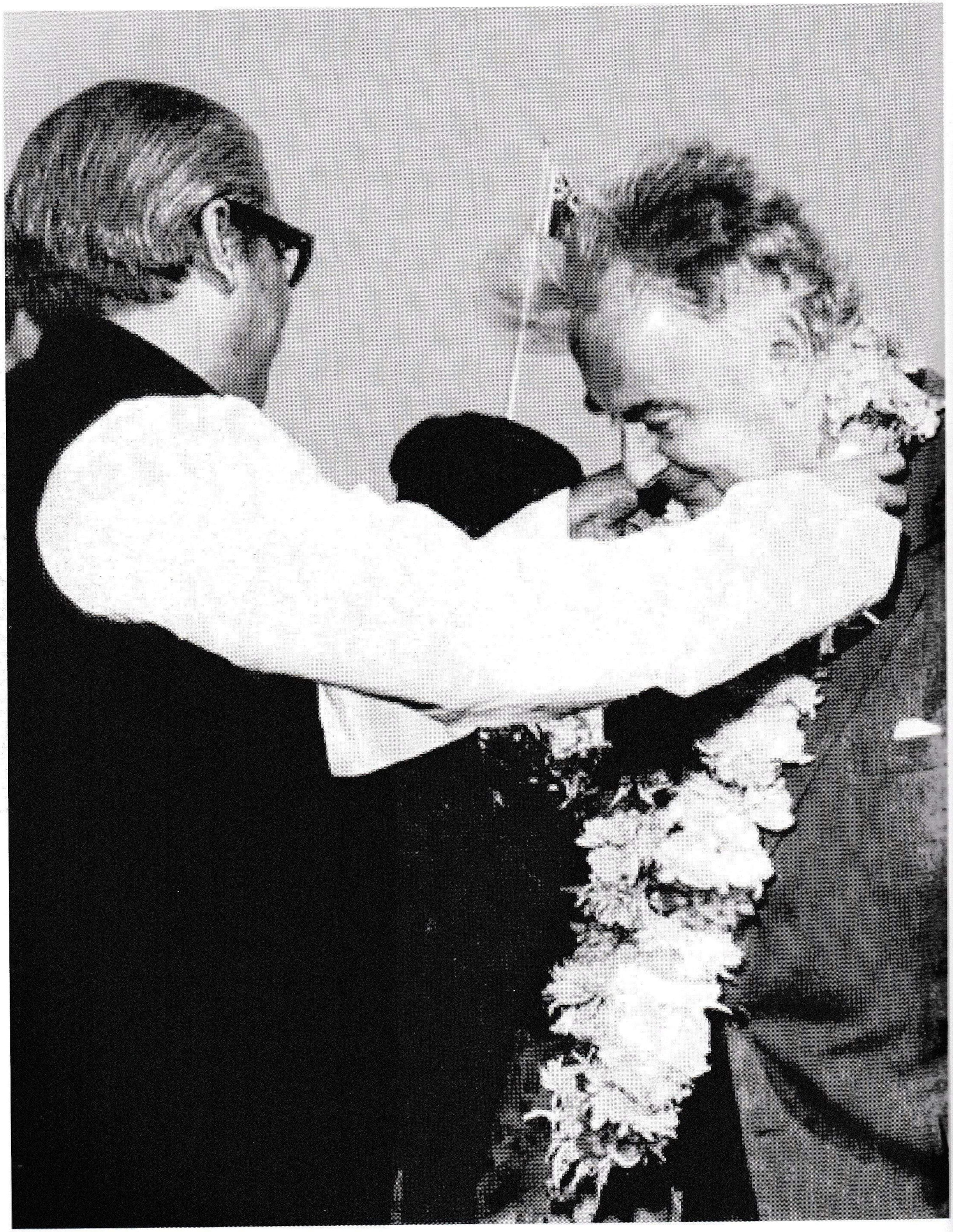


১৯৭৪ : লাহোরে ওআইসি সম্মেলনে হুয়ারি বুমেদিন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও জুলফিকার আলী ভুট্টো

Algerian President Houari Boumeddiene, Bangladesh's Prime Minister Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and Pakistan's Prime Minister Zulfiquar Ali Bhutto at the OIC Summit Conference in Lahore, 1974



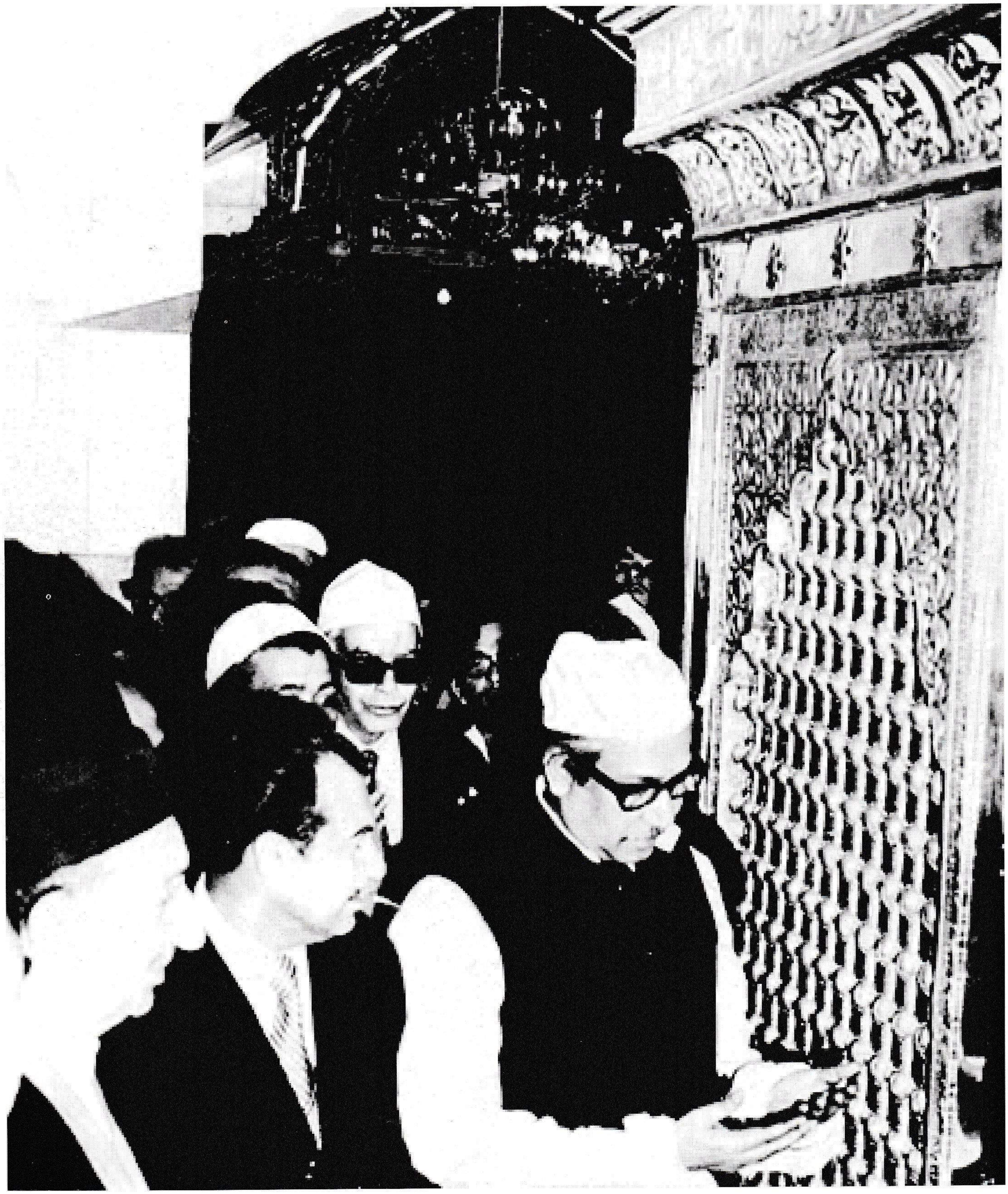
১৯৭৪ : লাহোরে ওআইসি শীর্ষ সম্মেলন
OIC Summit Conference in Lahore —1974





হযরত আবদুল কাদের জিলানীর (রাঃ) মাজার শরীফের একখানি কারুকার্যখচিত গিলাফ উপহার পান বঙ্গবন্ধু
Bangabandhu receives a 'ghilaf' with embroidery as gift at the mausoleum of Hazrat Abdul Quader Jilani (R)

বামের পৃষ্ঠায় : অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী মি: হুইটলামকে স্বাগত জানাচ্ছেন বঙ্গবন্ধু
Left: Bangabandhu welcomes Australian Prime Minister Gough Whitlam



১৯৭৪, হযরত আবদুল কাদের জিলানীর (রাঃ) মাজার জিয়ারতরত বঙ্গবন্ধু
Bangabandhu at the mausoleum of Hazrat Abdul Quader Jilani (R) in Iraq–1974



২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪, জাতিসংঘে বাংলা ভাষায় প্রথম ভাষণ দান করছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman addresses United Nations General Assembly in BANGLA for the first time–24 September 1974

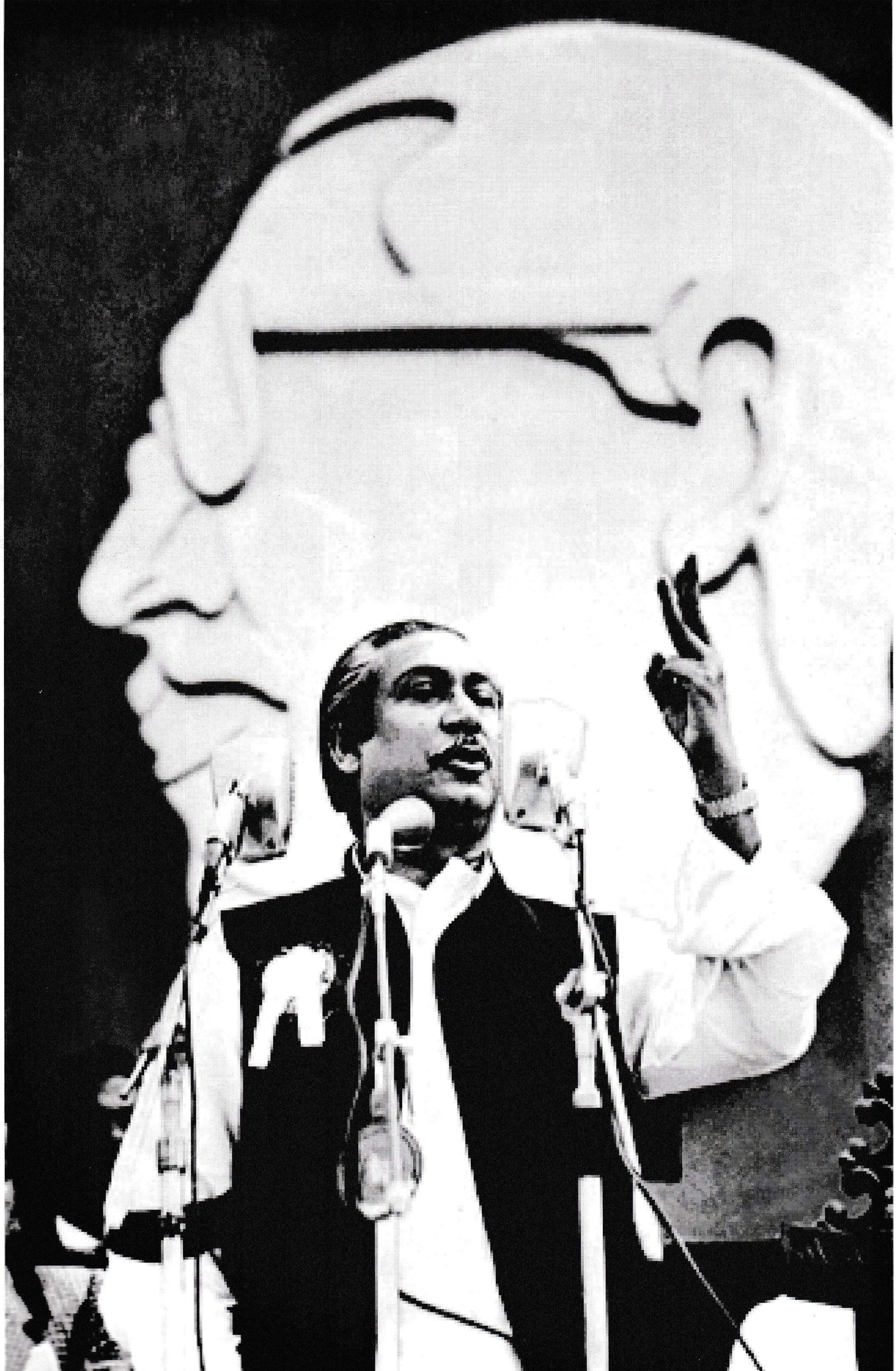




ঢাকার আইনজীবীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময়
Bangabandhu with lawyers in Dhaka



আওয়ামী লীগের মহিলা কর্মীদের মাঝে বঙ্গবন্ধু
Bangabandhu in the midst of workers of women branch of the Awami League





১৯৭৪, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনে ভাষণদানরত বঙ্গবন্ধু
Bangabandhu speaks at the Biennial conference of Bangladesh Awami League–1974

বঙ্গবন্ধু ঘোষণা দেন- আত্মসংযম, আত্মসমালোচনা ও আত্মশুদ্ধি চাই
Bangabandhu gives clarion call for self-restraint, self-criticism and self-purification



১৯৭৪, বাংলা সাহিত্য সম্মেলন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছেন। পেছনে উপবিষ্ট 'বোস অধ্যাপক' আবদুল মতিন চৌধুরী, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন, কবি জসীমউদ্‌দীন প্রমুখ

Bengali Literary Conference, 1974: Bangabandhu delivers inaugural speech. Seated behind him are Bose Professor Abdul Matin Chowdhury, Shilpacharya Zainul Abedin, Poet Jasim Uddin and others



১৯৭৪, বাংলা সাহিত্য সম্মেলন
Bengali Literary Conference–1974



'বাংলার বাণী' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা দেখছেন–পাশে সম্পাদক ও প্রকাশক শেখ ফজলুল হক মণি
Bangabandhu scans inaugural issue of the *daily Banglar Bani*. Beside him is the Editor-Publisher Sheikh Fazlul Haque Moni



১৭ মার্চ ১৯৭৫, বঙ্গবন্ধু তাঁর জন্মদিনে গণভবন চত্বরে কচিকাঁচার মেলা, খেলাঘর, বয়স্কাউট ও গার্লসগাইডের শিশু-কিশোরদের আনন্দানুষ্ঠানে শিশুদের আদর করছেন

Bangabandhu is seen in a jovial mood in the midst of youthful members of Kanchi Kanchar Mela, Khelaghar, Boy Scouts and Girls Guide at the Ganabhaban Mall on 17 March 1975, his 55th Birthday



পুত্র রাসেলের সাথে বঙ্গবন্ধু
Bangabandhu with
his son Russel





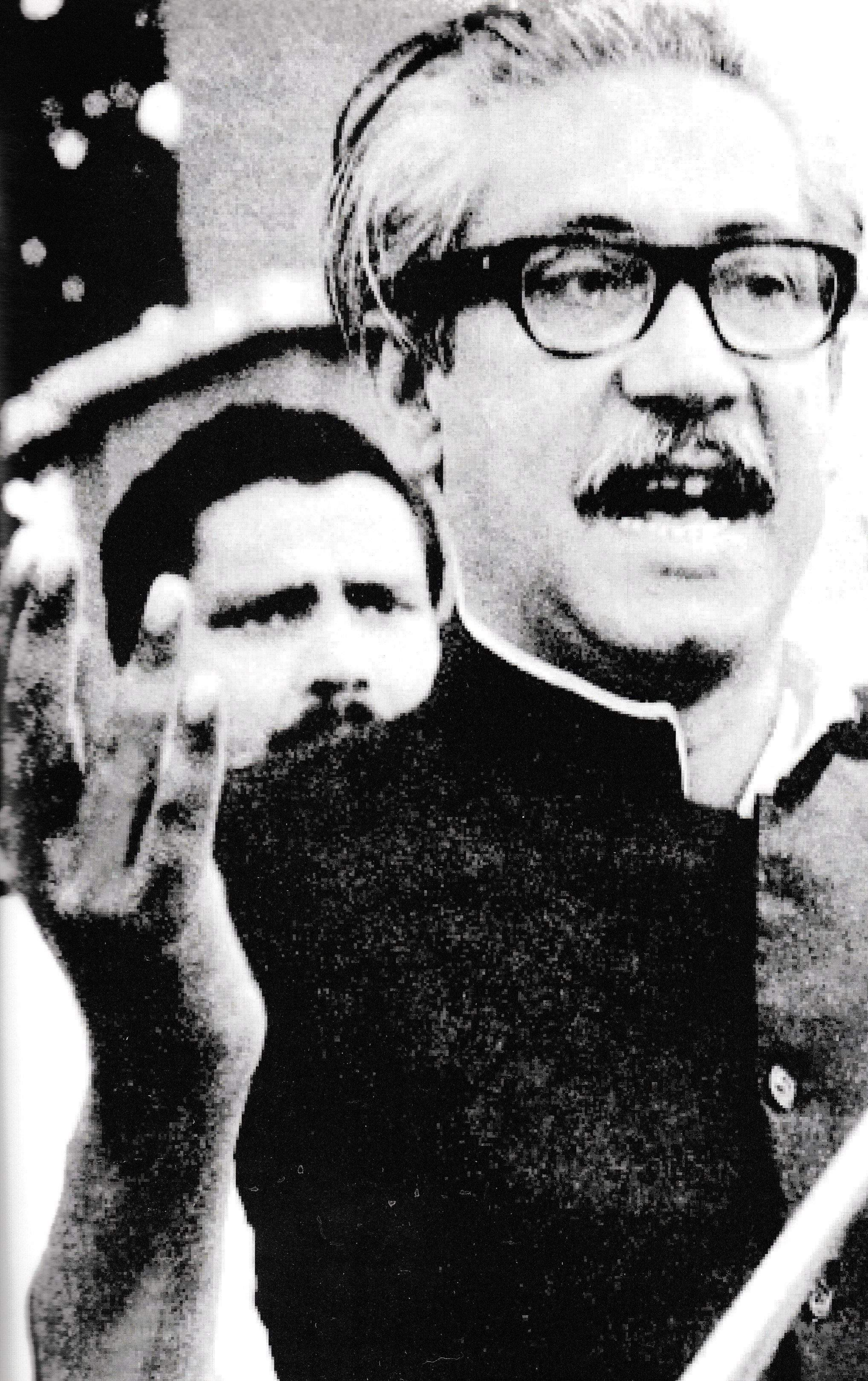
চাঁদপুরে বিশাল জনসভায় বঙ্গবন্ধু
In a mammoth public meeting at Chandpur

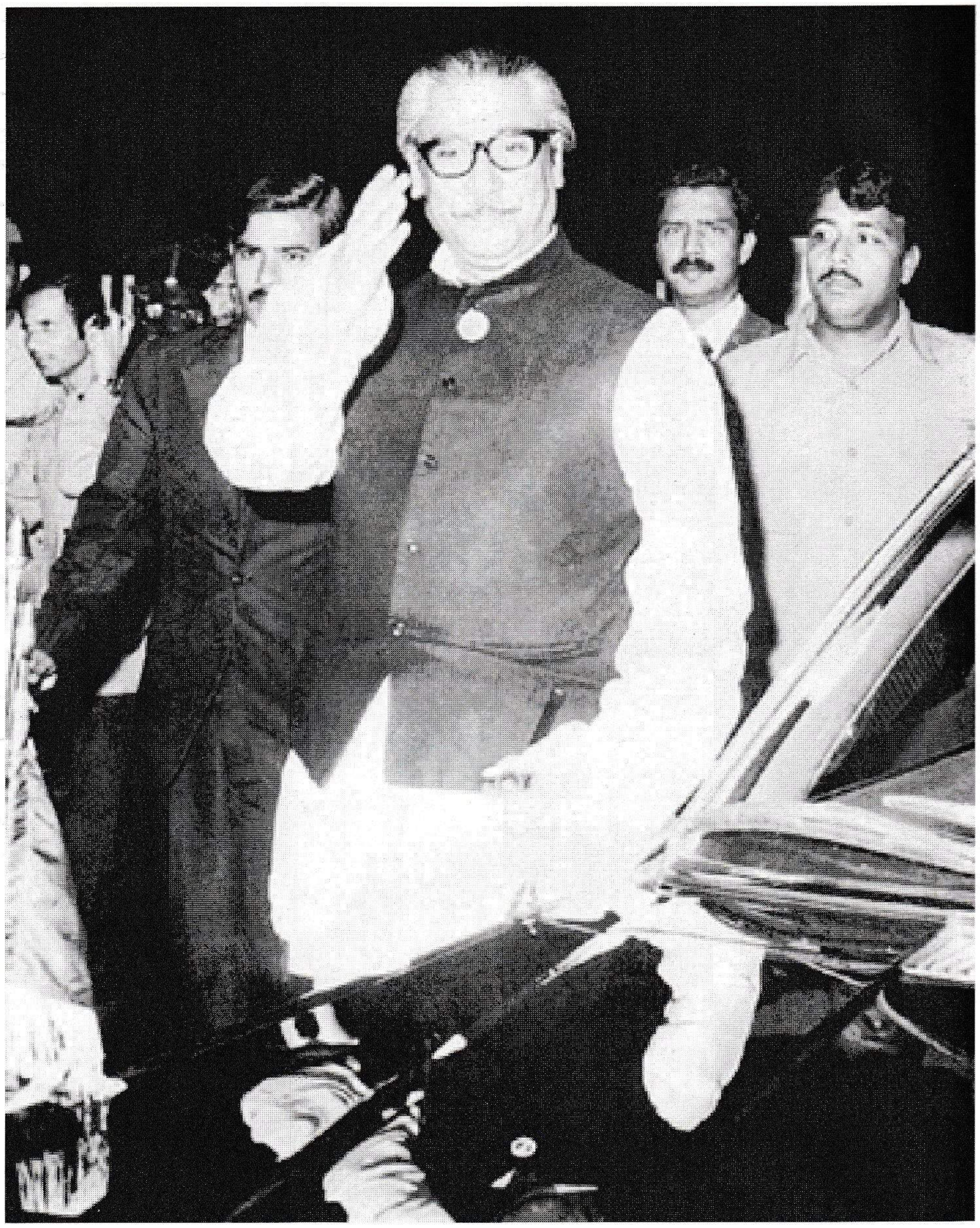


তেজগাঁওয়ে শ্রমিক-জনতার মাঝে বঙ্গবন্ধু
Bangabandhu among working people and masses at Tejgaon



গ্রামের পথে বঙ্গবন্ধু
Bangabandhu on way to village

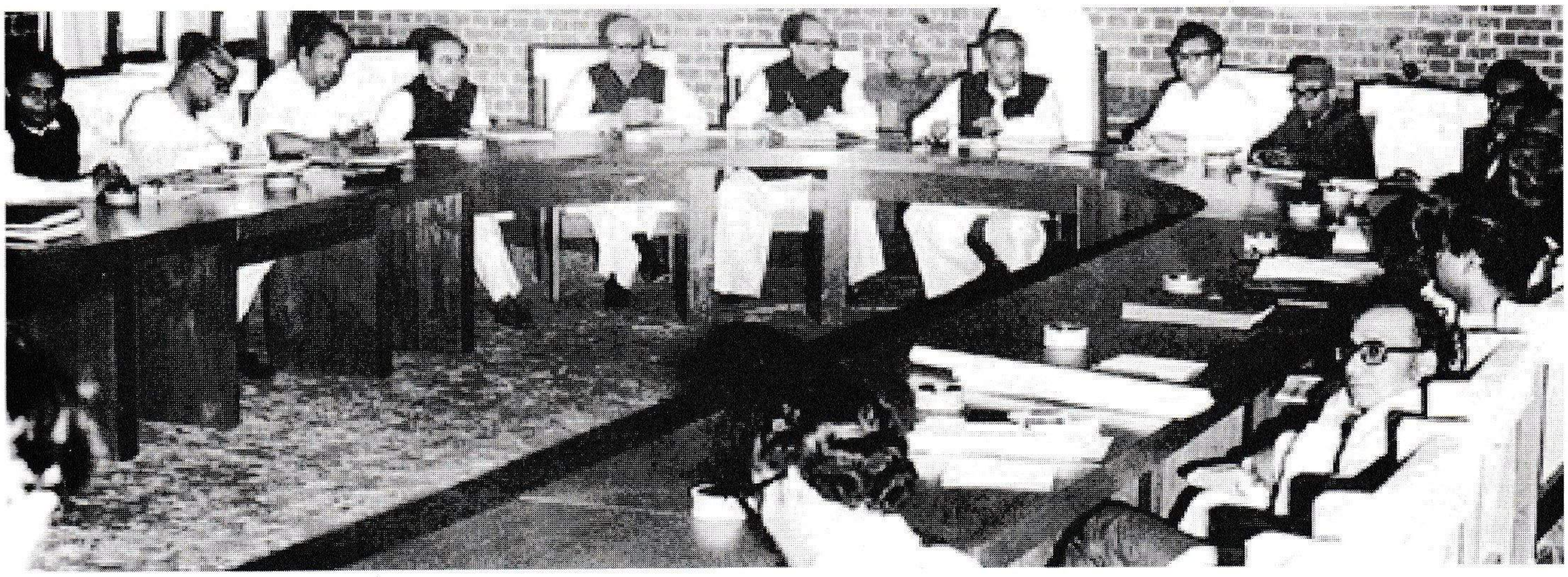




কার্যালয়ে প্রবেশের সময়ে জনগণের প্রতি শুভেচ্ছা
On way to office, Bangabandhu greets the crowd



মিশরীয় বাণিজ্য প্রতিনিধি দলের সদস্যবৃন্দ বঙ্গবন্ধুকে পবিত্র কোরআনের ক্যালিগ্রাফি উপহার দিচ্ছেন
Members of a visiting Egyptian Trade Mission presenting the calligraphy of THE HOLY QURAN to Bangabandhu



মন্ত্রিসভার সদস্যদের সভায় বঙ্গবন্ধু
Bangabandhu in cabinet meeting



১৯৭৫, দ্রুত অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে গঠন করা হল সকল রাজনৈতিক দল ও পেশাজীবীদের সমন্বয়ে এক মঞ্চ–বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ। রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন পদ্ধতি প্রবর্তন হল। বঙ্গবন্ধু হলেন রাষ্ট্রপতি

উপরের ছবি : দলের প্রথম সমাবেশে সর্বস্তরের মানুষ সমবেত হয় :

ডানের পৃষ্ঠা : সমাবেশে সভাপতির আসনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

A national front–Bangladesh Krishak Sramik Awami League comprising all political parties and professional groups of the country was formed in 1975 with a view to mobilise the nation towards rapid economic development. Bangabandhu was elected as the President of the Party

Up : people from all walks of life join the first conference of the party

Right : Bangabandhu presiding over its first conference



অকস্মাৎ

১৫ আগস্ট ১৯৭৫, ভোর রাতে ধানমন্ডি ৩২ নং সড়কের ঐতিহাসিক বাড়ি আক্রমণ করে ঘাতকের দল। নির্মমভাবে হত্যা করে স্বাধীনতার প্রাণপুরুষ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে।

All on a sudden, as dawn was ushering in on 15 August 1975 the historic house at Road No. 32 Dhanmondi and some other targeted houses were attacked by a group of heinous killers.They killed mercilessly the Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman with all of his family members who were present in that house on the dreadful black night.

ডানের পৃষ্ঠায় : ধানমন্ডি বাড়ির সিঁড়িতে ঘাতকের বুলেটে নিহত বঙ্গবন্ধু

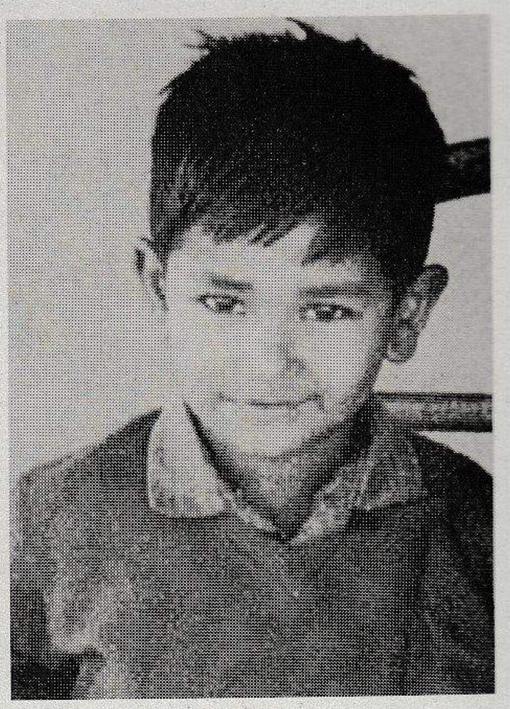
On the right: The Champion lay silent on the stairs of his Dhanmondi residence



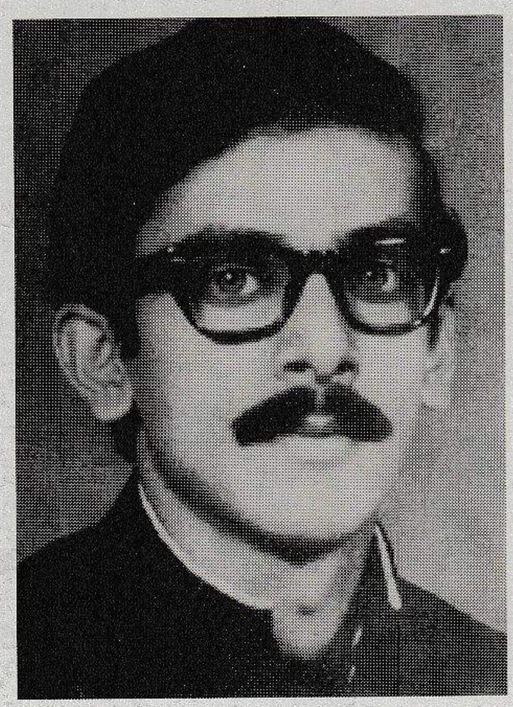
১৫ আগস্ট ১৯৭৫, হিংস্র সেনাদের গুলিতে বঙ্গবন্ধুর সাথে আরো যাঁরা নিহত হয়েছেন
Those who were killed along with Bangabandhu by the brute soldiers
–15 August 1975



বেগম ফজিলাতুননেছা মুজিব
Begum Fazilatunnesa Mujib



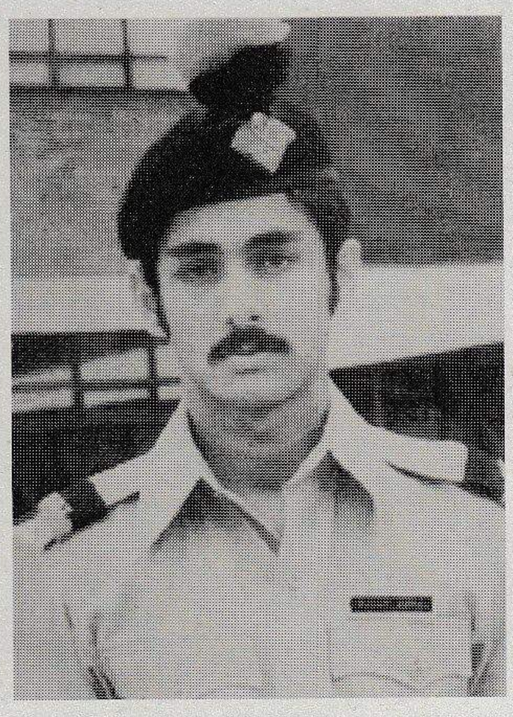
শেখ রাসেল
Sheikh Russel



শেখ কামাল
Sheikh Kamal



সুলতানা কামাল
Sultana Kamal



শেখ জামাল
Sheikh Jamal



পারভিন জামাল রোজী
Parvin Jamal Rosy

১৫ আগস্ট ১৯৭৫, ভোর রাতে ধানমন্ডির ৩২নং সড়কের ঐতিহাসিক বাড়ি আক্রমণ করে ঘাতকের দল। নির্মমভাবে হত্যা করে স্বাধীনতার প্রাণপুরুষ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, তাঁর স্ত্রী বেগম ফজিলাত নেছাকে, জ্যেষ্ঠপুত্র মুক্তিযোদ্ধা লেঃ শেখ কামাল ও লেঃ শেখ জামালকে এবং তাঁদের নব-পরিণীতা স্ত্রী সুলতানা কামাল ও পারভীন জামাল রোজীকে, বঙ্গবন্ধুর একমাত্র ভাই শেখ আবু নাসেরকে।

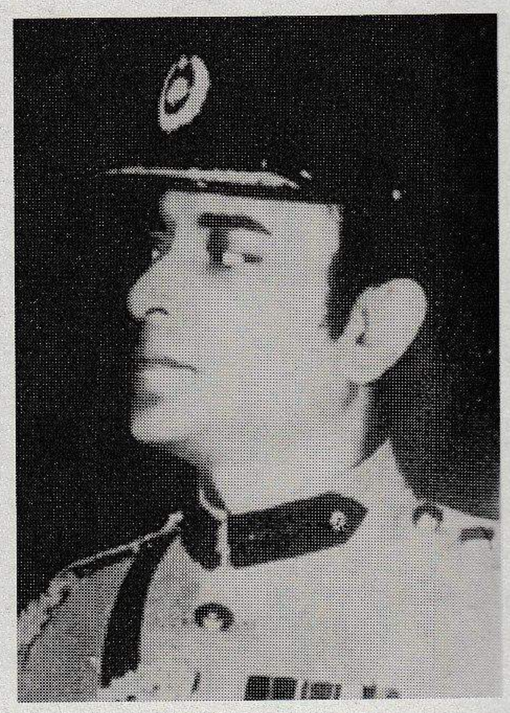
বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ পুত্র রাসেল 'মায়ের কাছে যাব' বলে কাঁদছিল। বাবা, মা ও ভাইদের লাশ দেখিয়ে খুনিরা ঠাণ্ডা মাথায় তাকে নির্মমভাবে হত্যা করে। খুনিদের ভাষায় রাসেলকে ওরা "দয়া করে হত্যা করেছে"।

কর্নেল জামিল ছুটে এসেছিলেন বঙ্গবন্ধুকে বাঁচাতে, তাঁকেও খুনিরা হত্যা করে।

একই সঙ্গে খুনিরা মিন্টু রোডের বাড়িতে কৃষিমন্ত্রী আবদুর রব সেরনিয়াবাতকে হত্যা করে। তাঁর ১৩ বছরের মেয়ে বেবী, ১০ বছরের ছেলে আরিফ, ৪ বছরের দৌহিত্র সুকান্ত আবদুল্লাহকে হত্যা করে। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র সাংবাদিক শহীদ সেরনিয়াবাত, ১৬ বছরের কিশোর আবদুল নঈম খান রিন্টুসহ বাড়িতে অবস্থানরত আত্মীয়স্বজন, আশ্রিতজন ও পরিচারক ও পরিচারিকাসহ বহু মানুষ হত্যা করে।



শেখ আবু নাসের
Sheikh Abu Naser



কর্নেল জামিলউদ্দিন আহমেদ
Col. Jamiluddin Ahmed

ঘাতকের অপর একটি দল একই সময়ে ধানমন্ডির অপর একটি বাড়িতে হত্যা করে যুবনেতা শেখ ফজলুল হক মণি ও তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী আরজুকে।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে হত্যা করে ঘাতকের দল মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধকে বিনষ্ট করতে চেয়েছে। বাঙালি জাতির অস্তিত্বকে নস্যাৎ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে ধ্বংস করতে চেয়েছে।



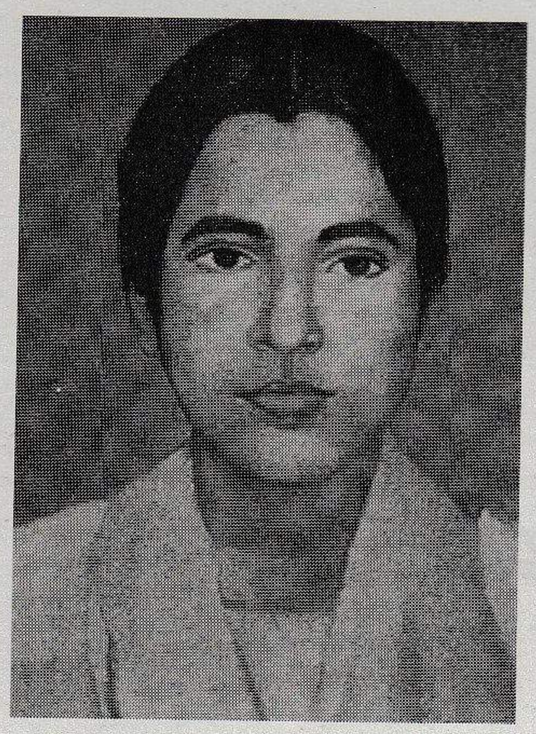
আবদুর রব সেরনিয়াবাত
Abdur Rab Serniabat



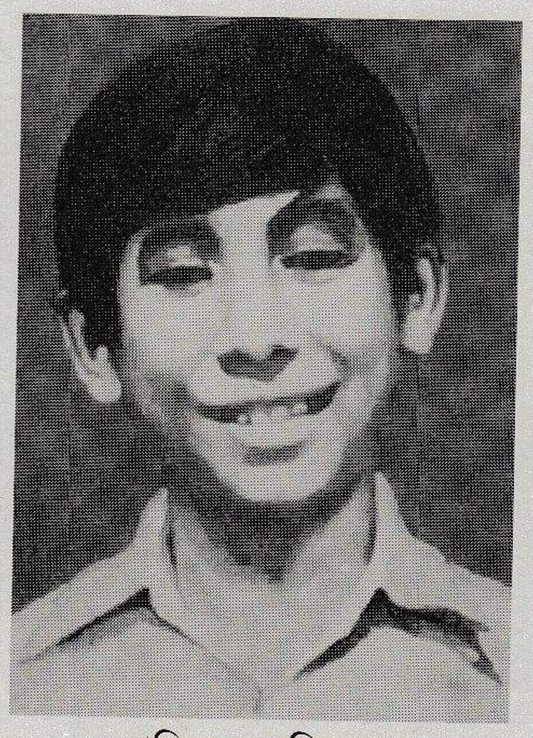
শেখ ফজলুল হক মণি
Sheikh Fazlul Haque Moni



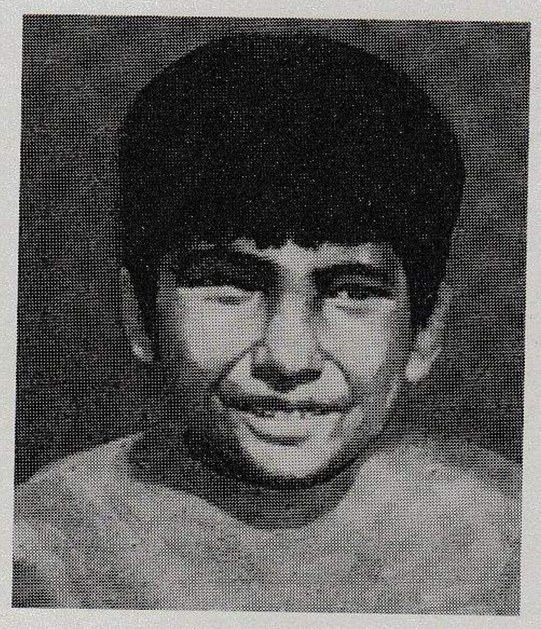
বেগম আরজু মণি
Begum Arzoo Moni



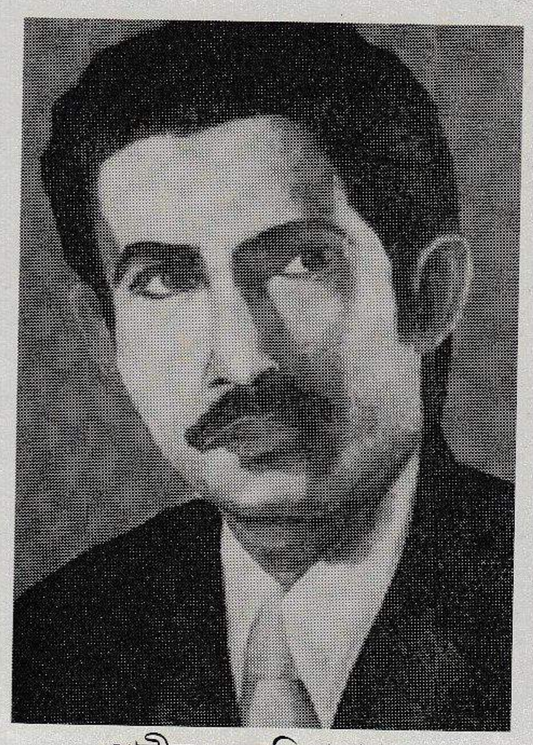
বেবী সেরনিয়াবাত
Baby Serniababat



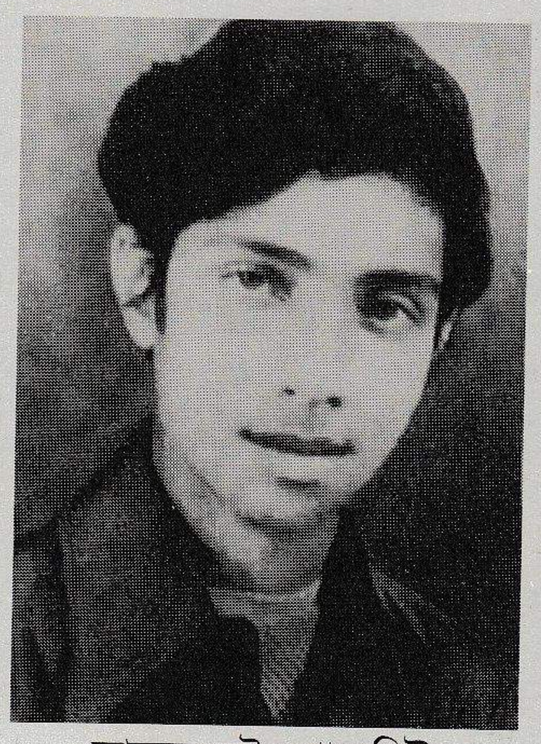
আরিফ সেরনিয়াবাত
Arif Serniababat



সুকান্ত আবদুল্লাহ
Sukanto Abdullah



শহীদ সেরনিয়াবাত
Shahid Serniababat



আবদুল নঈম খান রিন্টু
Abdul Naim Khan Rintu

All of a sudden, as dawn was ushering in on 15 August 1975 the historic house at Road No. 32 Dhanmondi and some other targeted houses were attacked by a group of treacherous soldiers. In that massacre they killed the Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, who had beamed the path of the freedom of the country. They killed Begum Fazilatunnesa Mujib. They killed brave freedom fighters Lt. Sheikh Kamal, Lt. Sheikh Jamal and newly-wed Sultana Kamal and Parvin Jamal Rosy, who had the henna marks on their palms.

Little Russel, only ten years old, was crying in fear, "Please take me to my mother, please take me to my mother". The killers dragged him to the dead body of his mother and showing the corpses of his father and brothers; they pushed him down and shot him there. They described that they have killed Russel with "mercy." There was a lot of killing that morning. The only brother of Bangabandhu, Sheikh Abu Naser was killed mercilessly.

The killers also killed Colonel Jamil, who had rushed to save the life of the Father of the Nation.

The killers went to the house of Agriculture Minister Abdur Rab Serniabat and murdered all who were present in the house, including his thirteen year old daughter Baby, ten year old son Arif, his four year old grandson Sukanto, his nephews journalist Shahid Serniabat and Abdul Nayeem Khan Rintu. The killers did not spare the servants and others who had taken shelter and use to stay in that house.

To complete the blueprint of massacre, the list goes on and on. Sheikh Fazlul Huq Moni, a prominent youth leader and his pregnant wife Arzoo Moni were mercilessly killed.

The bunch of murderers conspired to destroy the spirit and the values of the War of Independence by assassinating the greatest Bengali of thousand years, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. They wanted to destroy the Independence of Bangladesh by abolishing the existence of the Bengali Nation.

তিনি তো শুধু একজন ব্যক্তি নন। একটি প্রতিষ্ঠান। একটি আন্দোলন। একটি বিপ্লব। একটি অভ্যুত্থান। জাতি নির্মাণের কারিগর। মহাকাব্যের অমর-গাথা এবং একটি ইতিহাস।

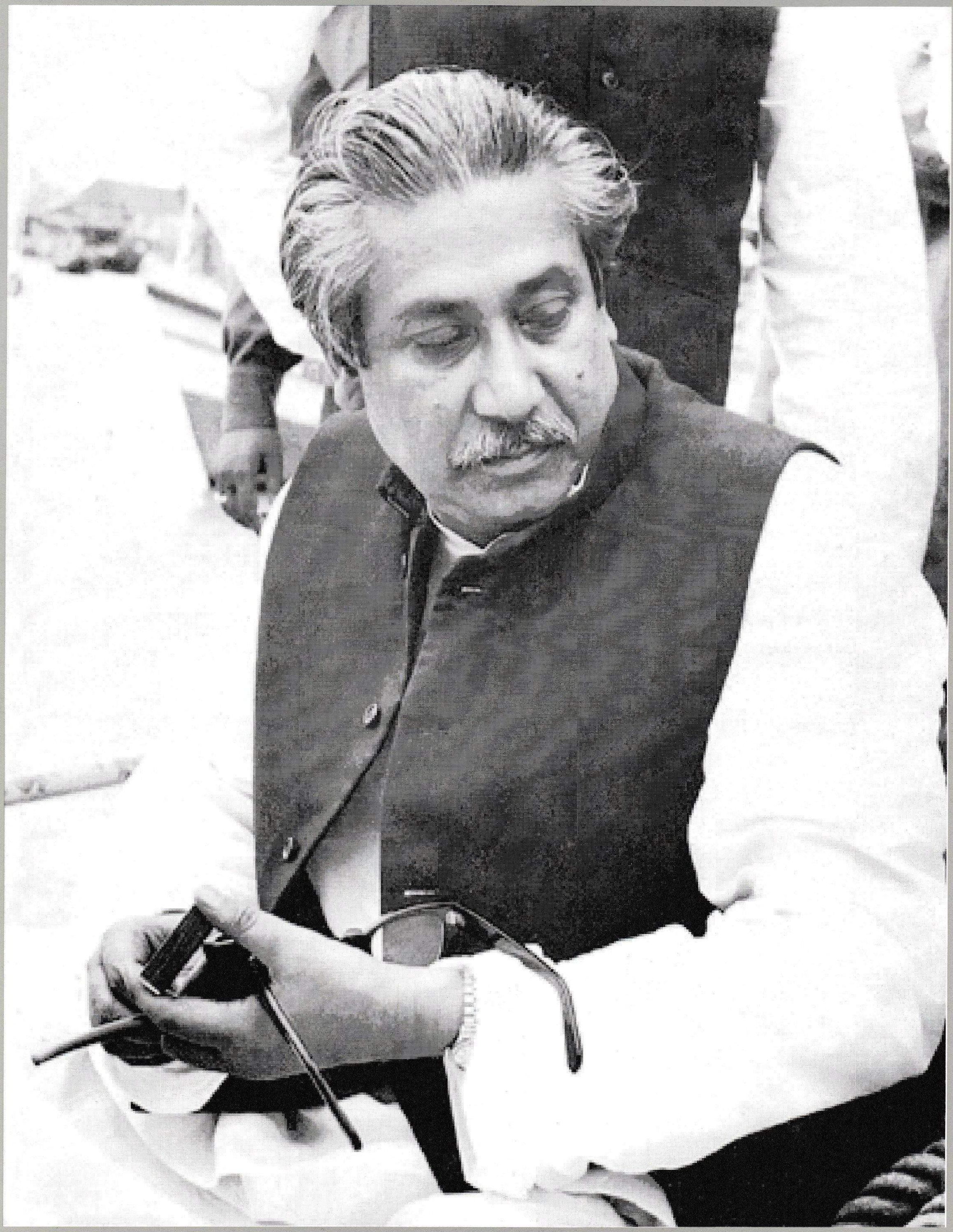
এই ইতিহাসের ব্যাপ্তি হাজার বছর। তাই সমকাল তাঁকে স্বীকৃতি দিয়েছে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে। ভাবীকাল তাঁকে স্বীকৃতি দেবে মহাকালের মহানায়ক রূপে।

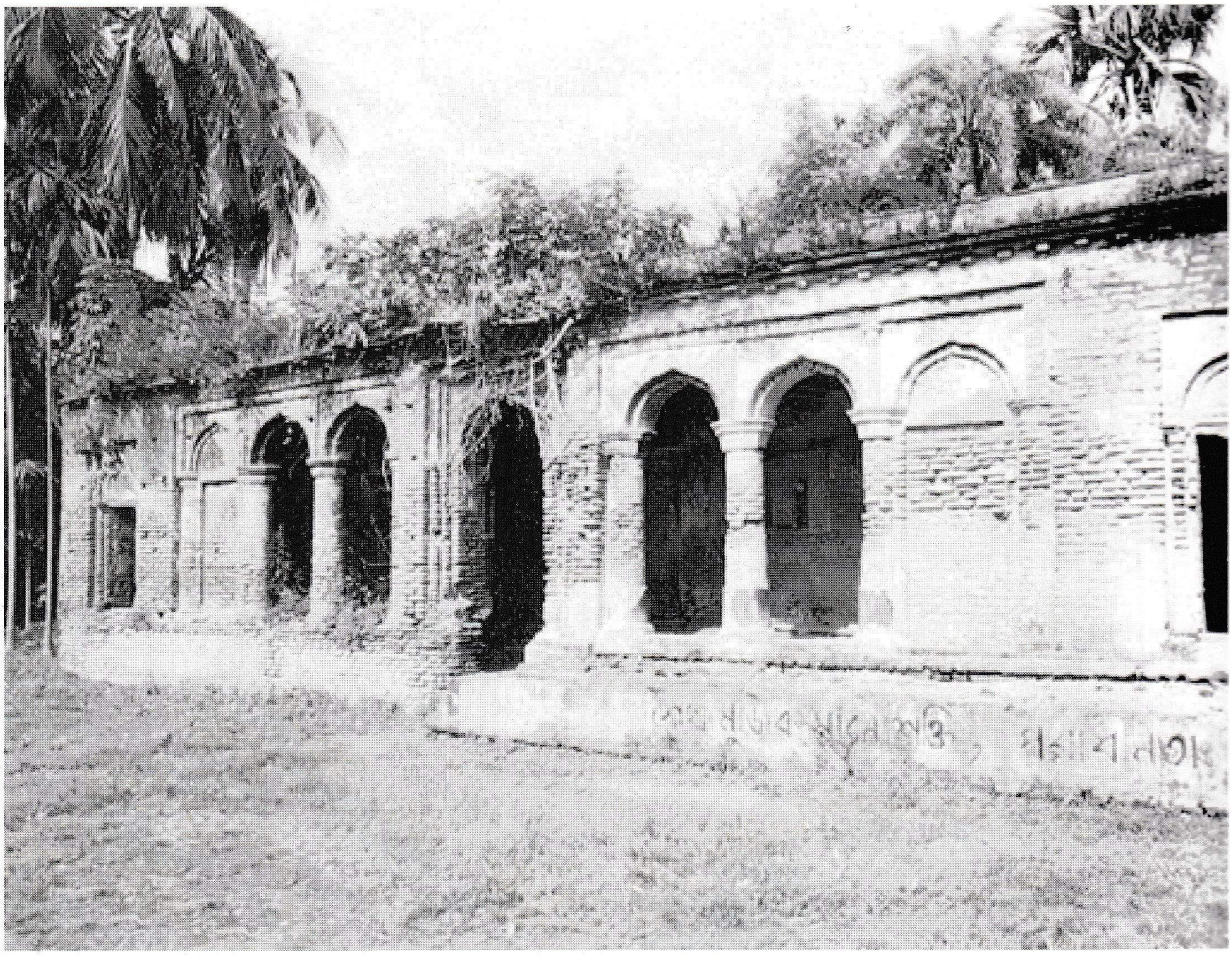
তিনিও ইতিহাসে অক্ষয় ধ্রুবতারার মতো অম্লান গরিমায় ভাস্বর হয়ে থাকবেন। বাঙালি জাতিকে পথ দেখাবেন।

He is not a mere individual. He is an institution, a movement, a revolution, an upsurge. He is the architect of a nation. He is the essence of an epic poetry and he himself is the history.

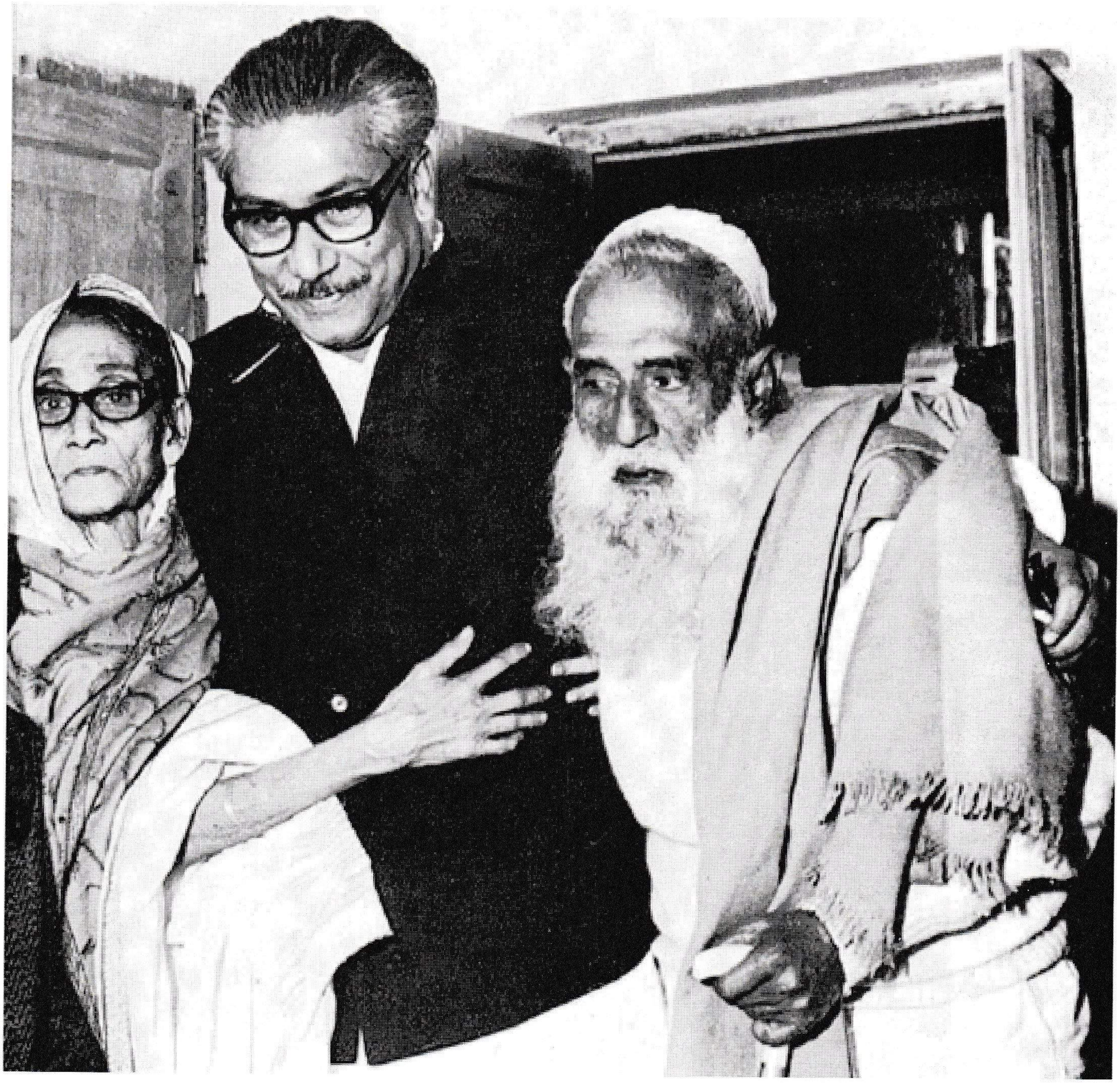
This history goes back a thousand years. This is why contemporary history has recognised him as the greatest Bengali of the past thousand years. The future will call him the champion of eternal time.

He will shine like the polestar in immaculate luminosity in the history. He will show path to the Bengali nation.





টুঙ্গিপাড়ায় আদি পৈত্রিক বাড়ি
Ancestral home at Tungipara

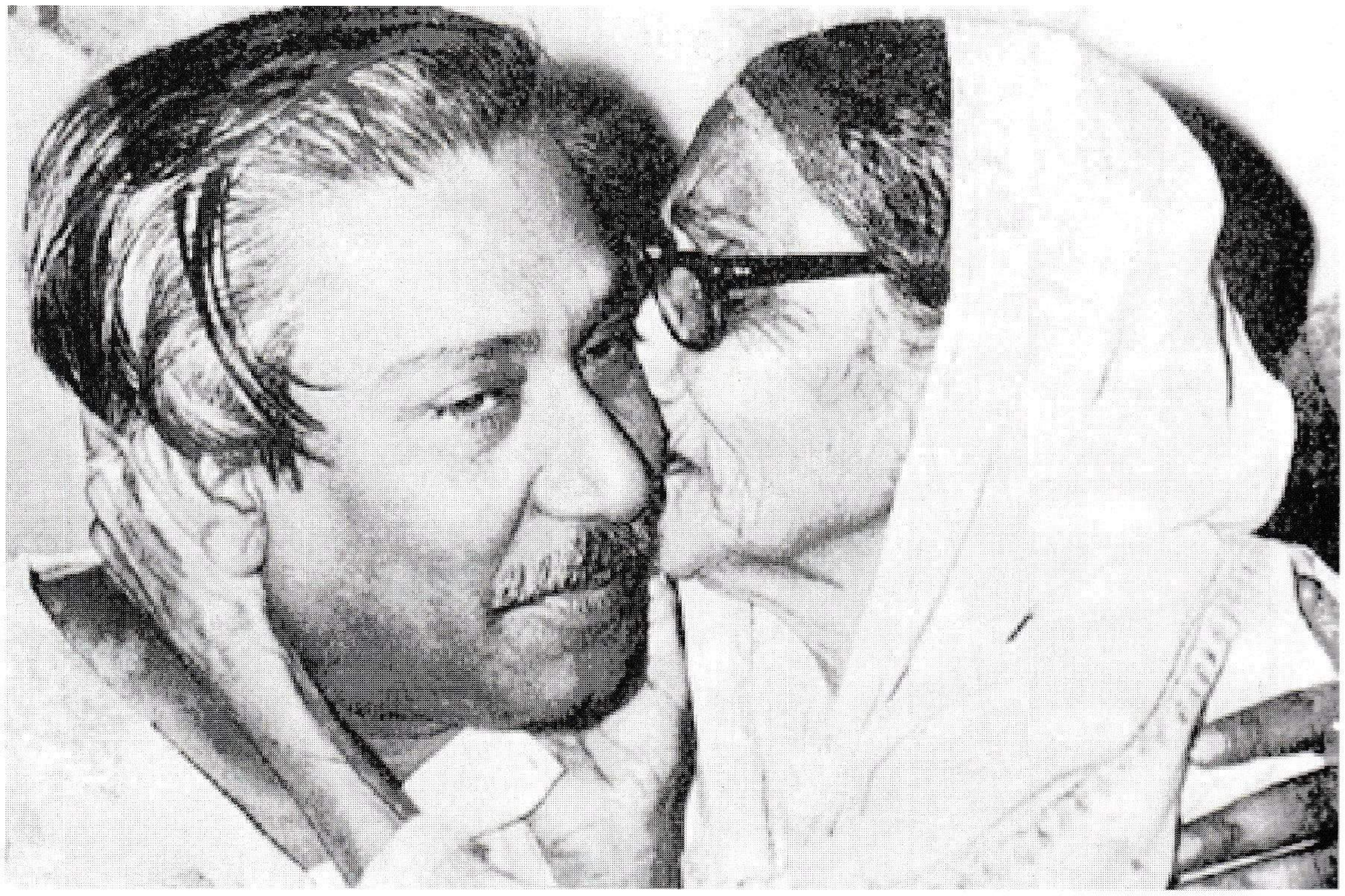


বাবা মায়ের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু
বাবা–শেখ লুৎফর রহমান
মা–সায়েরা খাতুন
The son in the warmth of parental love: Bangabandhu with his parents
Father: Sheikh Lutfar Rahman
Mother: Sayera Khatun

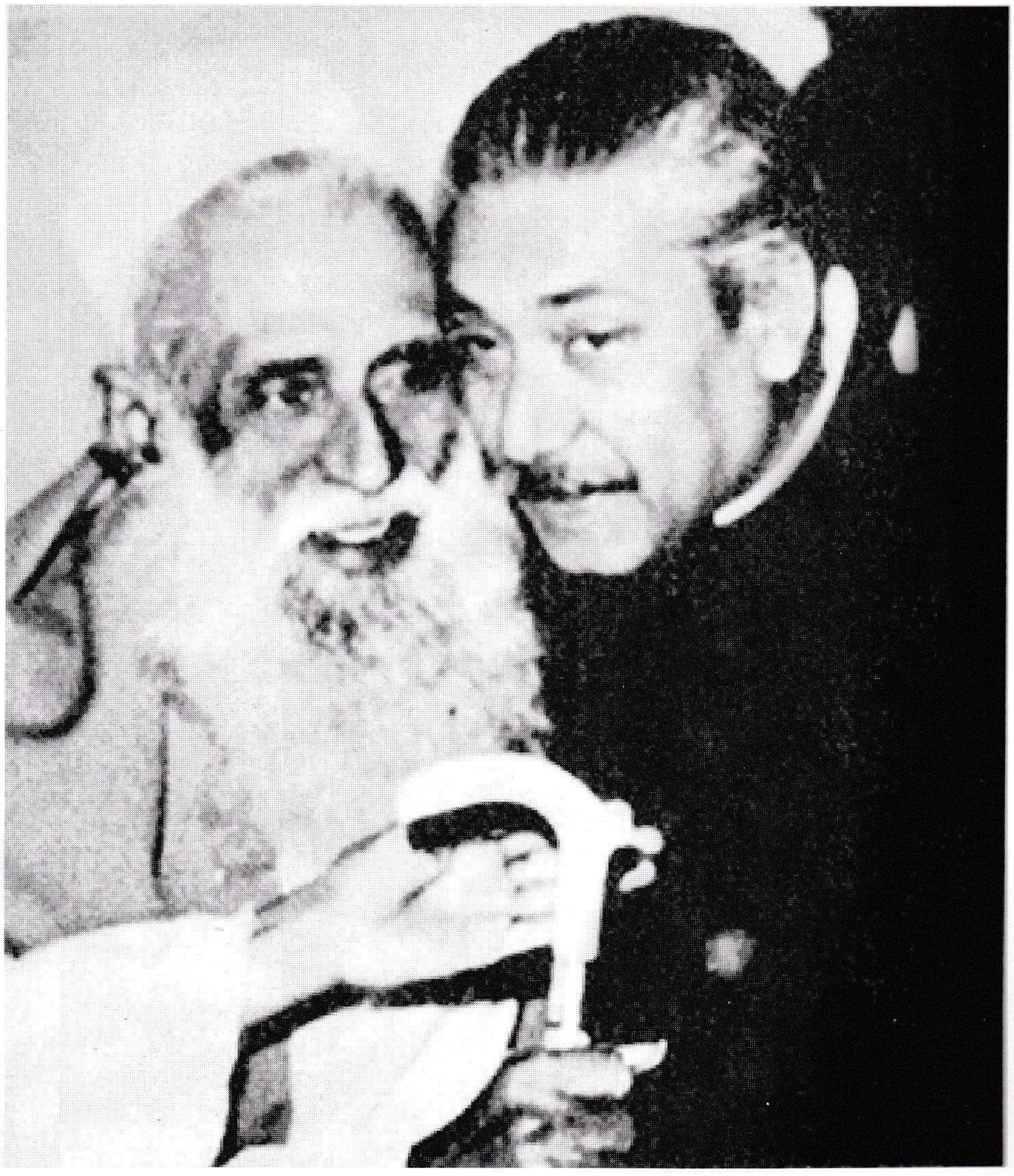


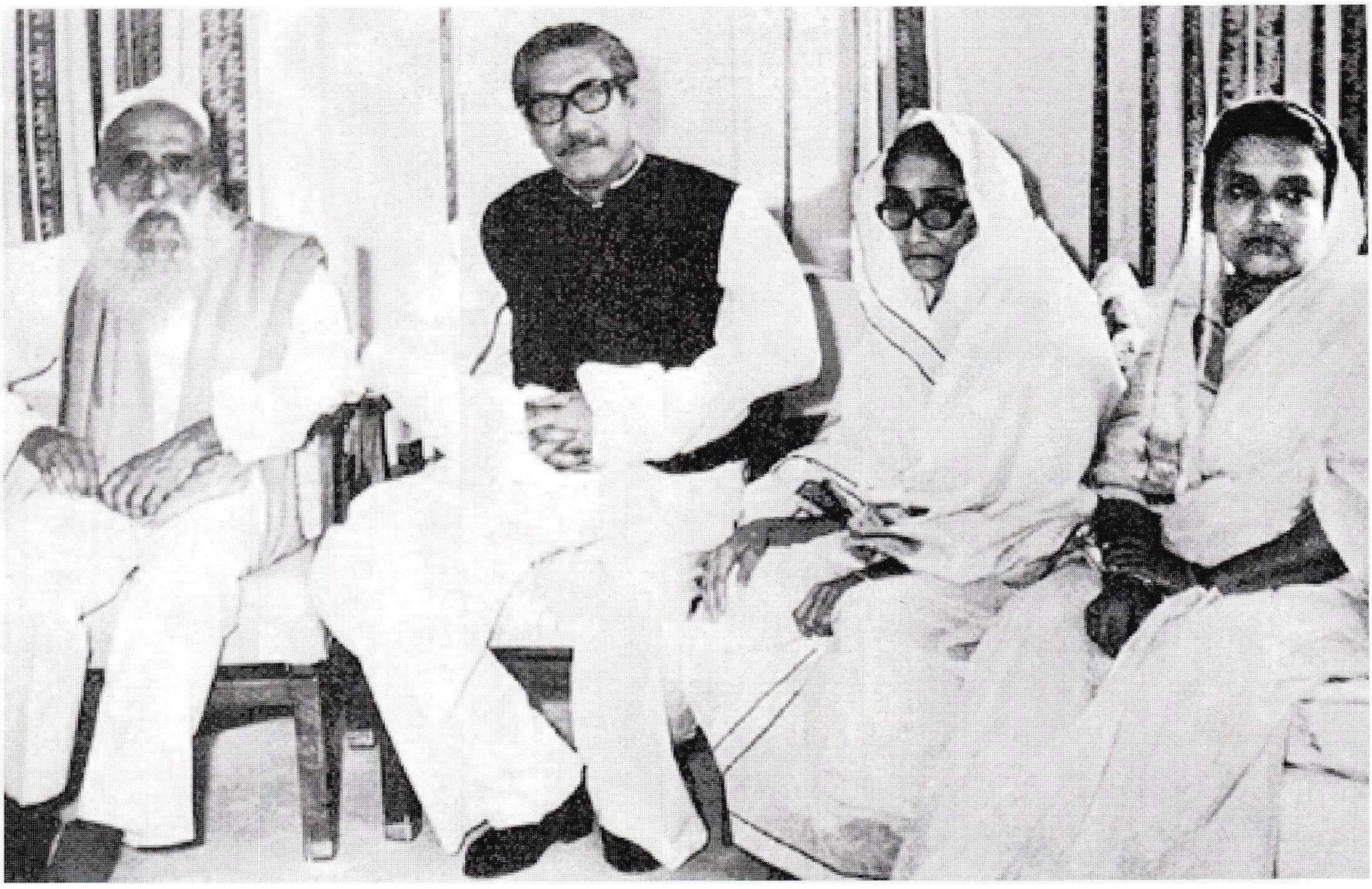


তরুণ নেতা শেখ মুজিব–১৯৫০ সাল।
Sheikh Mujib, the rising young political leader–1950.
বামের পৃষ্ঠায় : টুঙ্গিপাড়ায় স্ত্রী বেগম ফজিলাতুননেছাসহ যুবক শেখ মুজিব–১৯৪৭
Left: A youthful Sheikh Mujibur Rahman with wife Fazilatunnesa at Tungipara–1947



মায়ের আদর
বাবার আদর
The adore of parents

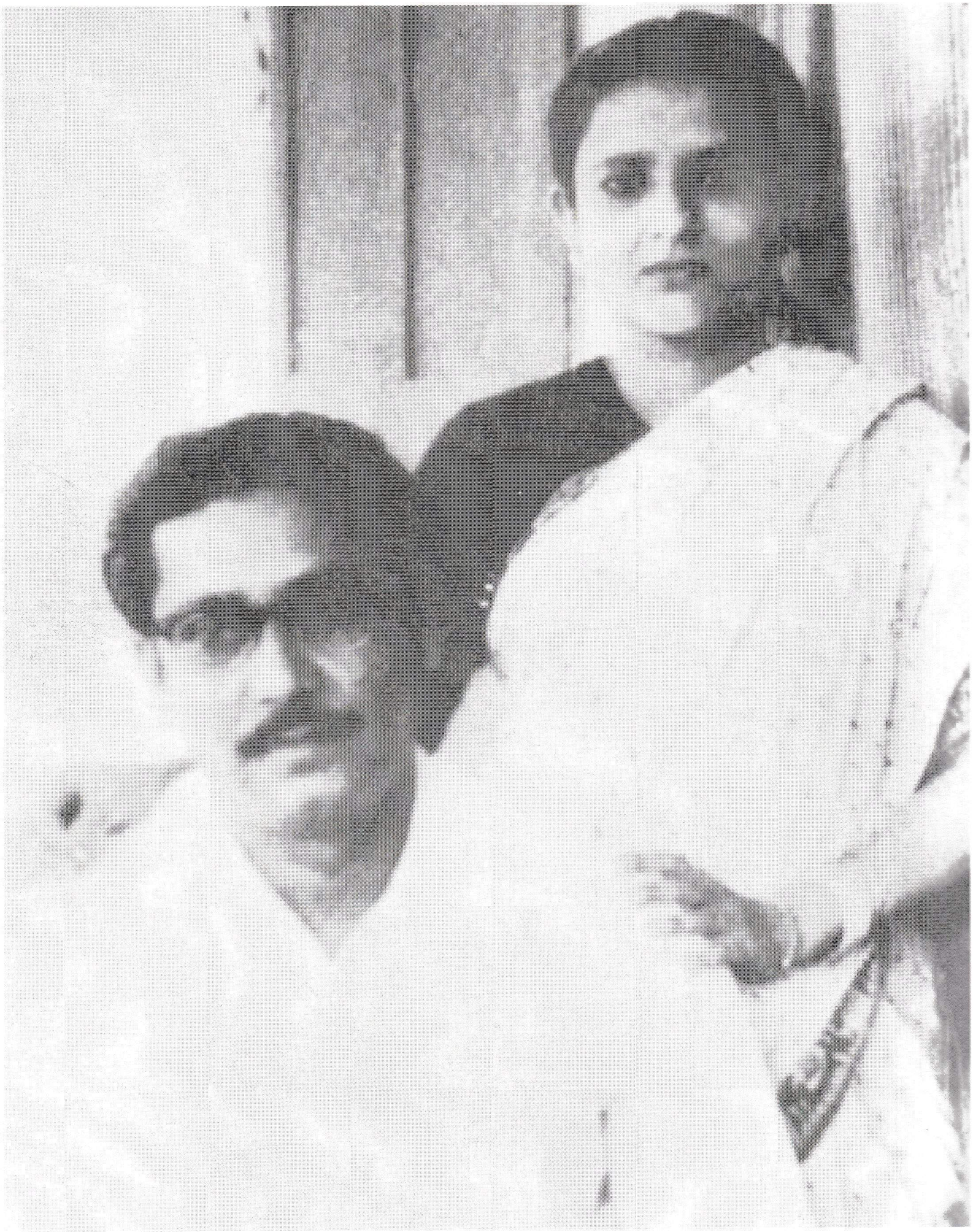




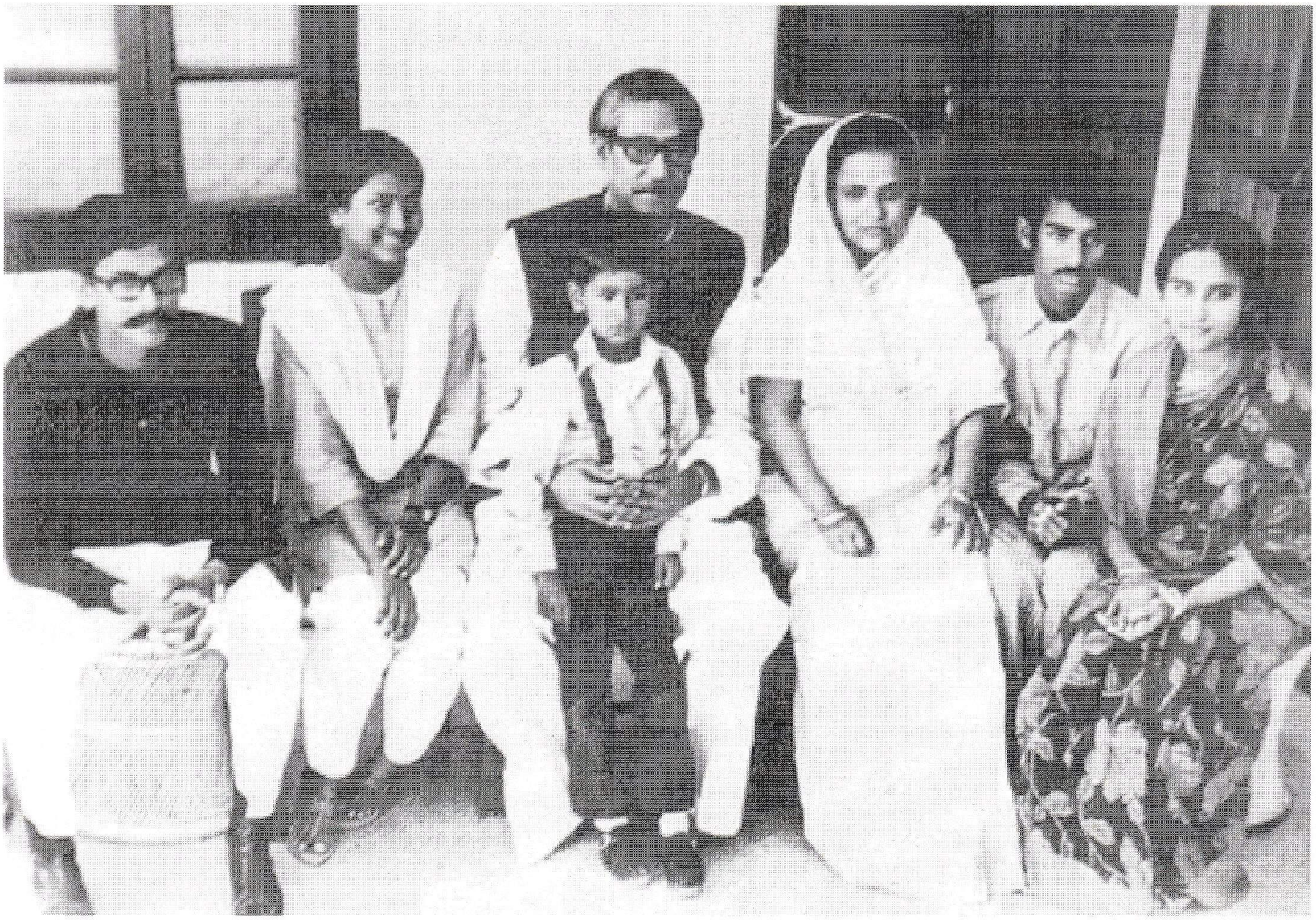
বাবা, মা ও স্ত্রীসহ বঙ্গবন্ধু
Bangabandhu and Begum Fazilatunnesa with his parents



মায়ের হাতে খাওয়া সবসময়ই আনন্দের
It's a pleasure to be fed by a beloved mother

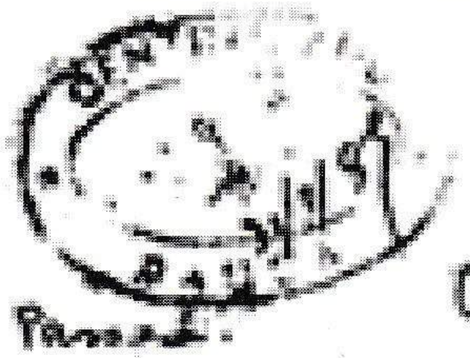


১৯৬১–বঙ্গবন্ধু ও বেগম ফজিলাতুননেছা
Bangabandhu and his wife Begum Fazilatunnesa–1961



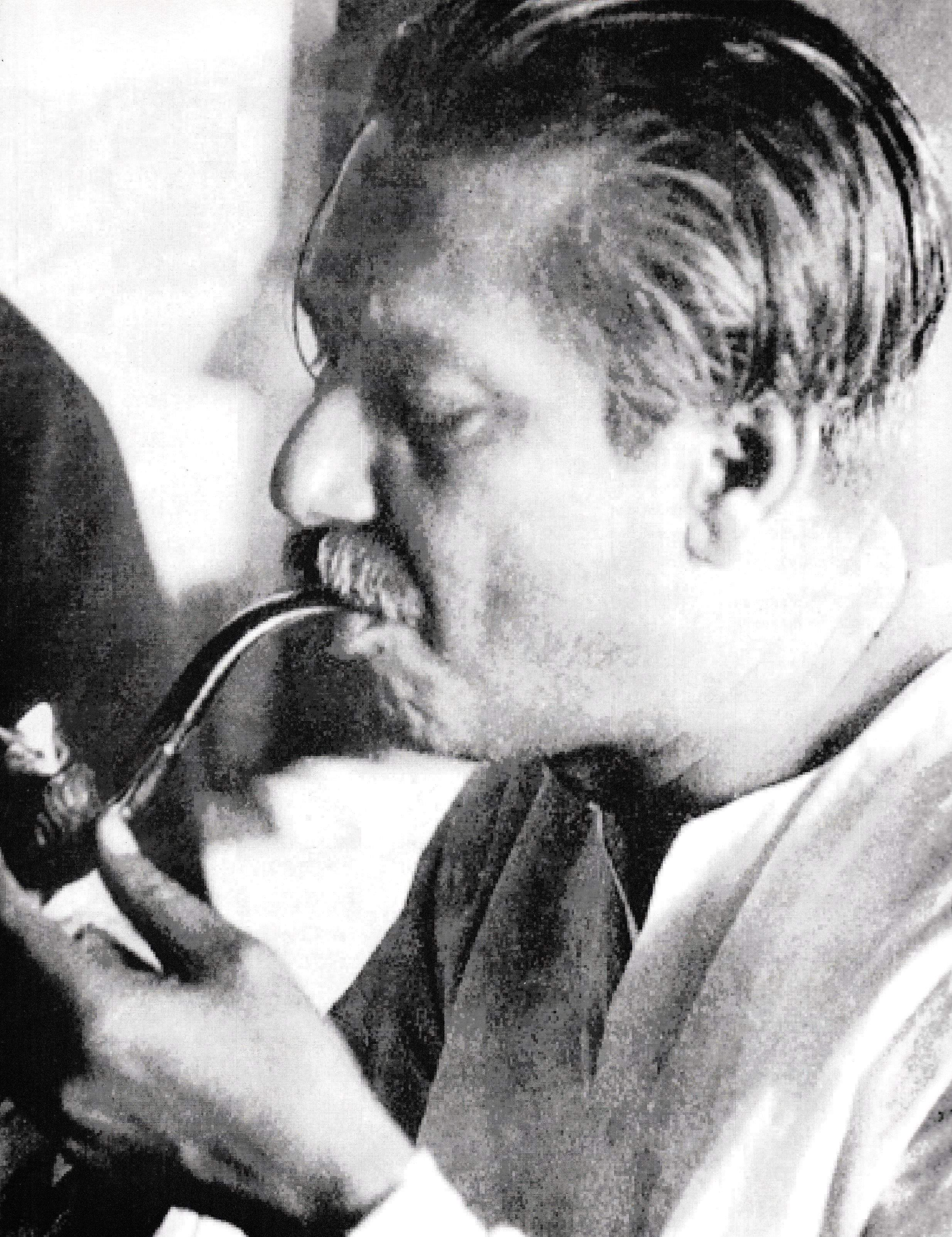
সপরিবারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বামে : স্ত্রী বেগম ফজিলাতুননেছা, তারপর শেখ জামাল ও শেখ হাসিনা, ডানে : শেখ রেহানা, শেখ কামাল এবং কোলে শেখ রাসেল : ১৯৭২

The Father of the Nation with members of his family. Left: Wife Begum Fazilatunnesa, son Sheikh Jamal and Daughter Sheikh Hasina. Right: Daughter Sheikh Rehana and son Sheikh Kamal. On Bangabandhu's lap is the youngest son Sheikh Russel–1972



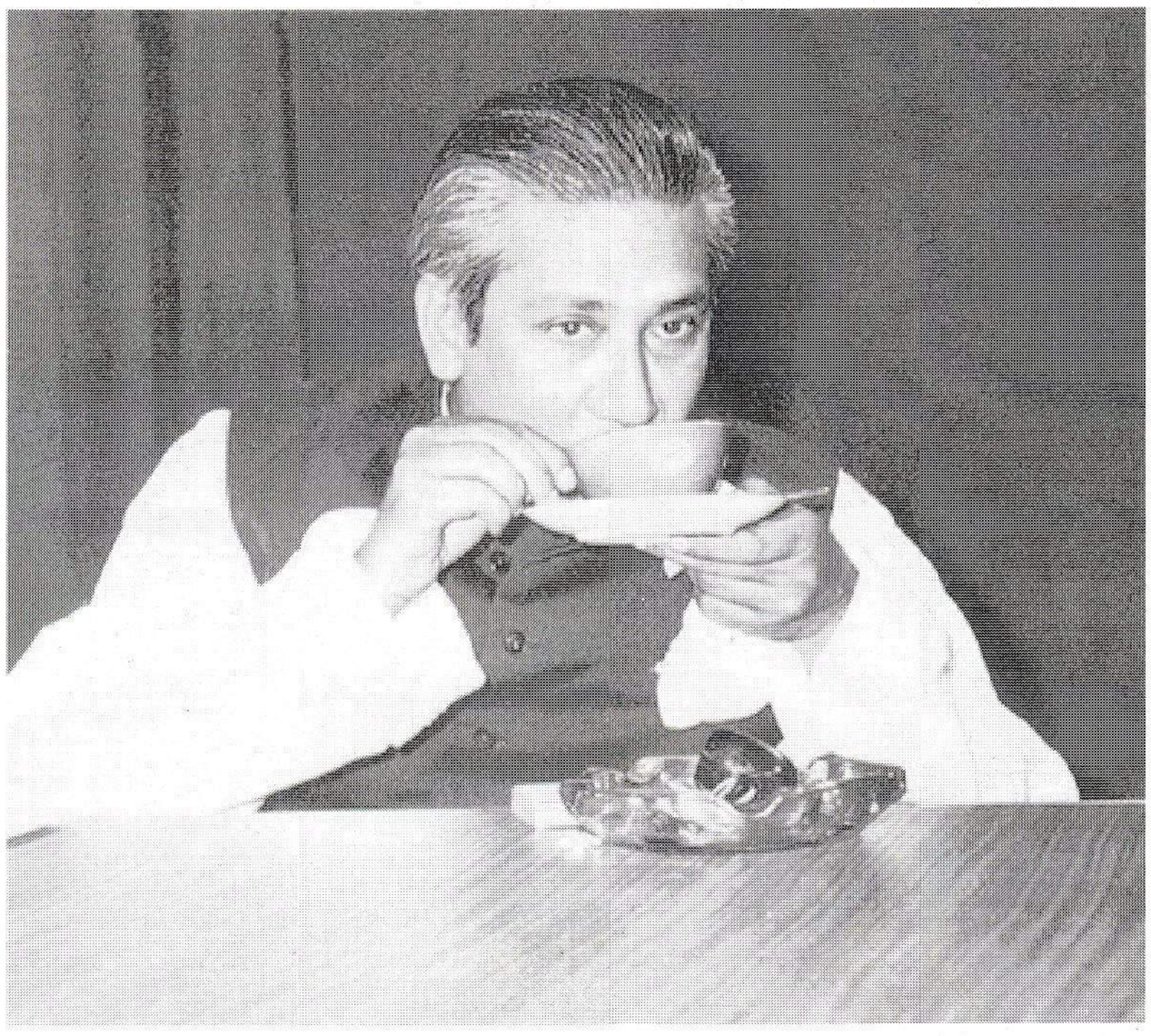
১৬ এপ্রিল ১৯৫৯, ঢাকা সেন্ট্রাল জেল থেকে ফজিলাতুননেছাকে লেখা বঙ্গবন্ধুর চিঠি
Letter written by Bangabandhu to beloved wife Begum Fazilatunnesa from Dhaka Central Jail on 16 April 1969

ইতালি-প্রবাসী কন্যা শেখ হাসিনাকে লেখা বাবার চিঠি
Father's letter to daughter Sheikh Hasina while she was in Italy



পরিবারের সবার সাথে খাওয়ার টেবিলে
Bangabandhu at lunch with family members
সারাদিনের পর এক কাপ চা
A cup of tea after a long day

বামের পৃষ্ঠায় : বিশ্রামে পাইপ হাতে
Left page : with his pipe at recess



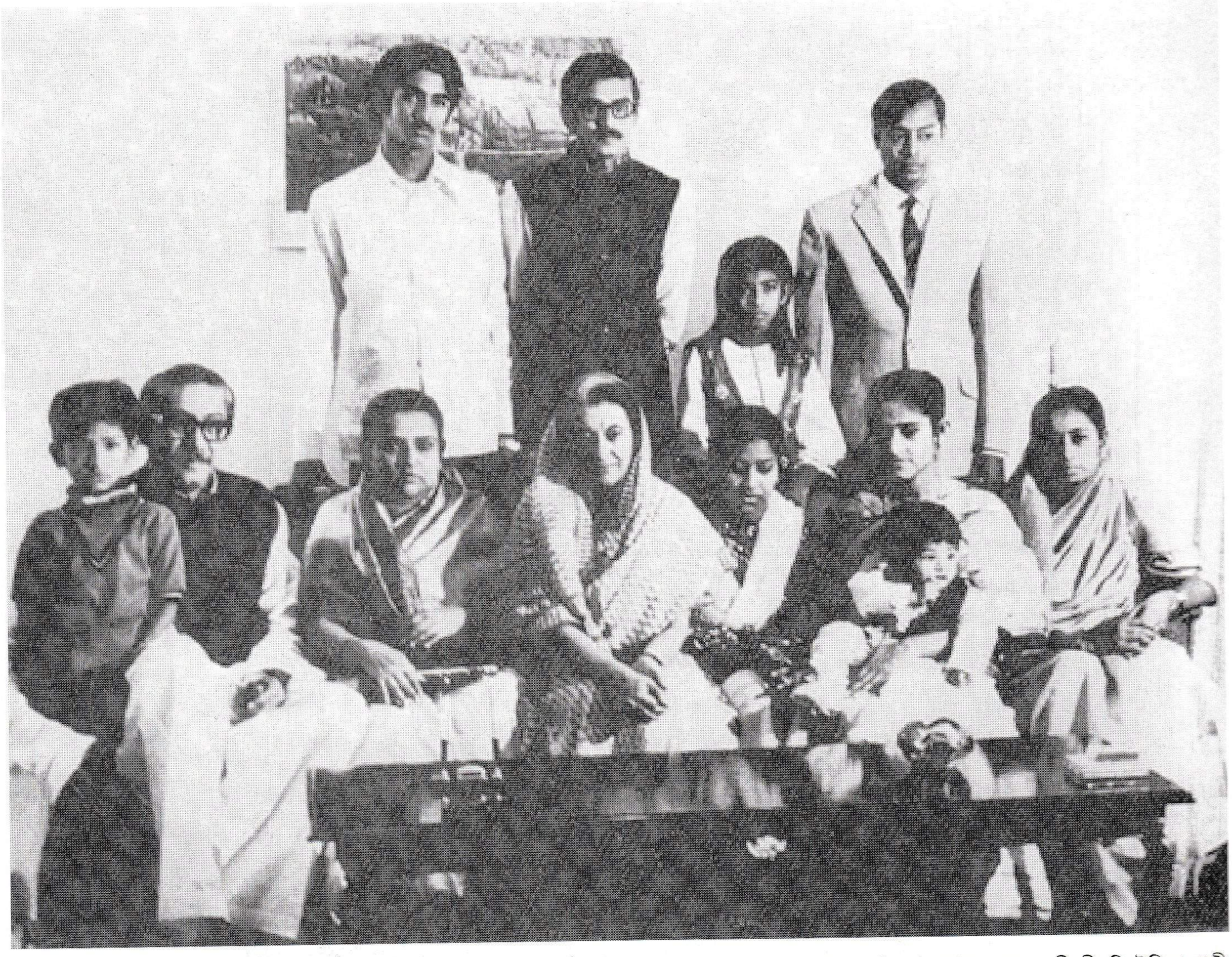


৩০ মার্চ ১৯৭৫, বাবার মৃত্যুতে শোকে মুহ্যমান–পাশে পুত্র শেখ কামাল

Bangabandhu mourns at his father's demise. Beside him his eldest son Sheikh Kamal–March 30, 1975

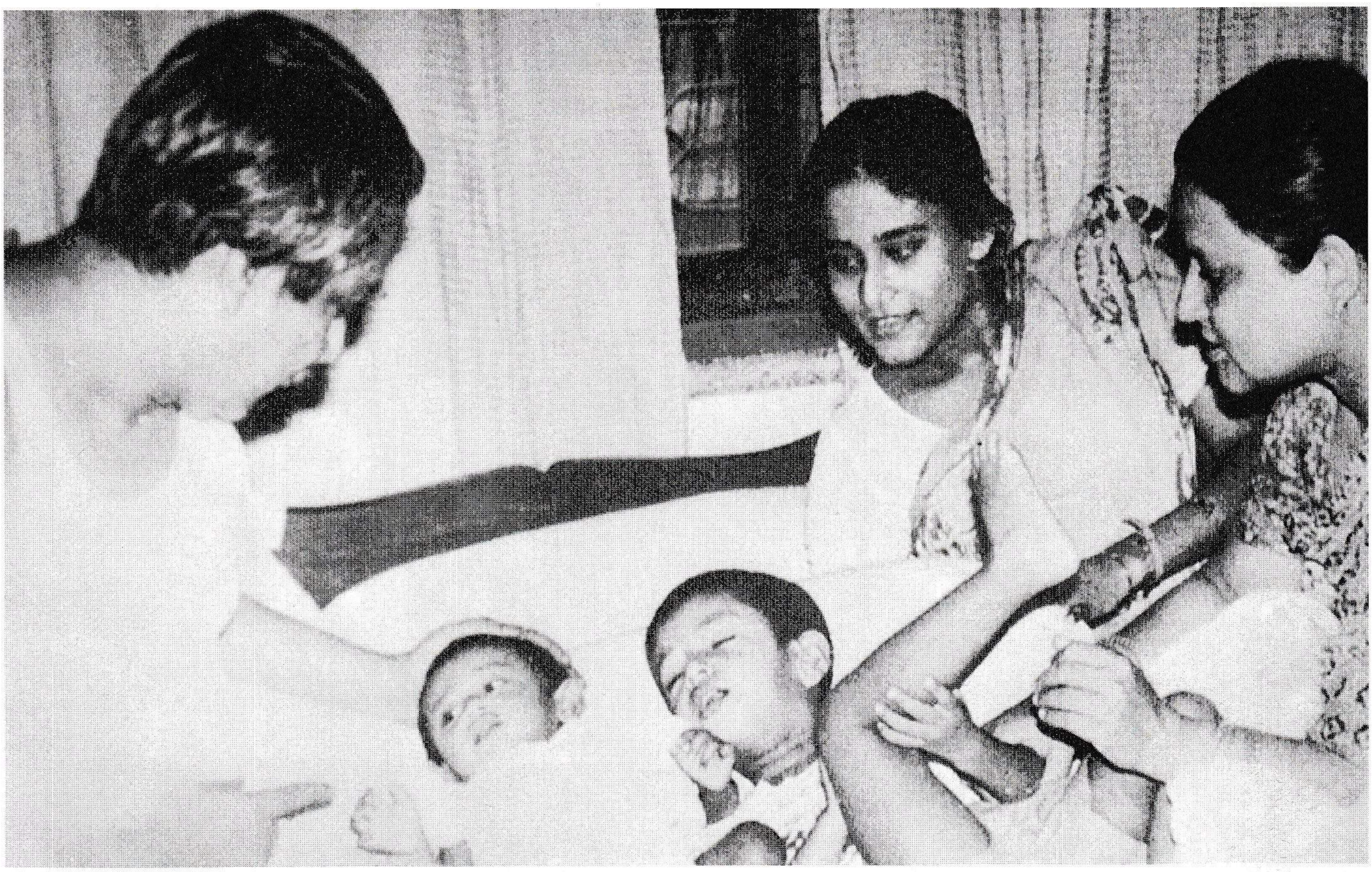


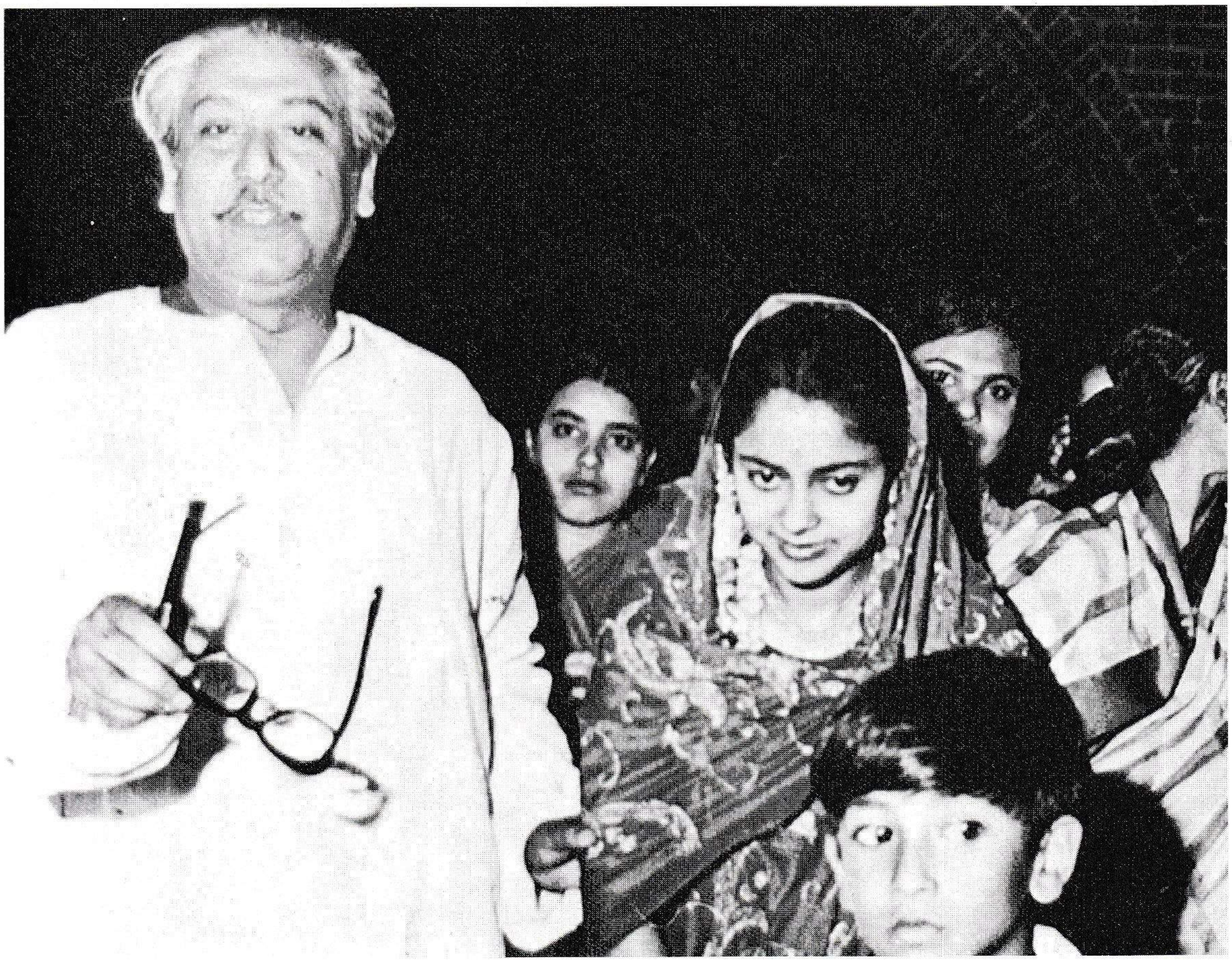
লন্ডনে চিকিৎসারত স্বামীর পাশে বেগম মুজিব
Begum Mujib beside her ailing husband at a London Hospital



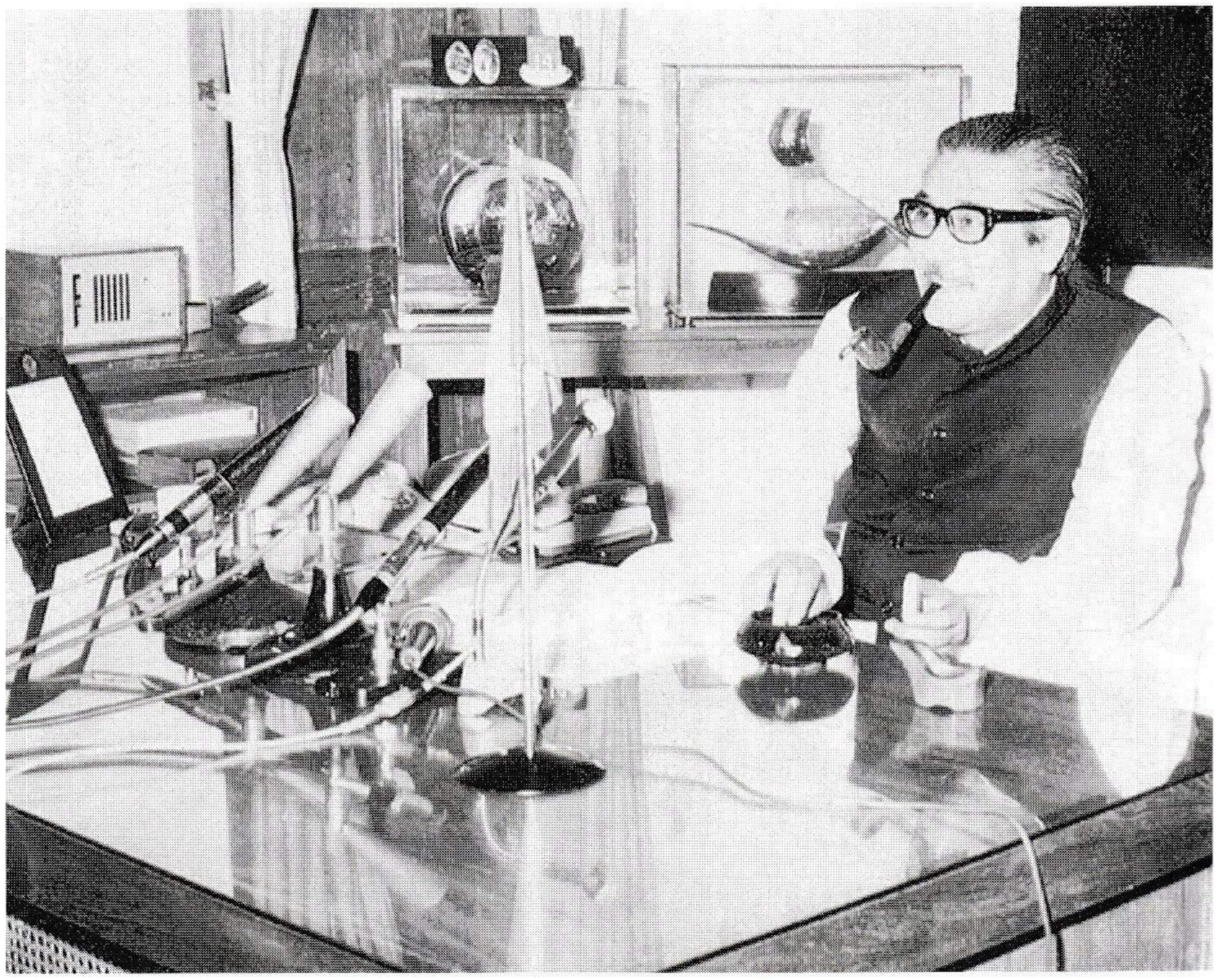
বঙ্গবন্ধু পরিবারের মাঝে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী
উপবিষ্ট বাম থেকে : শেখ রাসেল, বঙ্গবন্ধু, বেগম মুজিব, ইন্দিরা গান্ধী, শেখ রেহানা, শেখ হাসিনা (কোলে জয়), বেগম রাজিয়া নাসের
দণ্ডায়মান বাম থেকে : এম ওয়াজেদ মিয়া, তাহমিনা শেখ, শেখ কামাল ও শেখ জামাল
ডানের পৃষ্ঠায় : নাতি জয় ও নাতনি পুতুলকে আদর করছেন বঙ্গবন্ধু, সঙ্গে বেগম মুজিব ও কন্যা শেখ হাসিনা
নিচের ছবি : পুত্রবধূ সুলতানাকে সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন

Indian Prime Minister Sreemati Indira Gandhi among family members of Bangabandhu
Seated from the left: Sheikh Russel, Bangabandhu, Begum Mujib, Indira Gandhi, Sheikh Rehana, Sheikh Hasina with Joy, Begum Razia Naser
Standing from the left: M. Wazed Miah, Tahmina Sheikh, Sheikh Kamal & Sheikh Jamal
Right: Moments of happiness with grandchildren Joy and Putul. Also in the picture are Begum Mujib and daughter Sheikh Hasina
Below: Bangabandhu introduces daughter-in-law Sultana Kamal to guests

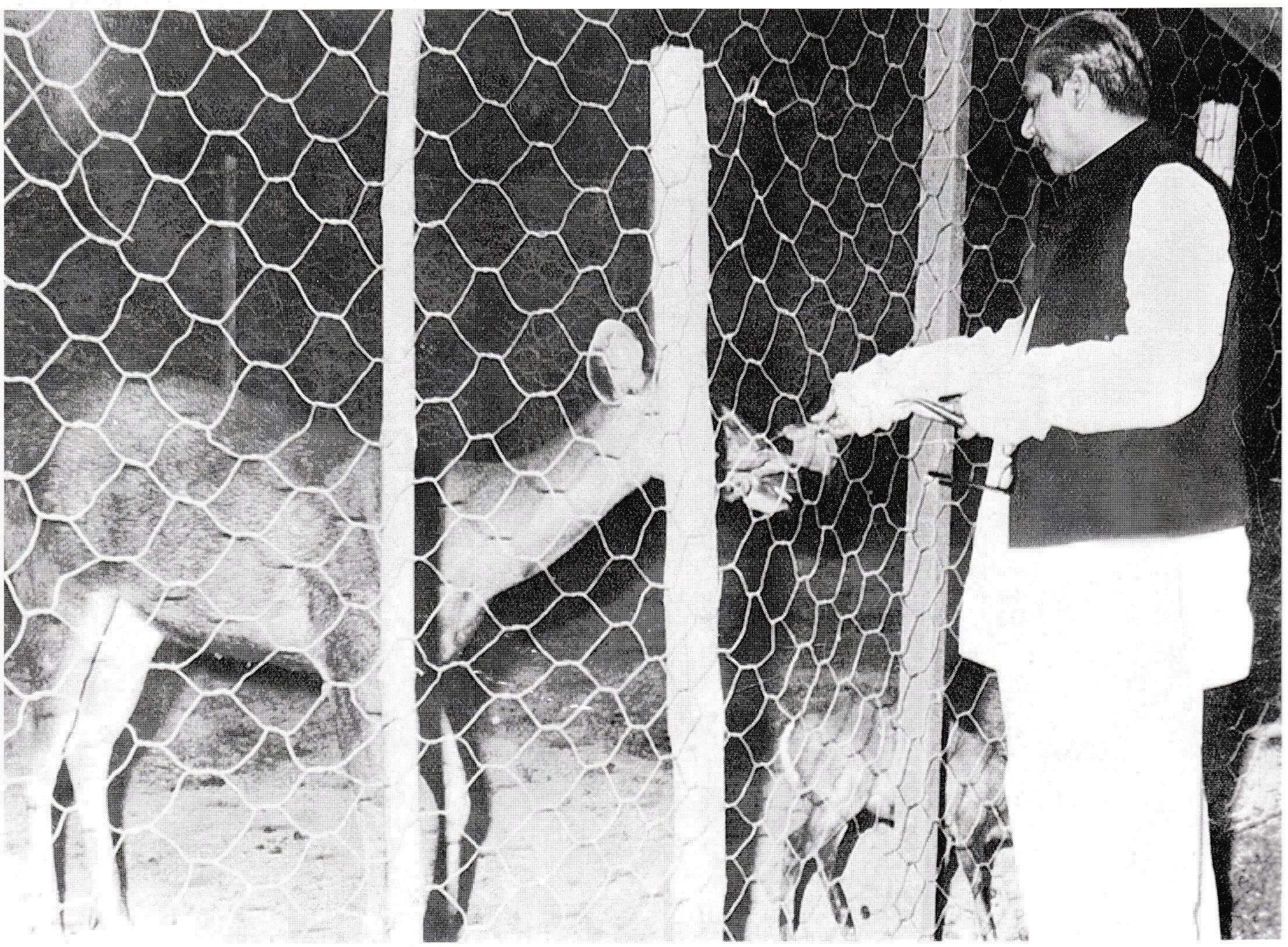




বাড়িতে নিজের কার্যালয়ে
Bangabandhu in his office at residence
নিচে : পোষা হরিণের দেখাশুনা
Looking after a pet deer



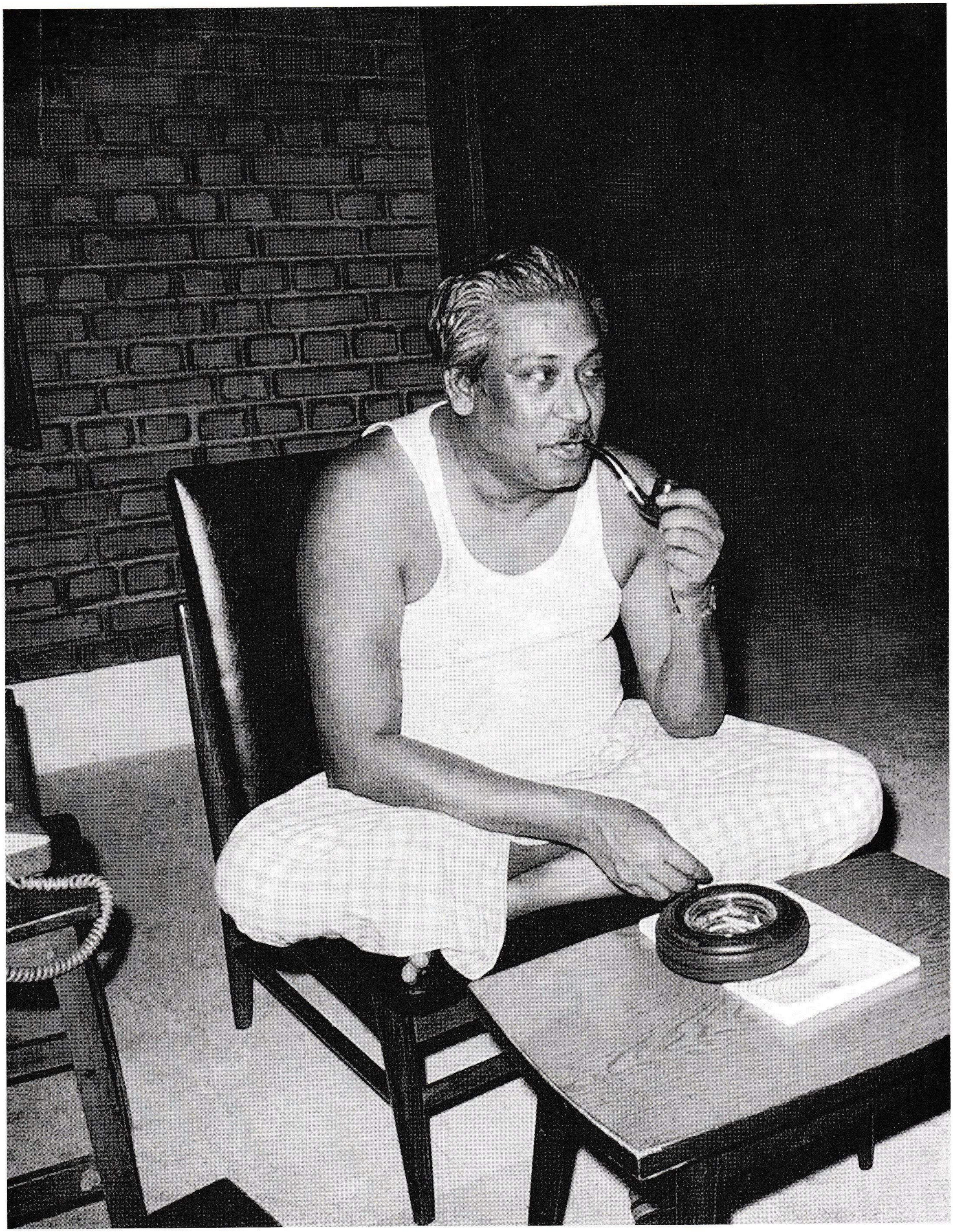
শান্তির শ্বেত কপোত
The pigeons of peace





নিজের ব্যক্তিগত লাইব্রেরিতে এবং বাগানে একান্তে
Moments in reflection : Bangabandhu in his library, in the garden and with his pipe







জ্যেষ্ঠ পুত্র শেখ কামাল ও
কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলসহ
বঙ্গবন্ধু

Bangabandhu with
eldest son Sheikh
Kamal and youngest
son Sheikh Russel



যুদ্ধবিধ্বস্ত বালাদেশ
৩০ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে বাংলাদেশ
৭ কোটি মানুষের খাদ্য, বাসস্থান, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তাসহ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি ...
সোনার বাংলা গড়ে তুলতে হবে

Bangabandhu in deep contemplation: A war-ravaged Bangladesh, a land freed through the sacrifices of three million souls. Economic emancipation, assurance of food and shelter and security of life are the priorities for seventy million people. The dream of Golden Bengal must come into reality

জাতির জনক
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
জীবন পরিচয়

১৯২০

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার (বর্তমানে জেলা) টুঙ্গিপাড়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। শেখ লুৎফর রহমান ও শেখ সায়েরা খাতুনের চার কন্যা ও দুই পুত্রের মধ্যে তৃতীয় সন্তান শেখ মুজিব। বাবা-মা ডাকতেন খোকা বলে। খোকার শৈশবকাল কাটে টুঙ্গিপাড়ায়।

১৯২৭

৭ বছর বয়সে গিমাডাঙ্গা প্রাইমারী স্কুলে পড়াশুনা শুরু করেন। নয় বছর বয়সে গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হন। পরে তিনি স্থানীয় মিশনারী স্কুলে ভর্তি হন।

১৯৩৪

১৪ বছর বয়সে বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত হলে তাঁর একটি চোখ কলকাতায় অপারেশন করা হয় এবং চক্ষুরোগের কারণে তাঁর লেখাপড়ায় সাময়িক বিরতি ঘটে।

১৯৩৭

চক্ষুরোগে চার বছর শিক্ষাজীবন ব্যাহত হওয়ার পর শেখ মুজিব পুনরায় স্কুলে ভর্তি হন।

১৯৩৮

১৮ বছর বয়সে বঙ্গবন্ধু ও বেগম ফজিলাতুননেছার আনুষ্ঠানিক বিয়ে সম্পন্ন হয়। তাঁরা দুই কন্যা শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা ও তিন পুত্র শেখ কামাল, শেখ জামাল ও শেখ রাসেলের জনক-জননী।



১৯৩৯

অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী গোপালগঞ্জ মিশনারী স্কুল পরিদর্শনে এলে শেখ মুজিব স্কুলের ছাদ দিয়ে যে পানি পড়ত তা সারাবার জন্য ও ছাত্রাবাসের দাবি স্কুল ছাত্রদের পক্ষ থেকে তুলে ধরেন।

১৯৪০

শেখ মুজিব নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনে যোগদান করেন এবং এক বছরের জন্য বেঙ্গল মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। তাঁকে গোপালগঞ্জ মুসলিম ডিফেন্স কমিটির সেক্রেটারি নিযুক্ত করা হয়।

১৯৪২

এন্ট্রেস (এস এস সি) পাস করেন। কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে মানবিক বিভাগে ইন্টারমিডিয়েট ক্লাশে ভর্তি হন এবং বেকার হোষ্টেলে থাকার ব্যবস্থা হয়। বঙ্গবন্ধু এই বছরেই পাকিস্তান আন্দোলনের সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়ে পড়েন।

১৯৪৩

সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন এবং মুসলিম লীগের কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। দিল্লিতে অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ কাউন্সিলে যোগদান করেন।

১৯৪৪

কুষ্টিয়ায় অনুষ্ঠিত নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের সম্মেলনে যোগদান এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। কলকাতাস্থ ফরিদপুরবাসীদের একটি সংস্থা 'ফরিদপুর ডিস্ট্রিক্ট এসোসিয়েশন'-এর সম্পাদক নির্বাচিত হন।

১৯৪৬

ইসলামিয়া কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক (জিএস) নির্বাচিত হন।

১৯৪৭

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ইসলামিয়া কলেজ থেকে বি এ পাস করেন। ভারত ভাগ হয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হলে কলকাতায় দাঙ্গা প্রতিরোধ তৎপরতায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

১৯৪৮

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হন এবং ৪ জানুয়ারি মুসলিম ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠা করেন। ২৩ ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন আইন পরিষদে 'পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মেনে নেবে' বলে ঘোষণা দিলে তাৎক্ষণিকভাবে বঙ্গবন্ধু এর প্রতিবাদ জানান। খাজা নাজিমুদ্দিনের বক্তব্যে সারা দেশে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। শেখ মুজিব মুসলিম লীগের এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে আন্দোলনের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য কর্মতৎপরতা শুরু করেন। ছাত্র ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ করেন।

২ মার্চ ভাষা প্রশ্নে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে সংগঠিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মীদের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ফজলুল হক মুসলিম হলে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে বঙ্গবন্ধুর প্রস্তাবক্রমে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। সংগ্রাম পরিষদ বাংলা ভাষা নিয়ে মুসলিম লীগের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে ১১ মার্চ সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করে। ১১ মার্চ বাংলা ভাষার দাবিতে ধর্মঘট পালনকালে শেখ মুজিব সহকর্মীদের সাথে সচিবালয়ের সামনে বিক্ষোভরত অবস্থায় গ্রেফতার হন। এই গ্রেফতারে সারা দেশে ছাত্র সমাজ প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। মুসলিম লীগ সরকার ছাত্রদের আন্দোলনের চাপে শেখ মুজিবসহ গ্রেফতারকৃত ছাত্র নেতৃবৃন্দকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। বঙ্গবন্ধু ১৫ মার্চ মুক্তি লাভ করেন। তাঁর মুক্তিলাভের পর ১৬ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে ছাত্র জনতার সভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় তিনি সভাপতিত্ব করেন। সভায় পুলিশ হামলা চালায়। পুলিশী হামলার প্রতিবাদে সভা থেকে ১৭ মার্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালনের আহ্বান জানান। ১১

সেপ্টেম্বর ফরিদপুরে কর্ডন প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করার জন্য তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।

১৯৪৯

২১ জানুয়ারি শেখ মুজিব কারাগার থেকে মুক্তি পান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা তাঁদের দাবি-দাওয়া আদায়ের উদ্দেশ্যে ধর্মঘট ঘোষণা করলে বঙ্গবন্ধু ধর্মঘটের প্রতি সমর্থন জানান। কর্মচারীদের এ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়ার অভিযোগে ২৯ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অযৌক্তিকভাবে তাঁকে জরিমানা করে। তিনি এ অন্যায় নির্দেশ ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হন। ১৯ এপ্রিল উপাচার্যের বাসভবনের সামনে অবস্থান ধর্মঘট করার কারণে গ্রেপ্তার হন। ২৩ জুন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয় এবং জেলে থাকা অবস্থায় শেখ মুজিব এ দলের যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন। জুলাই মাসের শেষের দিকে মুক্তিলাভ করেন। জেল থেকে বেরিয়েই দেশে বিরাজমান প্রকট খাদ্য সংকটের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত করতে থাকেন। সেপ্টেম্বরে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের দায়ে গ্রেপ্তার হন ও পরে মুক্তিলাভ করেন। ১১ অক্টোবর অনুষ্ঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের সভায় নুরুল আমিনের পদত্যাগ দাবি করেন। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের আগমন উপলক্ষে আওয়ামী মুসলিম লীগ ভুখা মিছিল বের করে। এই মিছিলে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য ১৪ অক্টোবর শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার করা হয়। এবারে তাঁকে প্রায় দু'বছর পাঁচ মাস জেলে আটক রাখা হয়।

১৯৫২

২৬ জানুয়ারি খাজা নাজিমউদ্দিন ঘোষণা করেন 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু'। এর প্রতিবাদে বন্দী থাকা অবস্থায় ২১ ফেব্রুয়ারিকে রাজবন্দী মুক্তি এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি দিবস হিসেবে পালন করার জন্য রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের প্রতি আহ্বান জানান। ১৬ ফেব্রুয়ারি এ দাবিতে জেলখানায় অনশন শুরু করেন। ২১ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ছাত্র সমাজ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল বের করে। মিছিলে পুলিশ গুলি চালালে সালাম, বরকত, রফিক, শফিউর শহীদ হন। বঙ্গবন্ধু জেলখানা থেকে এক বিবৃতিতে ছাত্র মিছিলে পুলিশের গুলিবর্ষণের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। একটানা ১৩ দিন অনশন অব্যাহত রাখেন। জেলখানা থেকে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার দায়ে তাঁকে ঢাকা জেলখানা থেকে ফরিদপুর জেলে সরিয়ে নেয়া হয়। ২৬ ফেব্রুয়ারি ফরিদপুর জেল থেকে তিনি মুক্তিলাভ করেন। ডিসেম্বর মাসে তিনি পিকিং-এ বিশ্বশান্তি সম্মেলনে যোগদান করেন।

১৯৫৩

৯ জুলাই পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিলে তিনি দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। পূর্ববঙ্গ প্রাদেশিক পরিষদের সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগকে পরাজিত করার লক্ষ্যে মওলানা ভাসানী, এ.কে. ফজলুল হক ও শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর মধ্যে ঐক্যের চেষ্টা হয়। এই লক্ষ্যে ১৪ নভেম্বর দলের বিশেষ কাউন্সিল ডাকা হয় এবং এতে যুক্তফ্রন্ট গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১৯৫৪

১০ মার্চ প্রথম সাধারণ নির্বাচনে ২৩৭টি আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট লাভ করে ২২৩টিআসন। এর মধ্যে আওয়ামী লীগ পায় ১৪৩টি আসন। শেখ মুজিব গোপালগঞ্জের আসনে মুসলিম লীগের প্রভাবশালী নেতা ওয়াহিদুজ্জামানকে ১৩ হাজার ভোটে পরাজিত করেনির্বাচিত হন। ১৫ মে প্রাদেশিক সরকারের কৃষি ও বন মন্ত্রীর দায়িত্ব লাভকরেন। ৩০ মে কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা বাতিল করে দেয়। ৩০ মে বঙ্গবন্ধু করাচী থেকে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং গ্রেফতার হন। ২৩ ডিসেম্বর মুক্তিলাভ করেন।

১৯৫৫

৫ জুন গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। আওয়ামী লীগের উদ্যোগে ১৭ জুন ঢাকার পল্টন ময়দানের জনসভা থেকে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন দাবি করে ২১ দফা ঘোষণা করা হয়। ২৩ জুন আওয়ামী লীগের কার্যকরীপরিষদে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা নাহলে দলীয় সদস্যরা আইনসভা থেকে পদত্যাগ করবেন। ২৫ আগস্ট করাচীতে পাকিস্তান গণ-পরিষদে শেখ মুজিব বলেন,

"Sir, you will see that they want to place the word 'East Pakistan' instead of 'East Bengal'. We have demanded so many times that you should use Bengal instead of Pakistan. The word 'Bengal' has a history, has a tradition of its own. You can change it only after the people have been consulted. If you want to change it then we have to go back to Bengal and ask them whether they accept it. So far as the question of One - Unit is concerned it can come in the constitution. Why do you want it to be taken up just now? What about the state language, Bengali? What about joint electorate? What about autonomy ? The people of East Bengal will be prepared to consider One - Unit with all these things. So, I appeal to my friends on that side to allow the people to give their verdict in any way, in the form of referendum or in the form of plebicite".

(অনুবাদ: "স্যার আপনি দেখবেন ওরা পূর্ববাংলা নামের পরিবর্তে পূর্ব পাকিস্তান নাম রাখতে চায়। আমরা বহুবার দাবি জানিয়েছি যে; আপনারা এটাকে বাংলা নামে ডাকেন। বাংলা শব্দটার একটা নিজস্ব ইতিহাস আছে, আছে এর একটা ঐতিহ্য। আপনারা এই নাম আমাদের জনগণের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে পরিবর্তন করতে পারেন। আপনারা যদি ঐ নাম পরিবর্তন করতে চান তাহলে আমাদের বাংলায় আবার যেতে হবে এবং সেখানকার জনগণের কাছে জিজ্ঞেস করতে হবে তারা নাম পরিবর্তনকে মেনে নেবে কি না। এক ইউনিটের প্রশ্নটা শাসনতন্ত্রে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। আপনারা এই প্রশ্নটাকে এখনই কেন তুলতে চান? বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করার ব্যাপারে কি হবে? যুক্ত নির্বাচনী এলাকা গঠনের প্রশ্নটারই কি সমাধান? আমাদের স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধেই বা কি ভাবছেন? পূর্ববাংলার জনগণ অন্যান্য প্রশ্নগুলোর সমাধানের সাথে এক ইউনিটের প্রশ্নটাকে বিবেচনা করতে প্রস্তুত। তাই আমি আমার ঐ অংশের বন্ধুদের কাছে আবেদন জানাবো তারা যেন আমাদের জনগণের 'রেফারেন্ডাম' অথবা গণভোটের মাধ্যমে দেয়া রায়কে মেনে নেন।)

২১ অক্টোবর আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে দলের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দ প্রত্যাহার করা হয় এবং শেখ মুজিব পুনরায় দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

১৯৫৬

৩ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করে খসড়া শাসনতন্ত্রে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি অন্তর্ভুক্তির দাবি জানান। ১৪ জুলাই আওয়ামী লীগের সভায় প্রশাসনে সামরিক বাহিনীর প্রতিনিধিত্বের বিরোধিতা করে একটি সিদ্ধান্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই সিদ্ধান্ত প্রস্তাব আনেন বঙ্গবন্ধু। ৪ সেপ্টেম্বর শেখ মুজিবের নেতৃত্বে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে খাদ্যের দাবিতে ভুখা মিছিল বের করা হয়। চকবাজার এলাকায় পুলিশ মিছিলে গুলি চালালে ৩ জন নিহত হয়। ১৬ সেপ্টেম্বর শেখ মুজিব কোয়ালিশন সরকারের শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম, দুর্নীতি দমন ও ভিলেজ-এইড দপ্তরের মন্ত্রীর দায়িত্ব লাভ করেন।

১৯৫৭

সংগঠনকে সুসংগঠিত করার উদ্দেশ্যে ৩০ মে দলীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শেখ মুজিব মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন। ৭ আগস্ট তিনি চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নে সরকারি সফর শুরু করেন।

১৯৫৮

৭ অক্টোবর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জা ও সামরিক বাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করে রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। ১১ অক্টোবর শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হয় এবং একের পর এক মিথ্যা মামলা দায়ের করে হয়রানি করা হয়। প্রায় চৌদ্দ মাস জেলখানায় থাকার পর তাঁকে মুক্তি দিয়ে পুনরায় জেলগেটেই গ্রেফতার করা হয়।

১৯৬১

৭ ডিসেম্বর হাইকোর্টে রীট আবেদন করে তিনি মুক্তিলাভ করেন। সামরিক শাসন ও আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু গোপন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন। এ সময়ই বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের লক্ষ্যে কাজ করার জন্য বিশিষ্ট ছাত্র নেতৃবৃন্দ দ্বারা 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ' নামে একটি গোপন সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতি মহকুমায় এবং থানায় নিউক্লিয়াস গঠন করেন।

১৯৬২

৬ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিব জননিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করা হয়। ২ জুন চার বছরের সামরিক শাসনের অবসান ঘটলে ১৮ জুন বঙ্গবন্ধু মুক্তি লাভ করেন। ২৫ জুন বঙ্গবন্ধুসহ জাতীয় নেতৃবৃন্দ আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যৌথ বিবৃতি দেন। ৫ জুলাই পল্টনের জনসভায় বঙ্গবন্ধু আইয়ুব সরকারের কঠোর সমালোচনা করেন। ২৪ সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু লাহোর যান, এখানে শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর নেতৃত্বে বিরোধীদলীয় মোর্চা জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠিত হয়। অক্টোবর মাসে গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের পক্ষে জনমত সৃষ্টির জন্য তিনি শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর সাথে সারা বাংলা সফর করেন।

১৯৬৩

সোহ্‌রাওয়ার্দী অসুস্থ হয়ে চিকিৎসার জন্য লন্ডনে অবস্থানকালে শেখ মুজিব তাঁর সঙ্গে পরামর্শের জন্য লন্ডন যান। ৫ ডিসেম্বর সোহ্‌রাওয়ার্দী বৈরুতে ইন্তেকাল করেন।

১৯৬৪

২৫ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে অনুষ্ঠিত এক সভায় আওয়ামী লীগকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়। এই সভায় দেশের প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের ভোটের মাধ্যমে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবি সাধারণ মানুষের ন্যায্য অধিকার আদায় সম্বলিত প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভায় মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যথাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১১ মার্চ বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি গঠিত হয়। দাঙ্গার পর আইয়ুব বিরোধী ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য বঙ্গবন্ধুর উদ্যোগ গ্রহণ। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ১৪ দিন পূর্বে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়।

১৯৬৫

রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও আপত্তিকর বক্তব্য প্রদানের অভিযোগে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের। এক বছরের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে হাইকোর্টের নির্দেশে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে তিনি মুক্তিলাভ করেন।

১৯৬৬

৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধী দলসমূহের জাতীয় সম্মেলনের বিষয় নির্বাচনী কমিটিতে শেখ মুজিব ঐতিহাসিক ৬ দফা দাবি পেশ করেন। প্রস্তাবিত ৬ দফা ছিল বাঙালি জাতির মুক্তিসনদ। ১ মার্চ তিনি আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। এবং ৬ দফার পক্ষে জনমত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সারা বাংলায় গণসংযোগ সফর শুরু করেন। এ সময় তাঁকে সিলেট, ময়মনসিংহ ও ঢাকায় বারবার গ্রেফতার করা হয়। তিনি এ বছরের প্রথম তিন মাসে আটবার গ্রেফতার হন। ৮ মে নারায়ণগঞ্জ পাটকল শ্রমিকদের জনসভায় বক্তৃতা শেষে তাঁকে পুনরায় গ্রেফতার করা হয়। ৭ জুন শেখ মুজিব ও আটক নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবিতে সারাদেশে ধর্মঘট পালিত হয়। ধর্মঘটের সময় ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও টঙ্গীতে এবং তেজগাঁয় শিল্প এলাকায় পুলিশের গুলিতে মনু মিয়া সহ ১১ জন শ্রমিক নিহত হয়।

১৯৬৮

৩ জানুয়ারি পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধুকে এক নম্বর আসামি করে মোট ৩৫ জন বাঙালি সেনা ও সি এস পি অফিসারের বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার অভিযোগ এনে রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে। ১৭ জানুয়ারি শেখ মুজিবকে জেল থেকে মুক্তি দিয়ে পুনরায় জেল গেট থেকে গ্রেফতার করে ঢাকা সেনানিবাসে আটক রাখা হয়। শেখ মুজিবসহ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অভিযুক্ত আসামিদের মুক্তির দাবিতে সারাদেশে বিক্ষোভ শুরু হয়।

১৯ জুন ঢাকা সেনানিবাসে কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামিদের বিচার কার্য শুরু হয়।

১৯৬৯

৫ জানুয়ারি ৬ দফাসহ ১১ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত। কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও শেখ মুজিবের মুক্তির দাবিতে দেশব্যাপী ছাত্র আন্দোলন শুরু করে। এই আন্দোলন গণআন্দোলনে পরিণত হয়। পরে ১৪৪ ধারা ও কার্ফ্যু ভঙ্গ, পুলিশ-ইপিআর-এর গুলিবর্ষণ, বহু হতাহতের মধ্য দিয়ে গণ-অভ্যুত্থানে রূপ নিলে আইয়ুব সরকার ১ ফেব্রুয়ারি গোল টেবিল বৈঠকের আহ্বান জানায় এবং বঙ্গবন্ধুকে প্যারোলে মুক্তি দান করা হবে বলে ঘোষণা দেয়া হয়। বঙ্গবন্ধু প্যারোলে মুক্তিদান প্রত্যাখ্যান করেন। ২২ ফেব্রুয়ারি জনগণের অব্যাহত চাপের মুখে কেন্দ্রীয় সরকার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে শেখ মুজিবসহ অন্যান্য আসামিকে মুক্তি দানে বাধ্য হয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি রেসকোর্স (সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) ময়দানে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে বঙ্গবন্ধুকে সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। প্রায় ১০ লাখ ছাত্র জনতার এই সংবর্ধনা সমাবেশে শেখ মুজিবুর রহমানকে আনুষ্ঠানিকভাবে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। বঙ্গবন্ধু রেসকোর্সের ভাষণে ছাত্র সমাজের ১১ দফা দাবির প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানান।

১০ মার্চ বঙ্গবন্ধু রাওয়ালপিন্ডিতে আইয়ুব খানের গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করেন। বঙ্গবন্ধু গোল টেবিল বৈঠকে আওয়ামী লীগের ৬ দফা ও ছাত্র সমাজের ১১ দফা দাবি উপস্থাপন করে বলেন, 'গণঅসন্তোষ নিরসনে ৬ দফা ও ১১ দফার ভিত্তিতে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই।' পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী ও রাজনীতিবিদরা বঙ্গবন্ধুর দাবি অগ্রাহ্য করলে ১৩ মার্চ তিনি গোল টেবিল বৈঠক ত্যাগ করেন এবং ১৪ মার্চ ঢাকায় ফিরে আসেন। ২৫ মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়া খান সামরিক শাসন জারির মাধ্যমে ক্ষমতাসীন হন। ২৫ অক্টোবর বঙ্গবন্ধু তিন সপ্তাহের সাংগঠনিক সফরে লন্ডন গমন করেন।

৫ ডিসেম্বর শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আওয়ামী লীগের আলোচনা সভায় বঙ্গবন্ধু পূর্ব বাংলার নামকরণ করেন 'বাংলাদেশ'। তিনি বলেন, *"একসময় এদেশের বুক হইতে, মানচিত্রের পৃষ্ঠা হইতে 'বাংলা' কথাটির সর্বশেষ চিহ্নটুকুও চিরতরে মুছিয়া ফেলার চেষ্টা করা হইয়াছে। ... একমাত্র 'বঙ্গোপসাগর' ছাড়া আর কোন কিছুর নামের সঙ্গে 'বাংলা' কথাটির অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। ... জনগণের পক্ষ হইতে আমি ঘোষণা করিতেছি – আজ হইতে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশটির নাম 'পূর্ব পাকিস্তানে'র পরিবর্তে শুধুমাত্র 'বাংলাদেশ'।"*

১৯৭০

৬ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু পুনরায় আওয়ামী লীগ সভাপতি নির্বাচিত হন। ১ এপ্রিল আওয়ামী লীগ কার্যকরী পরিষদের সভায় নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৭ জুন রেসকোর্স ময়দানের জনসভায় বঙ্গবন্ধু ৬ দফার প্রশ্নে আওয়ামী লীগকে নির্বাচিত করার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান। ১৭ অক্টোবর বঙ্গবন্ধু তাঁর দলের নির্বাচনী প্রতীক হিসেবে 'নৌকা' প্রতীক পছন্দ করেন এবং ঢাকার ধোলাইখালে প্রথম নির্বাচনী জনসভার মধ্য দিয়ে নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেন। ২৮ অক্টোবর তিনি জাতির উদ্দেশে বেতার-টিভি ভাষণে ৬ দফা বাস্তবায়নে আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের জয়যুক্ত করার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান। ১২ নভেম্বরের গোর্কিতে উপকূলীয় এলাকায় ১০ লক্ষ মানুষের প্রাণহানি ঘটলে বঙ্গবন্ধু নির্বাচনী প্রচারণা বাতিল করে দুর্গত এলাকায় চলে যান এবং আর্তমানবতার প্রতি পাকিস্তানী শাসকদের ঔদাসীন্যের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। তিনি গোর্কি উপদ্রুত মানুষের ত্রাণের জন্য বিশ্ববাসীর প্রতি আহ্বান জানান। ৭ ডিসেম্বর সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। আওয়ামী লীগ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদের ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন এবং প্রাদেশিক পরিষদের ৩১০টি আসনের মধ্যে ৩০৫টি আসন লাভ করে।

১৯৭১

৩ জানুয়ারি রেসকোর্সের জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব জনপ্রতিনিধিদের শপথ গ্রহণ পরিচালনা করেন। আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্যরা ৬ দফার ভিত্তিতে

শাসনতন্ত্র রচনা এবং জনগণের প্রতি আনুগত্য থাকার শপথ গ্রহণ করেন। ৫ জানুয়ারি তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে সর্বাধিক আসন লাভকারী পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো কেন্দ্রে আওয়ামী লীগের সাথে কোয়ালিশন সরকার গঠনে তাঁর সম্মতির কথা ঘোষণা করেন। জাতীয় পরিষদ সদস্যদের এক বৈঠকে বঙ্গবন্ধু পার্লামেন্টারী দলের নেতা নির্বাচিত হন। ২৮ জানুয়ারী জুলফিকার আলী ভুট্টো বঙ্গবন্ধুর সাথে আলোচনার জন্য ঢাকায় আসেন। তিনদিন বৈঠকের পর আলোচনা ব্যর্থ হয়ে যায়। ১৩ ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ৩ মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের বৈঠক আহ্বান করেন। ১৫ ফেব্রুয়ারি ভুট্টো ঢাকায় জাতীয় পরিষদের বৈঠক বয়কটের ঘোষণা দিয়ে দুই প্রদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দুই দলের প্রতি ক্ষমতা হস্তান্তর করার দাবি জানান।

১৬ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু এক বিবৃতিতে জনাব ভুট্টোর দাবির তীব্র সমালোচনা করে বলেন, 'ভুট্টো সাহেবের দাবি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। ক্ষমতা একমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আওয়ামী লীগের কাছে হস্তান্তর করতে হবে। ক্ষমতার মালিক এখন পূর্ব বাংলার জনগণ।'

১ মার্চ ইয়াহিয়া খান অনির্দিষ্টকালের জন্য জাতীয় পরিষদের বৈঠক স্থগিতের ঘোষণা দিলে সারা বাংলায় প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। বঙ্গবন্ধুর সভাপতিত্বে আওয়ামী লীগ কার্যকরী পরিষদের জরুরি বৈঠকে ৩ মার্চ দেশব্যাপী হরতাল আহ্বান করা হয়। ৩ মার্চ সারা বাংলায় হরতাল পালিত হবার পর বঙ্গবন্ধু অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তর করার জন্য প্রেসিডেন্টের প্রতি দাবি জানান।

৭ মার্চ রেসকোর্সের জনসমুদ্র থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, জয় বাংলা'। ঐতিহাসিক ভাষণে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতিকে শৃংখল মুক্তির আহ্বান জানিয়ে ঘোষণা করেন, "রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেবো। এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ্।.....প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে মোকাবেলা করতে হবে।"

শত্রুর বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধের প্রস্তুতি নেবার আহবান জানান। বঙ্গবন্ধু ইয়াহিয়া খানের সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। একদিকে রাষ্ট্রপতি জেনারেল ইয়াহিয়ার নির্দেশ যেত অপরদিকে ধানমন্ডি ৩২ নং সড়ক থেকে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ যেত, বাংলার মানুষ বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ মেনে চলতেন। অফিস আদালত, ব্যাংক, বীমা, স্কুল-কলেজ, গাড়ি, শিল্প-কারখানা সবই বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ মেনেছে। ইয়াহিয়ার সব নির্দেশ অমান্য করে অসহযোগ আন্দোলনে বাংলার মানুষের সেই অভূতপূর্ব সাড়া ইতিহাসে বিরল ঘটনা। মূলত: ৭ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ বাংলাদেশ স্বাধীন দেশ হিসেবে বঙ্গবন্ধুই রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন। ১৬ মার্চ ঢাকায় ক্ষমতা হস্তান্তর প্রশ্নে মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক শুরু হয়। আলোচনার জন্য জনাব ভুট্টোও ঢাকায় আসেন। ২৪ মার্চ পর্যন্ত ইয়াহিয়া-মুজিব-ভুট্টো আলোচনা হয়। ২৫ মার্চ আলোচনা ব্যর্থ হবার পর সন্ধ্যায় ইয়াহিয়ার ঢাকা ত্যাগ। ২৫ মার্চ দিবাগত রাতে নিরীহ নিরস্ত্র বাঙালির ওপর পাকিস্তান সেনাবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে। আক্রমণ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পিলখানা রাইফেল সদর দফতর ও রাজারবাগ পুলিশ হেড কোয়ার্টার।

বঙ্গবন্ধু ২৫শে মার্চ রাত ১২টা ২০ মিনিটে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন :

"This may be my last message; from to-day Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh wherever you might be and with whatever you have, to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of the Pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achieved." *[অনুবাদ : 'এটাই হয়তো আমার শেষ বার্তা, আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। বাংলাদেশের জনগণ, তোমরা যে যেখানেই আছ এবং যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শেষ পর্যন্ত দখলদার সৈন্য বাহিনীকে প্রতিরোধ করার জন্য আমি তোমাদের আহ্বান জানাচ্ছি। পাকিস্তান দখলদার বাহিনীর শেষ সৈনিকটিকে বাংলাদেশের মাটি থেকে বিতাড়িত করে চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে।']*

এই ঘোষণা বাংলাদেশের সর্বত্র ওয়ারলেস, টেলিফোন ও টেলিগ্রামের মাধ্যমে প্রেরিত হয়। এর সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বাংলায় নিম্নলিখিত একটি ঘোষণা পাঠান:

"পাকিস্তান সেনাবাহিনী অতর্কিতভাবে পিলখানা ইপিআর ঘাঁটি রাজারবাগ পুলিশ লাইন আক্রমণ করেছে এবং শহরের রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধ চলছে, আমি বিশ্বের জাতিসমূহের কাছে সাহায্যের আবেদন করেছি। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা বীরত্বের সঙ্গে মাতৃভূমি মুক্ত করার জন শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহর নামে আপনাদের কাছে আমার আবেদন ও আদেশ দেশকে স্বাধীন করার জন্য শেষ রক্তাবিন্দু থাকা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যান। আপনাদের পাশে এসে যুদ্ধ করার জন্য পুলিশ, ইপিআর, বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও আনসারদের সাহায্য চান। কোন আপোষ নাই। জয় আমাদের হবেই। পবিত্র মাতৃভূমি থেকে শেষ শত্রুকে বিতাড়িত করুন। সকল আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী এবং অন্যান্য দেশপ্রেমিক প্রিয় লোকদের কাছে এ সংবাদ পৌঁছে দিন। আল্লাহ্ আপনাদের মঙ্গল করুন। জয় বাংলা।"

হানাদার পাকিস্তান বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য বাঙালি সামরিক ও বেসামরিক যোদ্ধা, ছাত্র, শ্রমিক, কৃষকসহ সর্বস্তরের জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। বঙ্গবন্ধুর এই আহবান বেতার যন্ত্র মারফত তাৎক্ষণিকভাবে বিশেষ ব্যবস্থায় সারাদেশে পাঠানো হয়। রাতেই এই বার্তা পেয়ে চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও যশোর সেনানিবাসে বাঙালি জওয়ান ও অফিসাররা প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা প্রচার করা হয় গভীর রাতে। স্বাধীনতার ঘোষণা দেবার অপরাধে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ১.৩০ মিনিটে বঙ্গবন্ধুকে ধানমন্ডির ৩২ নং বাসভবন থেকে গ্রেফতার করে ঢাকা সেনানিবাসে নিয়ে যায় এবং ২৬ মার্চ গভীর রাতে তাঁকে বন্দী অবস্থায় পাকিস্তান নিয়ে যাওয়া হয়।

২৬ মার্চ জে: ইয়াহিয়া এক ভাষণে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে বঙ্গবন্ধুকে দেশদ্রোহী বলে আখ্যায়িত করে।

২৬ মার্চ চট্টগ্রাম স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা এম এ হান্নান বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণাপত্রটি পাঠ করেন। ১০ এপ্রিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি করে বিপ্লবী সরকার গঠিত হয়। ১৭ এপ্রিল মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে (মুজিবনগর) বাংলাদেশ সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলাম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দীন আহমদ প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের পরিচালনায় মুক্তিযুদ্ধ শেষে ১৬ ডিসেম্বর ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্যদিয়ে মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জিত হয়। বাংলাদেশ লাভ করে স্বাধীনতা। তার আগে ৭ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের লায়ালপুর সামরিক জেলে বঙ্গবন্ধুর গোপন বিচার করে তাঁকে দেশদ্রোহী ঘোষণা করে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়। বিভিন্ন দেশ ও বিশ্বের মুক্তিকামী জনগণ বঙ্গবন্ধুর জীবনের নিরাপত্তার দাবি জানায়। ২৭ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে জাতির জনক রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তি প্রদানের দাবি জানানো হয়। ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নসহ বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থার পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্য পাকিস্তান সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলা হয়, শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি। তিনি বাংলাদেশের স্থপতি, কাজেই পাকিস্তানের কোন অধিকার নেই তাঁকে বন্দী করে রাখার। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে বহু রাষ্ট্রের স্বীকৃতি লাভ করেছে।

১৯৭২

৮ জানুয়ারি পাকিস্তান সরকার আর্ন্তজাতিক চাপে বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেয়। জুলফিকার আলী ভুট্টো বঙ্গবন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করেন। সেদিনই বঙ্গবন্ধুকে ঢাকার উদ্দেশ্যে লন্ডন পাঠান হয়। ৯ জানুয়ারি লন্ডনে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথের সাথে সাক্ষাৎ হয়। লন্ডন থেকে ঢাকা আসার পথে বঙ্গবন্ধু দিল্লিতে যাত্রাবিরতি করেন। বিমানবন্দরে ভারতের রাষ্ট্রপতি ভি.ভি. গিরি ও প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী বঙ্গবন্ধুকে স্বাগত জানান।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু ১০ জানুয়ারি ঢাকায় পৌঁছলে তাঁকে অবিস্মরণীয় সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। বঙ্গবন্ধু বিমান বন্দর থেকে সরাসরি রেসকোর্স ময়দানে গিয়ে লক্ষ জনতার সমাবেশ থেকে অশ্রুসিক্ত নয়নে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন। ১২ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ৬ ফেব্রুয়ারি ভারত সরকারের আমন্ত্রণে তিনি ভারত যান। ২৪ বছর পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বঙ্গবন্ধুর বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করে তাঁকে আজীবন সদস্যপদ প্রদান করেন। ২৮ ফেব্রুয়ারি তিনি সোভিয়েত ইউনিয়ন সফরে যান। ১২ মার্চ বঙ্গবন্ধুর অনুরোধে ভারতীয় মিত্র বাহিনী বাংলাদেশ ত্যাগ করে।

১ মে তিনি তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর সরকারি কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির ঘোষণা দেন। ৩০ জুলাই লন্ডনে বঙ্গবন্ধুর পিত্তকোষে অস্ত্রোপচার করা হয়। অস্ত্রোপচারের পর লন্ডন থেকে তিনি জেনেভা যান। ১০ অক্টোবর বিশ্ব শান্তি পরিষদ বঙ্গবন্ধুকে 'জুলিও কুরী' পুরস্কারে ভূষিত করে। ৪ নভেম্বর বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচনের তারিখ (৭ মার্চ ১৯৭৩) ঘোষণা করেন। ১৫ ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধু সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয় খেতাব প্রদানের কথা ঘোষণা করেন। ১৪ ডিসেম্বর বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানে বঙ্গবন্ধু স্বাক্ষর করেন। ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর হয়। প্রশাসনিক ব্যবস্থার পুনর্গঠন, সংবিধান প্রণয়ন, এক কোটি মানুষের পুনর্বাসন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, শিক্ষা ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, শিক্ষার্থীদের জন্য প্রাথমিক স্কুল পর্যন্ত বিনামূল্যে এবং মাধ্যমিক শ্রেণী পর্যন্ত নামমাত্র মূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ, মদ, জুয়া, ঘোড়দৌড়সহ সমস্ত ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ড কার্যকরভাবে নিষিদ্ধকরণ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড পুনর্গঠন, ১১০০০ প্রাথমিক স্কুল প্রতিষ্ঠাসহ ৪০,০০০ প্রাথমিক স্কুল সরকারিকরণ, দুঃস্থ মহিলাদের কল্যাণের জন্য নারী পুনর্বাসন সংস্থা, মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন, ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মাফ, বিনামূল্যে/স্বল্পমূল্যে কৃষকদের মধ্যে কৃষি উপকরণ বিতরণ, পাকিস্তানীদের পরিত্যক্ত ব্যাংক, বীমা ও ৫৮০টি শিল্প ইউনিটের জাতীয়করণ ও চালু করার মাধ্যমে হাজার হাজার শ্রমিক-কর্মচারীর কর্মসংস্থান, ঘোড়াশাল সার কারখানা, আশুগঞ্জ কমপ্লেক্সের প্রাথমিক কাজ ও অন্যান্য নতুন শিল্প স্থাপন, বন্ধ শিল্প-কারখানা চালুকরণসহ অন্যান্য সমস্যার মোকাবেলা করে একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক অবকাঠামো তৈরি করে দেশকে ধীরে ধীরে একটি সমৃদ্ধিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করার প্রয়াস চালান হয়। অতি অল্প সময়ে প্রায় সব রাষ্ট্রের স্বীকৃতি আদায় ও জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ ছিল বঙ্গবন্ধু সরকারের উল্লেখযোগ্য সাফল্য।

১৯৭৩

জাতীয় সংসদের প্রথম নির্বাচনে ৩০০ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগের ২৯৩ আসন লাভ। ৩ সেপ্টেম্বর আওয়ামী লীগ, সিপিবি ও ন্যাপের সমন্বয়ে ঐক্যফ্রন্ট গঠিত হয়। ৬ সেপ্টেম্বর জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানের জন্য বঙ্গবন্ধু আলজেরিয়া যান। ১৭ অক্টোবর তিনি জাপান সফর করেন।

১৯৭৪

২২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশকে পাকিস্তানের স্বীকৃতিদান। ২৩ ফেব্রুয়ারি ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (ওআইসি) শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান গমন করেন। ২৪ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে বাংলায় ভাষণ দেন।

১৯৭৫

২৫ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং বঙ্গবন্ধুর রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ। ২৪ ফেব্রুয়ারি দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে জাতীয় দল বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ গঠন। বঙ্গবন্ধু জাতীয় দলে যোগদানের জন্য দেশের সকল রাজনৈতিক দল ও নেতাদের প্রতি আহ্বান জানান। বিদেশী সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে বাঙালি জাতিকে আত্মনির্ভরশীল হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। তাই স্বাবলম্বিতা অর্জনের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক নীতিমালাকে নতুনভাবে ঢেলে সাজান। স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে মানুষের আহার, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা ও কাজের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি ঘোষণা দেন যার লক্ষ্য ছিল - দুর্নীতি দমন; ক্ষেতে খামারে ও কলকারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধি; জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা। এই লক্ষ্যে দ্রুত অগ্রগতি সাধিত করবার মানসে ৬ জুন বঙ্গবন্ধু সকল রাজনৈতিক দল, পেশাজীবী, বুদ্ধিজীবী মহলকে ঐক্যবদ্ধ করে এক মঞ্চ তৈরি করেন, যার নাম দেন বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ। বঙ্গবন্ধু এই দলের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।

সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রামে অংশগ্রহণের আহবান জানিয়ে অভূতপূর্ব সাড়া পান। অতি অল্প সময়ের মধ্যে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হতে শুরু করে। উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। চোরাকারবারি বন্ধ হয়। দ্রব্যমূল্য সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার আওতায় চলে আসে। নতুন আশার উদ্দীপনা নিয়ে স্বাধীনতার সুফল মানুষের ঘরে পৌঁছে দেবার জন্য দেশের মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে অগ্রসর হতে শুরু করে। কিন্তু মানুষের সে সুখ বেশীদিন স্থায়ী হয় না।

১৫ আগস্টের ভোরে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বাংলাদেশের স্থপতি বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিজ বাসভবনে সেনাবাহিনীর কতিপয় উচ্চাভিলাষী বিশ্বাসঘাতক অফিসারদের হাতে নিহত হন। সেদিন বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী মহীয়সী নারী বেগম ফজিলাতুননেছা, বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ-পুত্র মুক্তিযোদ্ধা লেঃ শেখ কামাল, অপর পুত্র লেঃ শেখ জামাল, কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেল, দুই পুত্রবধূ সুলতানা কামাল ও রোজী জামাল, বঙ্গবন্ধুর ভাই শেখ নাসের, ভগ্নিপতি ও কৃষিমন্ত্রী আবদুর রব সেরনিয়াবাত ও তাঁর কন্যা বেবী সেরনিয়াবাত, পুত্র আরিফ সেরনিয়াবাত, দৌহিত্র সুকান্ত আবদুল্লাহ্ বাবু, ভ্রাতুষ্পুত্র শহীদ সেরনিয়াবাত, বঙ্গবন্ধুর ভাগ্নে যুবনেতা ও সাংবাদিক শেখ ফজলুল হক মণি ও তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী আরজু মণি, বঙ্গবন্ধুর নিরাপত্তা অফিসার কর্ণেল জামিল আহমেদ এবং ১৪ বছরের কিশোর আবদুল নঈম খান রিন্টুসহ পরিবারের ১৬ জন সদস্য ও আত্মীয়-স্বজনকে ঘাতকরা হত্যা করে।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট মহামানব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শহীদ হবার পর দেশে সামরিক শাসন জারি হয়। গণতন্ত্রকে হত্যা করে মৌলিক অধিকার কেড়ে নেয়া হয়। শুরু হয় হত্যা, ক্যু ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি। কেড়ে নেয় জনগণের ভাত ও ভোটের অধিকার।

বিশ্বে মানবাধিকার রক্ষার জন্য হত্যাকারীদের বিচারের বিধান রয়েছে,কিন্তু বাংলাদেশে জাতির জনকের আত্মস্বীকৃত খুনিদের বিচারের হাত থেকে রেহাই দেবার জন্য ২৬ সেপ্টেম্বর এক সামরিক অধ্যাদেশ (ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স) জারি করা হয়। জেনারেল জিয়াউর রহমান সামরিক শাসনের মাধ্যমে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স নামে এক কুখ্যাত কালো আইন সংবিধানে সংযুক্ত করে সংবিধানের পবিত্রতা নষ্ট করেন। খুনিদের বিদেশে অবস্থিত বিভিন্ন দূতাবাসে চাকরি দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়।

১৯৯৬ সালের ২৩ জুন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করার পর ২ অক্টোবর ধানমন্ডি থানায় তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ তাঁর পরিবারের সদস্যগণকে হত্যার বিরুদ্ধে এজাহার দায়ের করা হয়। ১২ নভেম্বর জাতীয় সংসদে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল করা হয়। ১ মার্চ' ৯৭ নভেম্বর ঢাকার জেলা ও দায়রা জজ আদালতে বিচার কার্য শুরু হয়। ৮ নভেম্বর ৯৮ জেলা ও দায়রা জজ কাজী গোলাম রসুল ৭৬ প্রষ্ঠার রায় ঘোষণায় ১৫ জনকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন। ১৪ নভেম্বর ২০০০ সালে হাইকোর্ট মামলার ডেথ রেফারেন্স ও আপিলে দুই বিচারক বিচারপতি মো: রুহুল আমিন এবং বিচারপতি এ.বি.এম. খায়রুল হক দ্বিমতে বিভক্ত রায় ঘোষণা করেন। এরপর তৃতীয় বিচারপতি মো: ফজলুল করিম ১২ জনের মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেন। এরপর পাঁচজন আসামী আপিল বিভাগে লিভ টু আপিল করে। ২০০২-২০০৬ পর্যন্ত বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের সময় মামলটি কার্যতালিকা থেকে বাদ দেয়া হয়। ২০০৭ সালে শুনানির জন্য বেঞ্চ গঠিত হয়। ২০০৯ সালে ২৯ দিন শুনানির পর ১৯ নভেম্বর প্রধান বিচারপতি সহ পাঁচজন বিচারপতি রায় ঘোষণার আপিল খারিজ করে ১২ জনের মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখেন। ২০১০ সালের ২ জানুয়ারি আপিল বিভাগে আসামীদের রিভিউ পিটিশন দাখিল এবং তিনদিন শুনানি শেষে ২৭ জানুয়ারি চার বিচারপতি রিভিউ পিটিশনও খারিজ করেন। এদিনই মধ্যরাতের পর (২৮জানুয়ারি) পাঁচ ঘাতকের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। ঘাতকদের একজন বিদেশে পলাতক অবস্থায় মারা গেছে এবং ছয়জন বিদেশে পলাতক রয়েছে। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিচারের দাবি ৩৪ বছর পর বাস্তবায়িত হলো।

১৫ আগস্ট জাতির জীবনে এক কলঙ্কময় দিন। এই দিবসটি জাতীয় শোক দিবস হিসেবে বাঙালি জাতি পালন করে।

BANGABANDHU SHEIKH MUJIBUR RAHMAN
THE FATHER OF THE NATION
A POLITICAL PROFILE

1920
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman was born in a respectable Muslim family on 17 March, 1920, in Tungipara village under the then Gopalganj subdivision (at present district) of Faridpur district. He was the third child among four daughters and two sons of Sheikh Lutfar Rahman and Sheikh Sayera Khatun. His parents used to call him Khoka out of affection. Bangabandhu spent his childhood in Tungipara.

1927
At the age of seven, Bangabandhu began his schooling at Gimadanga primary school. At nine, he was admitted to class three at Gopalganj public school. Subsequently, he was transferred to a local missionary school.

1934
Bangabandhu was forced to go for a break of study when at the age of fourteen, one of his eyes had to be operated on.

1937
Bangabandhu returned to school after a break of four years caused by the severity of an eye operation.

1938
At eighteen, Mujib married Begum Fazilatunnesa. They subsequently became the happy parents of two daughters, Sheikh Hasina and Sheikh Rehana, and three sons, Sheikh Kamal, Sheikh Jamal and Sheikh Russel. All the sons were killed along with their parents on 15 August, 1975.



1939
Bangabandhu's political career was effectively inaugurated while he was a student at Gopalganj missionary school. He led a group of students to demand that the cracked roof of the school be repaired when Sher-e-Bangla A.K. Fazlul Huq, Chief Minister of undivided Bengal, came to visit the school along with Huseyn Shaheed Suhrawardy, later chief minister of Bengal and prime minister of Pakistan.

1940
Sheikh Mujib joined the Nikhil Bharat Muslim Chhatra Federation (All India Muslim Students Federation). He was elected Councillor for a one-year term.

1942
Sheikh Mujibur Rahman passed the Entrance (currently Secondary School Certificate) Examination. He then got himself admitted as an intermediate student in the Humanities faculty of Calcutta Islamia College, where he had lodgings at Baker Hostel. That same year Bangabandhu got actively involved with the movement for the creation of Pakistan.

1943
Sheikh Mujib's busy and active political career took off in the literal sense with his election as a Councillor of the Muslim League.

1944
Bangabandhu took part in the conference of the All Bengal Muslim Students League held at Kushtia, where he played a significant role. He was also elected Secretary of Faridpur District Association, a Calcutta-based organisation of the residents of Faridpur.

1946
Sheikh Mujib was elected General Secretary of Islamia College Students Union.

1947
Bangabandhu obtained Bachelor of Arts degree from Islamia College under Calcutta University. When communal riots broke out in the wake of the partition of India and the birth of Pakistan, Bangabandhu played a pioneering role in protecting Muslims and trying to contain the violence.

1948
Bangabandhu took admission in the Law Department of Dhaka University. He founded the Muslim Students League on 4 January. He rose in spontaneous protest on 23rd February when Prime Minister Khwaja Nazimuddin in his speech at the Legislative Assembly declared: "The people of East Pakistan will accept Urdu as their state language." Khwaja Nazimuddin's remarks stroke a storm of protest across the country. Sheikh Mujib immediately plunged into hectic activities to build a strong movement against the Muslim League's premeditated, heinous design to make Urdu the only state language of Pakistan. He established contacts with students and political leaders. On 2 March, a meeting of the workers of different political parties was held to plan the course of the movement against the Muslim League on the language issue. The meeting held at Fazlul Huq Mislim Hall approved a resolution placed by

Bangabandhu to form an All-Party State Language Action Council. The Action Council called for a general strike on 11 March to register its protest against the conspiracy of the Muslim League against Bangla language. On 11 March, Bangabandhu was arrested along with some colleagues while they were holding a demonstration in front of the Secretariat building. The student community of the country exploded in protest following the arrest of Bangabandhu. In the face of the strong student movement the Muslim League government was forced to release Bangabandhu and other student leaders on 15 March. Following his release, the All-Party State Language Action Council held a public rally at Dhaka University Am tala on 16 March. Bangabandhu presided over the rally, which was soon set upon by the police. To protest the police action Bangabandhu immediately announced a countrywide student strike on 17 March. Mujib was arrested again on 11 September for joining the movement against Cordon system at Faridpur.

1949

Sheikh Mujib was released from jail on 21 January. Bangabandhu extended his support to a strike called by the Class Four employees of Dhaka University to press home their various demands. The university authorities illogically imposed a fine on him for leading the movement of the employees. He rejected the unjust order. April. Mujib was arrested for staging a sit-in strike before the Vice-Chancellor's residence. When the East Pakistan Awami Muslim League was formed on 23 June, Bangabandhu was elected its Joint Secretary despite his imprisonment. He was released in late June. Immediately after his release, he began organising an agitation against the prevailing food crisis. In September he was detained for violating Section 144. However, he was freed later.

He raised the demand for Chief Minister Nurul Amin's resignation at a meeting of the Awami Muslim League in October.

The Awami Muslim League brought out an anti-famine procession in Dhaka on the occasion of Pakistan's Prime Minister Liaquat Ali Khan's visit to the province. Once again Bangabandhu was arrested and jailed, this time for two years and five months, for leading the demonstration.

1952

On 26 January, Khwaja Nazimuddin declared that Urdu would be the state language of Pakistan. Bangabandhu played a vital role in organising a protest against this announcement from the jail. From the prison he passed an instruction to the State Language Action Council to observe 21 February as Demand Day for pressing release of all political prisoners and declaring Bangla–the state language. He began hunger strike on 16 February. On 21 February the student community violating Section 144 imposed by the government brought out a procession in Dhaka to press the demand for recognition of Bangla as the state language. Police opened fire and killed Salam, Barkat, Rafique, Jabbar and Shafiur. They are acknowledged as martyrs of the Language Movement. In a statement from jail, Bangabandhu condemned the shooting by police and recorded his strong protest. He was on hunger strike for 13 consecutive days. The authorities transferred him from Dhaka central jail to Faridpur jail to prevent him from making contact with the organisers of the language movement. He was released from jail on 26 February.

1953

On 9 July, Mujib was elected as the General Secretary of East Pakistan Awami League at its council. Efforts were made to build unity among Moulana Bhashani, A.K. Fazlul Huq and Shaheed Suhrawardy with the objective of defeating the Muslim League at the ensuing general elections. To achieve this, a special council session of the party was called on 14 November, in which a resolution to form the *Jukta* Front (United Front) was approved.

1954

The first general elections in East Bergal were held on 10 March. The United Front acquired 223 seats out of 237. The Awami League captured 143 seats. Defeating the influential Muslim League leader Wahiduzzzaman, Bangabandhu won the Gopalganj constituency by a margin of 13,000 votes. Bangabandhu took oath as Minister in the new provincial government. On 15 May he took over as Agriculture and Forest Minister. The central government arbitrarily dismissed the United Front ministry on 29 May. Bangabandhu was once again arrested when his plane landed at Dhaka airport from Karachi on 30 May. He was released on 23 December.

1955

Bangabandhu was elected as a member of the Constituent assembly on 5th June. The Awami League held a public meeting at Paltan maidan (ground) on 17 June. A 21-points programme was put forward demanding autonomy for East Pakistan. On 23 June the Working Committee of the Awami League took a decision that the Awami League members of the legislative assembly would resign if autonomy was not granted to East Pakistan.

On 25 August Bangabandhu told the Pakistan National Assembly in Karachi…

"SIR, YOU WILL SEE THAT THEY WANT TO USE THE PHRASE 'EAST PAKISTAN' INSTEAD OF 'EAST BENGAL'. WE HAVE DEMANDED MANY TIMES THAT YOU SHOULD USE BENGAL INSTEAD OF EAST PAKISTAN. THE WORD 'BENGAL' HAS A HISTORY, HAS A TRADITION OF ITS OWN. YOU CAN CHANGE IT ONLY AFTER THE PEOPLE HAVE BEEN CONSULTED. IT YOU WANT TO CHANGE IT, WE HAVE TO GO BACK TO BENGAL AND ASK THEM WHETHER THEY ARE READY TO ACCEPT IT. SO FAR AS THE QUESTION OF ONE UNIT IS CONCERN IT CAN BE INCORPORATED IN THE CONSTITUTION. WHY DO YOU WANT IT TO BE TAKEN UP RIGHT NOW? WHAT ABOUT THE STATE LANGUAGE, BENGALI? WE ARE PREPARED TO CONSIDER ONE - UNIT WITH ALL THESE THINGS. SO, I APPEAL TO MY FRIENDS ON THAT SIDE TO ALLOW THE PEOPLE TO GIVE THEIR VERDICT IN ANY WAY, IN THE FORM OF REFERENDUM OR IN THE FORM OF PLEBISCITE."

On 21 October Awami Muslim League dropped the word 'Muslim' from its name at a special council to make the party a truly modern and secular one. Bangabandhu was re-elected General Secretary of the party.

1956
On 3 February, Awami League leaders, during a meeting with the Chief Minister, demanded that the subject of provincial autonomy be included in the draft constitution. On 14 July, the Awami League at a meeting adopted a resolution opposing the representation of the military in the administration. The resolution was moved by Bangabandhu. On 4 September an anti-famine procession was brought out under the leadership of Bangabandhu defying Section 144. At least three persons were killed when police opened fire on the procession at Chawkbazar area. On 16 September, Bangabandhu assumed the responsibility of Industries, Commerce, Labour, Anti-Corruption and Village Aid Ministry in the coalition government.

1957
On 30 May, in response to a resolution of the party Bangabandhu resigned from the cabinet to strengthen the organisation by working full-time. On 7 August, he went on an official tour to China and the Soviet Union.

1958
Pakistan's President, Major General Iskandar Mirza, and the Chief of Pakistan's army, General Ayub Khan, imposed martial law on 7 October and banned political activities. Bangabandhu was arrested on 11 October. Thereafter, he was continuously harassed in false cases. He was released from prison after a long 14 months but He was arrested again at the jail gate.

1961
Bangabandhu was released from jail after the High Court declared his detention unlawful. After his release from the jail he started covert political activities against the martial law regime and Ayub Khan, the dictator. He set up an underground organisation called "Swadhin Bangla Biplobi Parishad" (Revolutionary Council for Independent Bangla) comprising outstanding student leaders in order to work for the independence of Bangladesh.

1962
Bangabandhu was arrested under the Public Security Act on 6 February. He was freed on 18 June following the withdrawal of the four-year-long martial law on 2 June. On 25 June, Bangabandhu joined other national leaders to protest the unlawful measures introduced by General Ayub Khan. On 5 July he addressed a public rally at Paltan Maidan. He bitterly criticised Ayub Khan in his speech. He went to Lahore on 24 September and joined Shaheed Suhrawardy to form the National Democratic Front, an alliance of the opposition parties. He spent the entire month of October travelling across the Bengal along with Shaheed Suhrawardy to build up public support for the United Front.

1963
Bangabandhu went to London for consultations with Suhrawardy, who was there for medical treatment. On 5 December, Suhrawardy died in Beirut.

1964
The Awami League was revitalized on 25 January at a meeting held at Bangabandhu's residence. The meeting adopted a resolution to demand the introduction of parliamentary democracy on the basis of adult franchise in response to public sentiment. The meeting elected Maulana Abdur Rashid Tarkabagish as party president and Bangabandhu Sheikh Mujib as the general secretary. On 11 March, an All-Party Action Committee was formed. Bangabandhu led a committee to defuse communal riots. After the riots he took initiative to start a vigorous anti-Ayub movement. Bangabandhu was arrested 14 days before the presidential election.

1965
The government charged Sheikh Mujib with sedition and for making objectionable statements. He was sentenced to a one-year imprisonment. He was later released by the order of the High Court.

1966
On 5 February, a national conference of the opposition parties was held in Lahore. Bangabandhu placed his historic 6-points programme before the select committee of the conference. The 6-points demand was the charter of freedom of the Bengalee nation. On 1 March, Bangabandhu was elected the president of the Awami League. Following his election, he launched a campaign to obtain enthusiastic support for the 6-points demand. He travelled around the country. Police arrested and detained him several times at Sylhet, Mymensing and Dhaka during his campaign. He was arrested eight times in the first quarter of the year. On 8 May, he was arrested after his speech at a rally of jute mill workers at Narayanganj. A countrywide Hartal was observed on 7 June to press the demand to release Bangabandhu and other political prisoners. Police opened fire on picketers during the Hartal and killed a number of workers in Dhaka, Naryanganj and Tongi.

1968
The Pakistan government filed the infamous Agartala conspiracy case against Bangabandhu and 34 Bengali Civil and military officers. Sheikh Mujib was named as accused number one in the case. The arrested persons were charged with conspiring for the secession of East Pakistan from the rest of Pakistan. The accused persons were detained inside the Dhaka Cantonment. Demonstrations took place throughout the province demanding the release of Bangabandhu and the other co-accused in the Agartala conspiracy case. The trial began on 19 June inside Dhaka Cantonment amidst tight security.

1969
The Central Students Action Council was formed on 5 January to press for the acceptance of the 11-points which included the 6-points demand of Bangabandhu. The council initiated a countrywide student agitation to compel the government to withdraw the Agartala conspiracy case and free Bangabandhu. The agitation gradually converted into a mass movement. After months of protests, violations of Government imposed ban on meetings and processions under Section 144 and curfews, indiscriminate shooting by the police and the EPR and a number of casualties, the movement peaked into an unprecedented mass upsurge that forced Ayub Khan to convene a round-table conference of political leaders and announce Bangabandhu's release on parole. Bangabandhu rejected the offer of release on parole. On 22 February, the Pakistani government bowed down to the continued mass protests and freed Bangabandhu and the other co-accused. The conspiracy case was withdrawn. The Central Student Action Council arranged a reception in honour of Sheikh Mujibur Rahman on 23 February at the race course (Suhrawardy Uddyan). One million people attended the meeting. Mujib was publicly

declared as Bangabandhu (Friend of Bengal) in the meeting. In his speech on the occasion, Bangabandhu pledged his whole-hearted support to the 11-points demand of the students.

On 10 March, Bangabandhu joined the round-table conference called by Ayub Khan in Rawalpindi. At the conference Bangabandhu placed the 6-points demand of his party and the 11-points demand of the students and said: "To end people's anger there is no other alternative to the acceptance of the 6-points and 11-points demand and the granting of regional autonomy". When the Pakistani politicians and rulers discarded his demand he left the conference on 13 March. He returned Dhaka on the next day. On 25 March, Gen. Yahya Khan took over and imposed martial law. On 25 October, Bangabandhu went to London on a three-week organisational tour. On 5 December, Bangabandhu declared at a discussion meeting held to observe the death anniversary of Shaheed Suhrawardy that henceforth East Pakistan would be called Bangladesh. He added. "There was a time when evil efforts were made to wipe out the word 'Bangla' from our land and map. The existence of the word "Bangla" was found nowhere except in the Bay of Bengal. I on behalf of the people proclaim today that the eastern Province of Pakistan will be called 'Bangladesh' instead of ' East Pakistan.' "

1970

Bangabandhu was as re-elected President of the Awami League on 6 January. The Awami League at a meeting of the working committee on 1 April decided to take part in the general elections scheduled for later that year. On 7 June, Bangabandhu addressed a public meeting at the Race Course ground and urged the people to elect his party on the issue of the 6-points demand. On 17 October, Bangabandhu chose the boat as his party's election symbol and launched his campaign through an election rally at Dhaka's Dholai Khal. On 28 October, he addressed the nation over radio and television and called upon the people to elect his party's candidates to implement the 6-points. When a mighty cyclonic storm hit the coastal belt of Bangladesh, killing at least one million people, Bangabandhu suspended his election campaign and rushed to the aid of the helpless people in the affected areas. He strongly condemned and protested the Pakistani rulers for their indifference to the victims. He called upon the international community to help the people affected by the cyclone. In the general elections held on 7 December, the Awami League acquired an absolute majority. The Awami League secured 167 seats out of 169 National Assembly seats in the then East Pakistan and won 288 out of 300 seats in the Provincial Assembly.

1971

On 3 January, Bangabandhu conducted the oath of the peoples' representatives at a meeting at the Race Course ground. The Awami League members took oath to frame a constitution on the basis of the 6-point demand and pledged to remain loyal to the people who had elected them. On 5 January, Zulfiquar Ali Bhutto, the leader of the majority party, the People's Party, in the then West Pakistan, announced his readiness to form a coalition government at the centre with Awami League. Bangabandhu was elected as the leader of his party's parliamentary party at a meeting of the MNAs of his party. On 27 January, Zulfiquar Ali Bhutto arrived in Dhaka for talks with Bangabandhu. The talks failed after three days of deliberations. In an announcement on 13 February, President Yahya Khan summoned the National Assembly to sit in Dhaka on 3 March. On 15 February, Bhutto announced that he would boycott the session and demanded that power be handed over to the majority parties in East Pakistan and West Pakistan. In a statement on 16 February, Bangabandhu bitterly criticised Bhutto for putting forward such demand and said, "The demand of Bhutto is totally illogical. Power is to be handed over to the majority party, the Awami League. The power now lay with the people of East Bengal."

On 1 March, Yahya Khan abruptly postponed the National Assembly session which prompted a storm of protest throughout Bangladesh. Bangabandhu presided over a meeting of the Awami League working committee. Awami League called a countrywide general strike on 3 March. After successful general strike, Bangabandhu demanded for immediate transfer of power to the President.

On 7 March, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman addressed a mammoth public rally at the Race Course ground, where he declared:

"The struggle this time is the struggle for emancipation. The struggle this time is the struggle for independence. Joi Bangla." In this historic speech, Bangabandhu urged the nation to break the shackles of subjugation and declared, "Since we have given blood, we will give more blood. By the will of the almighty Allah the people of this land will be liberated ...turn every house into a fortress. Face (the enemy) with whatever you have. "

He advised the people to prepare themselves for a guerrilla war against the enemy. He asked the people to start a total non-cooperation movement against the government of Yahya Khan. There were orders from Yahya Khan on the one hand and on the other hand Bangabandhu's directives from Road 32, Dhanmondi. The entire nation carried out Bangabandhu's instructions. Every organisation, including government offices, courts, banks, insurance companies, schools, colleges, mills and factories obeyed Bangabandhu's orders. The all out response of the people of Bangladesh to Bangabandhu's call was unprecedented in the history. In reality, Bangabandhu ruled an independent Bangladesh from March 7 to March 25.

On 16 March, Yahya Khan came to Dhaka for talks with Bangabandhu regarding the transfer of power. Bhutto also came a few days later to Dhaka. The Mujib-Yahya-Bhutto talks continued until 24 March. Yahya Khan secretly left Dhaka in the evening of 25 March. On the dead night of 25 March, the Pakistan army cracked down on the innocent unarmed Bangalees. They attacked Dhaka University, the Peelkhana Headquarters of the then East Pakistan Rifles and the Police Headquarters at Rajarbagh.

Moments after the crackdown began Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman declared independence at 12:30 AM 26 March. His declaration was transmitted through wireless to every place of the country: **"THIS MAY BE MY LAST MESSAGE; FROM TO-DAY BANGLADESH IS INDEPENDENT. I CALL UPON THE PEOPLE OF BANGLADESH WHEREVER YOU MIGHT BE AND WITH WHATEVER YOU HAVE, TO RESIST THE ARMY OF OCCUPATION TO THE LAST. YOUR FIGHT MUST GO ON UNTIL THE LAST SOLDIER OF THE PAKISTAN OCCUPATION ARMY IS EXPELLED FROM THE SOIL OF BANGLADESH. FINAL VICTORY IS OURS. "**

He also sent a message in Bengali, which reads as follows:

"THE PAKISTANI ARMY HAS SUDDENLY ATTACKED PILKHANA EPR HEADQUARTERS, RAJARBAGH POLICE LINE. BATTLE IS GOING ON THE STREETS OF THE CITY. I AM CALLING FOR HELP TO THE NATIONS OF THE WORLD. OUR FREEDOM FIGHTERS ARE

FIGHTING VALIANTLY AGAINST THE ENEMY TO LIBERATE OUR MOTHERLAND. IN THE NAME OF THE ALLMIGHTY GOD I ORDER AND CALL UPON YOU –TO LIBERATE OUR COUNTRY. FIGHT TILL YOU HAVE ONE DROP OF BLOOD. ASK FOR HELP FROM POLICE, EPR, BENGAL REGIMENT AND ANSARS. ASK THEM TO FIGHT SIDE BY SIDE WITH YOU. QUESTION OF COMPROMISE DOES NOT ARISE. VICTORY WILL BE OURS. DRIVE OUT THE LAST SOLDIER OF THE ENEMY FROM OUR SACRED MOTHERLAND. PASS THIS MESSAGE TO ALL AWAMI LAEGUE LEADERS, WORKERS AND ALL COMPATRIOT PEOPLE. GOD BLESS YOU. JOI BANGLA"

He called upon all sections of people, including Bangalee military and civilian personnel, students, workers and peasants, to join the resistance war against the occupation Pakistan army. This message of Bangabandhu was immediately disseminated throughout the country through radio equipment under special arrangements. The same night jawans and officers in Chittagong, Comilla and Jessore cantonments put up resistance to the Pakistan army after receiving this message. Bangabandhu's declaration was broadcasted by Chittagong radio station. The Pakistan army arrested Bangabandhu from his Dhanmondi residence at 1:30 a.m. and whisked him away to Dhaka cantonment. On 26 March he was flown to Pakistan as a prisoner. The same day, General Yahya Khan, in his speech banned the Awami League and declared Bangabandhu a traitor.

On 26 March, M.A. Hannan, an Awami League leader in Chittagong, read out Bangabandhu's declaration of independence over Chittagong radio. On 10 April, the Provisional Revolutionary Government of Bangladesh headed by Bangabandhu as President was formed.

The revolutionary government took the oath of office on 17 April at the Amrakanan of Baidyanathtala in Meherpur, which is now known as Mujibnagar. Bangabandhu was elected President, Syed Nazrul Islam as acting President and Tajuddin Ahmed as Prime Minister. The Liberation War ended on 16 December when the Pakistani occupation forces surrendered at the historic Race Course ground accepting defeat in the glorious war led by the revolutionary government in exile. Bangladesh was finally free.

Earlier, between August and September of 1971, the Pakistani junta held a secret trial of Bangabandhu inside Layalpur jail in Pakistan. He was sentenced to death. The freedom loving people of the world demanded absolute security of Bangabandhu's life. On 27 December, the Bangladesh government demanded immediate and unconditional release of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. A number of countries, including India and the Soviet Union, and various international organisations demanded release of Bangabandhu. They held that Pakistan had no right to detain Bangabandhu, who was the President of Independent Bangladesh. In the meantime, Bangladesh had been recognised by many countries of the world.

1972

The Pakistan government had to release Bangabandhu on 8 January 1972 bowing to international pressure. Zulfiquar Ali Bhutto met Bangabandhu. The same day Bangabandhu left for London en route to Dhaka. In London, British Prime Minister Edward Heath met him. On his way back to Dhaka from London Bangabandhu had a stopover in New Delhi. He was received by Indian President V. V. Giri and Prime Minister Indira Gandhi at the airport.

An unforgettable reception was accorded to Bangabandhu when the Father of the Nation reached Dhaka on 10 January. From the airport he drove straight to the Race Course ground. He delivered his address in tears before the mammoth gathering. On 12 January, Bangabandhu took over as the Prime Minister of Bangladesh. On 6 February he visited India at the invitation of the Indian government. After twenty four years of expulsion the Dhaka University authorities rescinded the expulsion order and accorded him life membership.

On 1 March he went to the Soviet Union on an official visit. The allied Indian army left Dhaka on 12 March at the request of Bangabandhu. On 1 May Bangabandhu announced a raise in the salary of class III and IV employees of the government. On 30 July Bangabandhu underwent a gall-bladder operation in London. From there he went to Geneva. On 10 October the World Peace Council conferred the Julio Curie award on him. On 4 November, Bangabandhu announced that the first general election in Bangladesh would be held on 7 March, 1973. On 15 December, Bangabandhu's government announced that state awards would be accorded to the freedom fighters. On 14 December Bangabandhu affixed his signature to the draft constitution. On the first anniversary of the liberation the constitution of the People's Republic of Bangladesh was adopted.

The important achievements of the Bangabandhu government are: the reorganisation of the administrative system, framing of the constitution, rehabilitation of one crore people, restoration and development of communication system, expansion of education, supply of free books to students up to class V and low priced books to students up to class VIII, effective ban on all anti-Islamic and anti-social activities e.g., gambling, horse race, consumption of liquor, establishment of Islamic Foundation, reorganisation of Madrasa Education Board, establishment of 11,000 primary schools, nationalisation of 40,000 primary schools, establishment of women's rehabilitation centre for the welfare of defiled and distressed womens, Freedom Fighters Welfare Trust, tax waive up to 25 bighas of land, distribution of agricultural inputs among farmers free of cost or at nominal price, nationalisation of banks and insurance companies, 580 industrial units abandoned by the Pakistanis and employment of thousands of workers and employees, construction of Ghorasal fertilizer factory, primary work of Ashuganj complex and establishment of new industrial units and reopening of the closed industries. Bangabandhu successfully built an economic infrastructure to lead the country towards progress and prosperity. Another landmark achievement of the Bangabandhu government was to achieve recognition of almost all countries of the world and the United Nations membership in a short span of time.

1973

The Awami League secured 293 seats out of the 300 Jatiya Sangsad (National Parliament) seats in the first general elections. On 3 September, the Awami League, CPB and NAP formed Oikya Front (United Front.) On 6 September, Bangabandhu set off to Algeria to attend the Non-Aligned Movement (NAM) summit conference.

1974

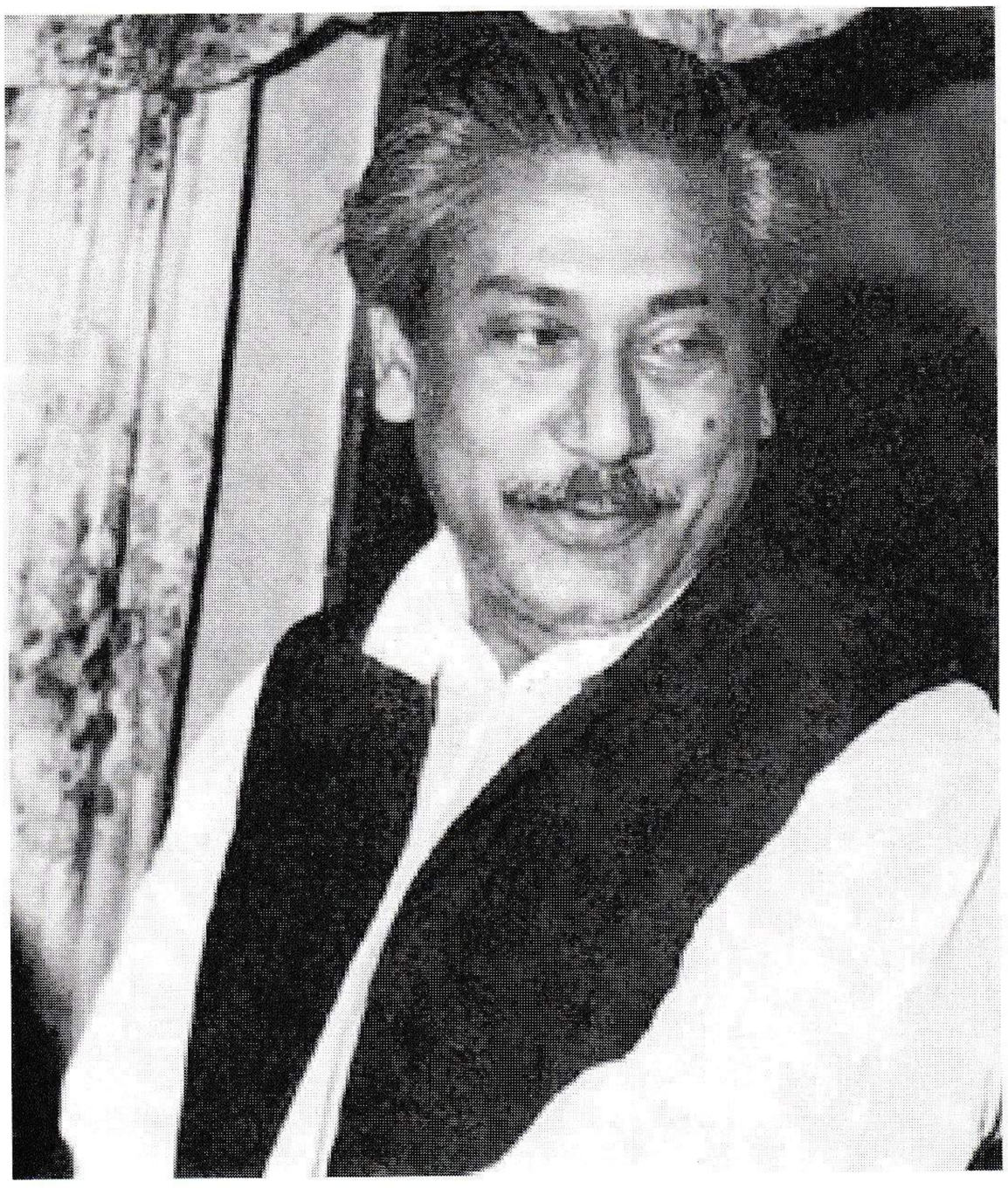
The People's Republic of Bangladesh was accorded membership of the United Nations. On 24 September, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman addressed the UN General Assembly in Bengali for the first time in the history of UN.

1975

On 25 January, the country switched over to the presidential system of government and Bangabandhu took over as the President of the republic. On 24 February, Bangladesh Krishak Sramik Awami League, comprising all the political parties of the country, was launched. On 25 February, Bangabandhu called upon all political parties and leaders to join the national party. He felt the need to make Bangladesh a self-reliant nation by reducing dependence on foreign aid. Therefore, he significantly reformed the economic policies to achieve the goal of self-reliance, He launched the Second Revolution to make the independence meaningful and ensure food, clothing, shelter, Medicare, education and work to the people. The objectives of the revolution were: elimination of corruption, boosting production in mills, factories and fields, population control and establishment of national unity.

Bangabandhu received an unprecedented response to his call to achieve economic freedom by uniting the entire nation. The economy started picking up rapidly within a short time. Production increased. Smuggling stopped. The prices of essentials came down within the purchasing power of the common man. Imbued with new hope, the people unitedly marched forward to extend the benefits of independence to every doorstep. But that did not last long.

In the pre-dawn hours of 15 August, the noblest and the greatest of Bengalees in a thousand years, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the architect of Bangladesh and the Father of the Nation, was assassinated by a handful of ambitious and treacherous military officers. On that day, Bangabandhu's wife, a noble woman, Begum Fazilatunnesa; his eldest son, freedom fighter Sheikh Kamal; second son Lt. Sheikh Jamal; youngest son Sheikh Russel; two daughters-in-law, Sultana Kamal and Rosy Kamal; Bangabandhu's brother Sheikh Naser; brother-in-law and Agriculture Minister Abdur Rab Serniabat and his daughter Baby Serniabat; Arif Serniabat, grandson Sukanto Abdullah and nephew Shahid Serniabat, Bangabandhu's nephew, youth leader and journalist Sheikh Fazlul Huq Moni and his pregnant wife Arzoo Moni; Bangabandhu's security officer Brigadier Jamil and a 14-year-old boy Rintoo were killed. The bloodthirsty killers murdered 16 members and relatives of Bangabandhu's family.



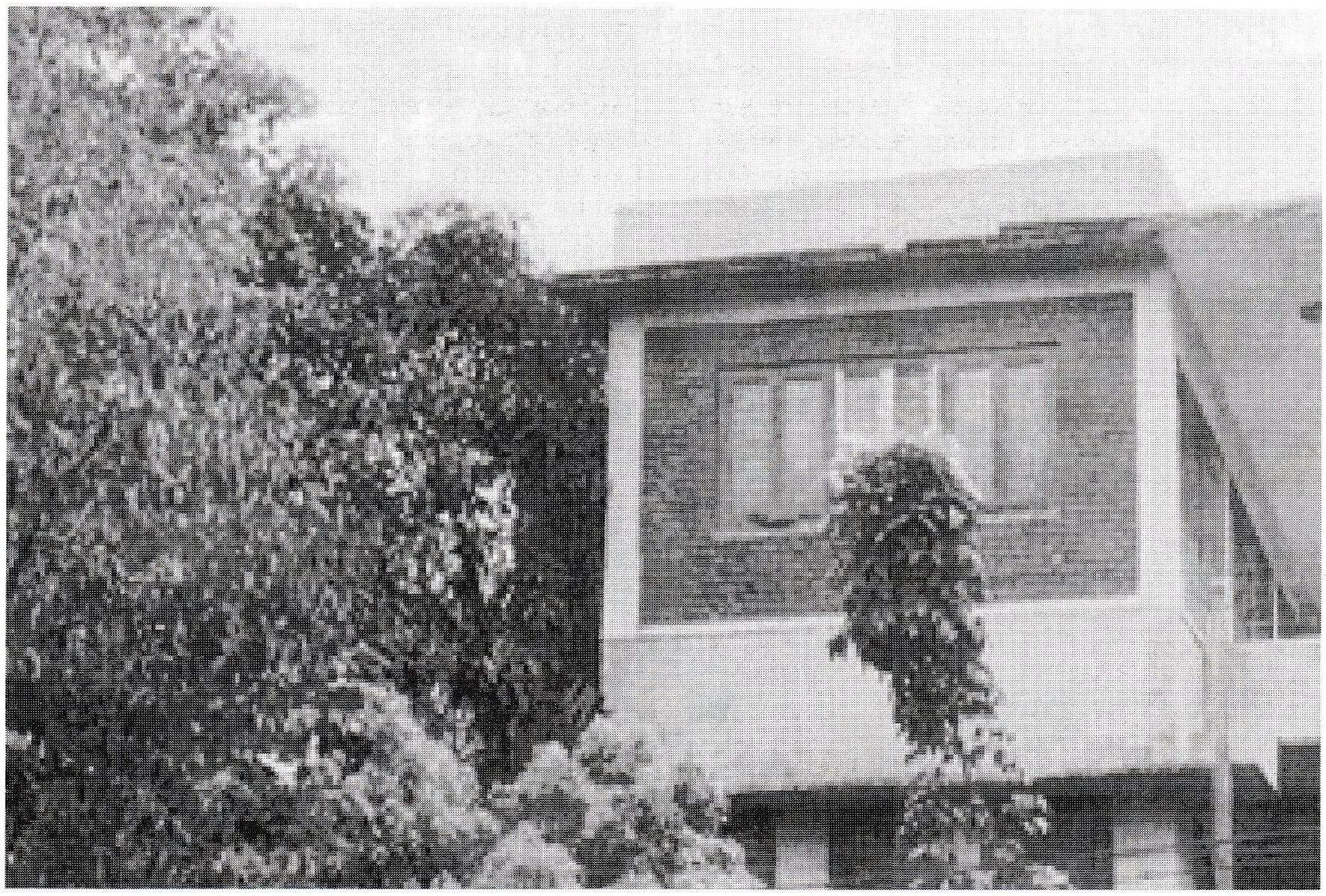
Martial law was imposed in the country after the killing of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Democracy was done away with and basic rights were snatched away. Thus began the politics of killing, coups and conspiracy. The people's rights to food and vote were taken away.

There is international provision to hold trial of killers to protect human rights in the world. But unfortunately in Bangladesh, a law was enacted under a martial law ordinance indemnifying the self-proclaimed killers of Bangabandhu from any trial. Having captured power illegally through a military coup d'état, General Ziaur Rahman stained the sanctity of the constitution by incorporating the infamous Indemnity Ordinance in the Fifth Amendment to the constitution. He rewarded the killers by appointing them in Bangladesh diplomatic missions abroad.The Indemnity Ordinance, which is against basic human rights, had to be repealed and the killers are to punished to restore rule of law in the country.

After Bangabandhu's daughter Sheikh Hasina came to power at the head of an Awami League government on 23 June 1996, in 2 October a case was filed in Dhanmondi Police Station against those involved in the murder of the father of the nation and its President, Bangabandhu's Sheikh Mujibur Rahman and his family members. On 12 November the Jatiyo Sangsad (Parliament) annulled the Indemnity Ordinance.

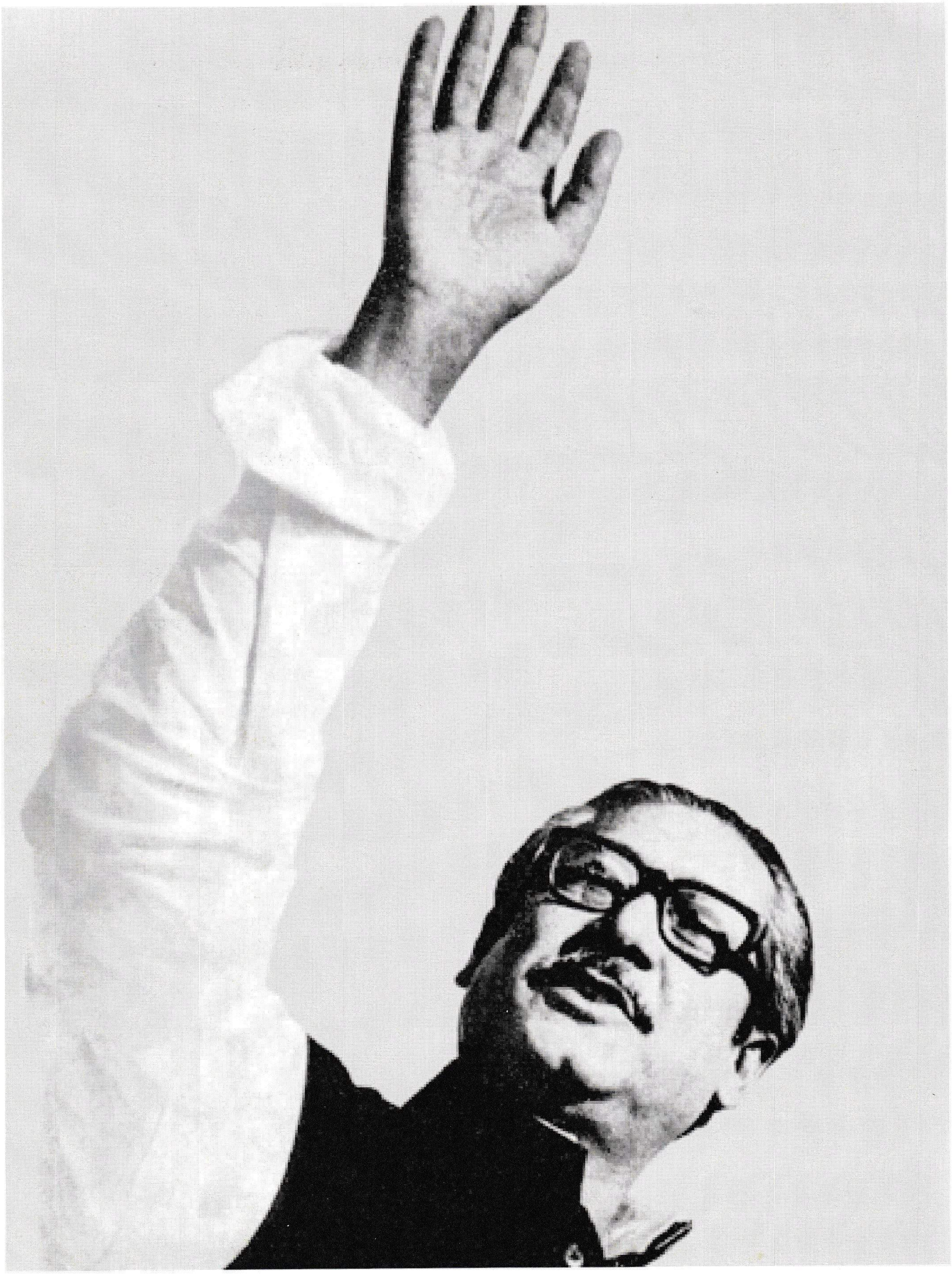
The trial began on 1 March 1997 in the court of the Dhaka District and Sessions Judge. On 8 November 1998 the Judge of the Court, Kazi Gholam Rasul, delivered a 76-page verdict in which he sentenced fifteen of the accused to death. On 18 November 2000, two judges gave a split judgment in the death reference and appeal case lodged against the sentence in the High Court. Subsequently, a third judge ruled decisively in favor of upholding the death sentence on twelve of the accused. Five convicted then filed a "leave to appeal" with the Appellate Division of the court. When the BNP-Jamat alliance was in power from 2002 to 2006 it dropped the case from the 'cause-list'. A Bench was finally formed to hear the case in 2007. After 29 days of hearings in 2009 on 19 November a judicial bench comprising the Chief Justice and four other judges rejected the appeal. After three days of hearings on 27 January four judges also dismissed the review petition. The following midnight, that is to say, on 28 January, five of the killers were executed and the verdict was implemented in their case. One of the killers had died while a fugitive from justice overseas and six still are hiding in other countries. However, the demand that the murderers be tried has finally been addressed thirty-four years after the assassination of Bangabandhu and the murder of his family member.

August 15, 1975, is the blackest day in nation's life. The nation observes this day as the National Mourning Day.



এই সেই বাড়ি ৩২ নং ধানমন্ডি
বাংলাদেশ নামক দেশের জাগরণের সূতিকাগার
বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস–বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর
জনগণের বাড়ি

The house–Bangabandhu's residence on Road 32 Dhanmondi–is a monument of the struggle of Bengalees for political freedom. Today's Bangabandhu Memorial Museum, the house stands testimony to the ethos of a nation constantly taking pride in its achievements and rediscovering itself.



রাজনৈতিক স্বাধীনতা ব্যর্থ হয়ে যায় যদি অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না আসে।

আমার দেশের মানুষ দুঃখী, না খেয়ে কষ্ট পায়। গায়ে কাপড় নাই। শিক্ষার আলো তারা পায় না, রাতে একটা হারিকেনও জ্বালাতে পারে না।

আমরা চাই শোষিতের গণতন্ত্র।

বঙ্গবন্ধু

Political freedom comes to nothing if it fails to ensure economic freedom.

People of my country are in distress. They suffer from hunger. They require clothing. They are deprived of the light of education. They can not even afford a kerosene lamp at night.

We want to establish the democracy of the exploited masses.

Bangabandhu

স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলাদেশের জনগণের মত এতো উচ্চমূল্য, এতো ভয়াবহ ও বিভীষিকাময় জীবন ও দুর্ভোগ আর কোন দেশের মানুষকে ভোগ করতে হয় নাই।

আপনারা সবাই মিলেমিশে কাজ করুন। তাহলেই দেশে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তি আসবে।

বাংলাদেশে এক ইঞ্চি জমিও অনাবাদী রাখা হবে না। নিরলস কাজ করে দেশে কৃষিবিপ্লব সাধন করুন।

বঙ্গবন্ধু

No people of any country had paid such a high price, lived such dreadful and gruesome life or suffered so much distress as the people of Bangladesh did in their struggle for independence.

All should work together. Only then happiness, peace and prosperity will come to this country.

An inch of Bangladesh must not be left fallow, work relentlessly to achieve agricultural revolution in the country.

Bangabandhu

বাংলার মাটি থেকে দুর্নীতি উৎখাত করতে হবে। দুর্নীতি আমার বাংলার কৃষক করে না। দুর্নীতি আমার বাংলার মজদুর করে না। দুর্নীতি করে আমাদের শিক্ষিত সমাজ। যারা ওদের টাকা দিয়ে লেখাপড়া করেছে। আজ যেখানে যাবেন, দুর্নীতি দেখবেন। রাস্তা খুঁড়তে যান–দুর্নীতি, খাদ্য কিনতে যান–দুর্নীতি, জিনিস কিনতে যান–দুর্নীতি।

বঙ্গবন্ধু

We must eliminate corruption from the soil of Bangladesh. The peasants of my Bengal do not commit corruption. The workers of my Bengal do not commit corruption. It is the educated segment of our society that is inclined to corruption. These are the people who got themselves educated with the money of the peasants and the workers. Today, wherever you go, you will find corruption. There is corruption in infrastructural development works. Go to the food market–there is corruption. Go to buy anything from the market–you are swayed by corruption.

Bangabandhu

একজনকে ডাক্তারী পাস করাতে বাংলার দুঃখী মানুষ না হলেও এক লক্ষ টাকা ব্যয় করে। একজন ইঞ্জিনিয়ার করতে না হলেও এক লক্ষ টাকা খরচ পড়ে। একজন কৃষি বিশেষজ্ঞ তৈরি করতেও এক লক্ষ টাকা খরচ হয়। এদেশে একজন দুঃখী মানুষ, যাদের পেটে খাবার নাই, তাদের শ্রমের অর্থেই এদের লেখাপড়া শেখানো হয়েছে। আজ সময় এসেছে; আমাদের বিবেচনা করতে হবে বিনিময়ে তাদের কি দিয়েছি, কতটুকু বা ফেরত দিয়েছি।

বঙ্গবন্ধু

The poor people of Bangladesh have to pay at least one lakh taka (one hundred thousand) for a person to become a physician. The same amount is spent to make an engineer or an agricultural expert. These people get educated with the money of the toiling workers who do not have the means to prepare a square meal each day. Time has now come for us to ponder how much we have given them in exchange of their sacrifices and how much we have paid them in return.

Bangabandhu

বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে। এখন যদি কেউ বাংলাদেশের স্বাধীনতা হরণ করতে চায়, তাহলে সে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মুজিব সর্বপ্রথম তার প্রাণ দেবে।

নেতা হিসাবে নয়, ভাই হিসেবে আমি আমার দেশবাসীকে বলছি আমাদের সাধারণ মানুষ যদি আশ্রয় না পায়, খাবার না পায়, যুবকরা যদি চাকরি বা কাজ না পায়, তাহলে আমাদের এই স্বাধীনতা ব্যর্থ হয়ে যাবে-- পূর্ণ হবে না।

বঙ্গবন্ধু

Bangladesh has achieved independence. If anyone conspires to destroy the independence of Bangladesh, Mujib will be the first to give his life to defend it.

My dear countrymen, let me tell you this, not as a leader but as your brother that if the ordinary men of our country are not provided with shelter, if they do not get food, and young men and women do not find employment, this independence of ours will be of no worth–it will never be realized in full.

Bangabandhu

ইতিহাসে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবেই বাংলাদেশ টিকে থাকবে। বাংলাকে দাবিয়ে রাখতে পারে এমন কোন শক্তি নেই।

বাংলাদেশের সংগ্রাম ন্যায় ও শান্তির জন্য সার্বজনীন সংগ্রামের প্রতীক। সুতরাং বাংলাদেশ শুরু থেকেই এবং সর্বকালে বিশ্বের নিপীড়িত জনগণের পাশে দাঁড়াবে–এটাই স্বাভাবিক।

বঙ্গবন্ধু

Bangladesh will continue to exist in history as an independent state. There is no power on the earth that can suppress Bengal.

The struggle of Bangladesh is the manifestation of the universal struggle of mankind for attaining justice and peace. Therefore, it is only natural that Bangladesh will stand up for the world's oppressed masses right from its inception and continue to do so forever.

Bangabandhu

অনাহার, দারিদ্র, বেকারত্ব ও বুভুক্ষার তাড়নায় জর্জরিত, পারমাণবিক যুদ্ধের দ্বারা সম্পূর্ণ ধ্বংস হওয়ার শঙ্কায় শিহরিত বিভীষিকাময় জগতের দিকে আমরা এগুবো না, আমরা তাকাবো এমন এক পৃথিবীর দিকে যেখানে বিজ্ঞান ও কারিগরি জ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতির যুগে মানুষের সৃষ্টিক্ষমতা ও বিরাট সাফল্য আমাদের জন্য শঙ্কামুক্ত উন্নত ভবিষ্যৎ গঠনে সক্ষম। এই ভবিষ্যৎ হবে পারমাণবিক যুদ্ধের আশঙ্কা থেকে মুক্ত। বিশ্বের সকল সম্পদ ও কারিগরি জ্ঞানের সুষ্ঠু বণ্টনের দ্বারা এমন কল্যাণের দ্বার খুলে দেয়া যাবে যেখানে প্রত্যেক মানুষ সুখী ও সম্মানজনক জীবনের ন্যূনতম নিশ্চয়তা লাভ করবে।

বঙ্গবন্ধু

We shall not proceed towards the horrendous world that is affected with starvation, poverty, unemployment and hunger, a world shuddering under the fear of total destruction in a nuclear war. We shall look forward to a world that is capable of building a fearless and prosperous future that the creative power and the great achievements of mankind can create for us in this age of amazing progress in science and technical knowledge.

The future that we envisage will be free from the horror of nuclear war. With just and proper distribution of all the wealth and knowledge of the world we can usher in a new era of global welfare where every human being will enjoy the minimum guarantee of a happy and respectable life.

Bangabandhu

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

অ্যালবাম প্রকাশনা ও সম্পাদনা পরিষদ

শেখ হাসিনা
শেখ রেহানা
গাজীউল হক
এ. কে. আজাদ চৌধুরী
আ. আ. ম. স. আরেফিন সিদ্দিক
বেবী মওদুদ
মো: রেজাউল করিম খান রেজা (সমন্বয়কারী)
হাশেম খান (নির্বাহী সম্পাদক ও নকশাকার)

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
এস. এ. মালেক, সৈয়দ বদরুল আহসান, সুব্রত বড়ুয়া, নূরুল ইসলাম,
শামসুদ্দিন আহমেদ, ফরিদ হোসেন, ফকরুল আলম, মাওলা ব্রাদার্স,
মো: ইয়াকুব, গোলাম মাওলা, মোজাম্মেল হোসেন, মো: মুসা, লুৎফর রহমান, রশীদ তালুকদার,
আফতাব আহমেদ, জহিরুল হক, আনোয়ার হোসেন, কিশোর পারেখ, পাভেল রহমান
ও অন্যান্য আলোকচিত্র শিল্পী

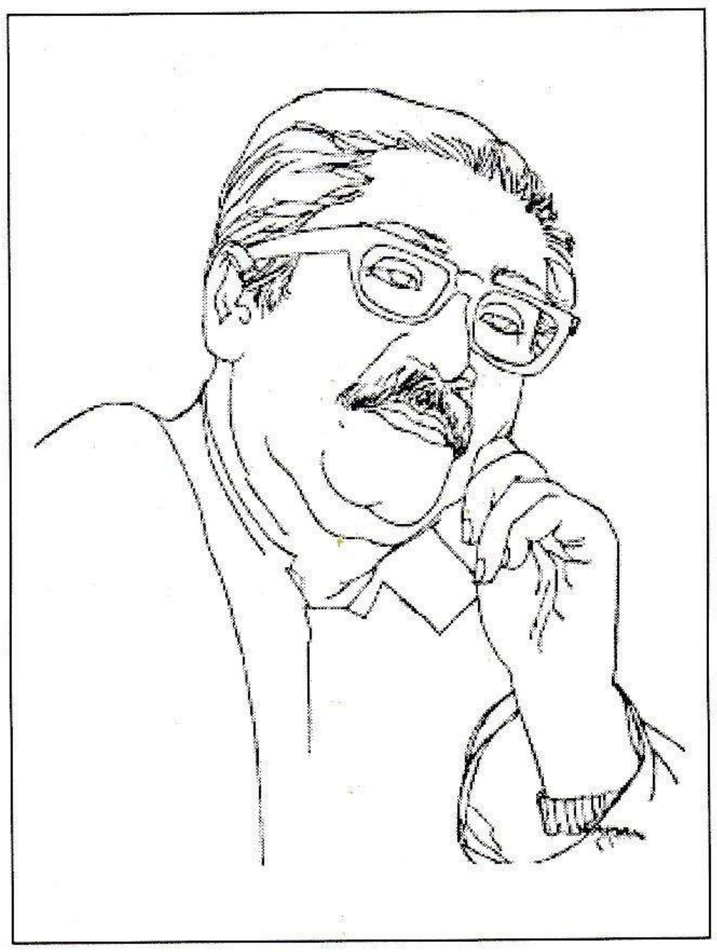
প্রকাশনায় : জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট
সড়ক-৩২, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা - ১২০৯।

প্রথম প্রকাশ : ১ আগস্ট ১৯৯৭
দ্বিতীয় প্রকাশ : ৭ জুন ২০০৩
তৃতীয় প্রকাশ : ১৭ মার্চ ২০১০
চতুর্থ প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৬

গ্রাফিক্স : গ্রাফিক্স স্ক্যান লি:
৫৫/১ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।

মুদ্রণে : এম বি প্রিন্টার্স
২৮ টিপু সুলতান রোড, ওয়ারী ঢাকা-১১০০।

মূল্য : বোর্ড বাঁধাই টাকা ১০০০.০০
সুলভ বাঁধাই টাকা ৬০০.০০
ইউএস ৩০.০০ ডলার



BANGABANDHU SHEIKH MUJIBUR RAHMAN
THE FATHER OF THE NATION

Editorial Board of the Album

Sheikh Hasina
Sheikh Rehana
Gaziul Haque
A. K. Azad Chowdhury
A.A.M.S. Arefin Siddique
Baby Moudud
Md. Rezaul Karim Khan Reza (Coordinator)
Hashem Khan (Executive Editor & Designer)

Acknowledgment
S. A. Malek, Syed Badrul Ahsan, Subrata Barua, Nurul Islam,
Shamsuddin Ahmed, Farid Hossain, Fakrul Alam, Mowla Brothers.
Md. Yaqub, Golam Mawla, Mozammel Hossain, Md. Musa,
Lutfar Rahman, Rashid Talukder, Aftab Ahmed, Zahirul Huq,
Anwar Hossain, Kishore Parekh, Pavel Rahman and other Photographers.

Published by : Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahaman Memorial Trust
Road No. 32, Dhanmondi Residential Area, Dhaka-1209

1st Edition : 1 August 1997
2nd Edition : 7 June 2003
3rd Edition : 17 March 2010
4th Edition : Feberuary 2016

Graphics : Graphics Scan Limited
55/1, Purana Paltan, Dhaka-1000.

Printed by M. B. Printers
28 Tipu Sultan Road, Wari Dhaka-1100

Price : Board binding Tk. 1000.00
Paper binding Tk. 600.00
US. $ 30



আমার জীবনের একমাত্র কামনা, বাংলাদেশের মানুষ যেন তাদের খাদ্য পায়, আশ্রয় পায়, শিক্ষা পায় এবং উন্নত জীবনের অধিকারী হয়।

বঙ্গবন্ধু

A single desire defines my life and it is that the people of Bangladesh get food, clothing and shelter, that they get education and enjoy the right to a better life.

Bangabandhu